# দয়ানন্দচরিত।

[ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতামত-সম্বলিত জীবনবৃত্ত। ]

প্রথম খণ্ড।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০২।



মূল্য ৫০ আনা।

CALCUTTA:
PRINTED BY L. M. DASS, AT THE BRAHMO MISSION PRESS,
211, CORNWALLIS STREET.

1896.

# বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় দয়ানন্দ-চরিতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। অথবা বঙ্গ-ভাষাতেই দয়ানন্দ-চরিত প্রথম প্রকাশিত হইল। কারণ ইতঃপূর্ব্বে কি হিন্দি, কি মরাঠি, কি গুজরাটি ভারতবর্ষীয় কোন ভাষাতেই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমি ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, দয়ানন্দের সহিত সুপরিচিত বা সংস্পৃষ্ট লোকদিগের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত সকল লিখিয়া লইয়াছি, এবং যে সকল পুস্তক-পুস্তিকায় প্রস্তাবিত মহাপুরুষের কোন কোন কীর্ত্তিকথা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল পুস্তক-পুস্তিকাও যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। কিন্তু এই সকল উপায়ে সঙ্কলিত উপাদান, দয়ানন্দ-চরিত সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। এই কারণ আপাততঃ ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। বঙ্গদেশে বা বঙ্গসাহিত্যে স্বামী দয়ানন্দ একরূপ অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পক্ষান্তরে দয়ানন্দকে বুঝা বা বুঝিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক আর্য্য-সন্তানের পক্ষেই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আর এইরূপ মনে করি বলিয়াই দয়ানন্দকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ফল কথা, দয়ানন্দকে বুঝিবার ও বুঝাইবার পক্ষে উপস্থিত গ্রন্থ আমার প্রথম উদ্যমমাত্র।

গ্রন্থখানি একবারে ভ্রান্তিশূন্য হয় নাই। মুদ্রাকর-জনিত ভ্রান্তি গ্রন্থের কোন কোন স্থলে ঘটিয়াছে। এই বিষয়ে ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্ক হইতে হইবে, এবং এই গ্রন্থ ভাষান্তরে অনুবাদিত করিবারও চেষ্টা করা যাইবে।

কলিকাতা
৬ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩০২। } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

# দয়ানন্দ-চরিত।

## অবতরণিকা।

হিন্দুর মত ধর্ম্ম-প্রাচীন জাতি আর নাই। হিন্দুর মত ধর্ম্ম্য-জীবন মনুষ্য সংসারে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুর মত এক সূত্র-গ্রথিত অথচ পাত্রোচিত বিভক্ত সাধন-পদ্ধতিও অন্য জাতির সাধক-সমাজে লক্ষিত হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে ধর্ম্মের ইতিহাসে হিন্দুর বিশেষত্ব আছে। অধিক কি, ধর্ম্মের ইতিহাস কেবল হিন্দুরই আছে। কারণ, ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম হিন্দুই অধিগত করিয়াছিল, ধর্ম্মে সম্যকদর্শিতা হিন্দুরই ছিল, এবং ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতা হিন্দুই রক্ষা করিত। বলিতে কি, খৃষ্টান-মুসলমানাদি বিশেষণে যে সকল ধর্ম্ম বিশেষিত, অথবা সাম্প্রদায়িক সীমার ভিতর যে সকল ধর্ম্ম অবরুদ্ধ, সে সকল ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে। যেহেতু সে গুলি ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিশেষ মত, কিংবা ধর্ম্মরূপ বিরাট পুরুষের এক একটি অঙ্গ বই আর কিছুই নহে। এই নিমিত্ত শত শাস্ত্রে কীর্ত্তিত বা শত প্রবক্তা-মুখে প্রশংসিত হইলেও আমি সে গুলিকে ধর্ম্ম শব্দে আখ্যাত করা উচিত বোধ করি না।

জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের অতি নিকট ও নিগূঢ় সম্বন্ধ। এমন কি, একটির অভাবে অপরটির বিদ্যমানতা একরূপ অসম্ভব। জ্ঞানহীন ধর্ম্ম, অথবা ধর্ম্মহীন জ্ঞান আকাশ-কুসুমবৎ একটা অলীক বস্তু বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ জ্ঞানের উৎকর্ষ অনুসারে ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। এই কারণ মনুষ্যের জ্ঞান-নয়ন যখন নিমীলিত ছিল, মনুষ্য তখন জল, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বৃক্ষ,

লতা, পর্ব্বত, নদী, নির্ঝরিণী প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের অর্চ্চনা করিত বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই বিষয়ের শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাকালীয় মনুষ্যদিগের ভিতর কেহ জল, কেহ পৃথিবী, কেহ বায়ু এবং কেহ বা প্রদীপ্ত অগ্নিকে ঈশ্বর-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন আপন শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্পণ করিত।* পারস্যের প্রাচীন অধিবাসিগণ পর্ব্বত-পৃষ্ঠোপরি দণ্ডায়মান হইয়া উন্নত নয়নে নভোমণ্ডলের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি পদার্থের উদ্দেশে স্তুতি-গান করিত। † প্রাকৃত বস্তুসমূহের মধ্যে যে গুলি অধিকতর শক্তিমান্ বা জ্যোতিষ্মান্, সেই গুলির দেবত্ব বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হইত বলিয়া মনে হয়। এই নিমিত্ত সূর্য্য চন্দ্রাদি নভোমণ্ডলান্তর্গত পদার্থ সমূহের উপাসনা বহুতর জাতির ভিতর প্রচলিত দেখা যায়। ‡ যাহা হউক, মনুষ্যের জ্ঞাননেত্র যখন ঈষৎ উন্মীলিত

---

* প্রাচীন মিসর-বাসিগণ জল, ফ্রিজিয়ার লোকগণ পৃথিবী, আসিরিয়া-বাসিগণ বায়ু এবং পারসীকগণ অগ্নিকে ঈশ্বরবোধে পূজা করিত। Mackay's Progress of the Intellect, Vol I. P 112. পারসীকগণ অগ্নি ভিন্ন অপরাপর প্রাকৃত বস্তুকেও ঈশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করিত।

† Mackay's Progress of the Intellect, Vol I. P 114.

‡ প্রাচীন গ্রীকগণ হিলিয়স্ নামক দেবতার নিকট অশ্ব বলিদান করিত। ঐ হিলিয়স্ সূর্য্যদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এমন কি, এরূপ এক সময় ছিল, যখন গ্রীকগণ উদীয়মান সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাহার উপাসনার উদ্দেশে আপন আপন হস্ত-চুম্বন করিত। Tylor's Primitive Culture, Vol 2. P 267—69. একমাত্র ঈশ্বরোপাসক বলিয়া য়িহুদি জাতির প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহারা সূর্য্য-তারকাদির পূজা হইতে বিরত ছিল না। এমন কি, এক একটি জাতির পরিচালক-স্বরূপ এক একটি নক্ষত্র আছে বলিয়া য়িহুদিদিগের পরম্পরাগত বিশ্বাস ছিল। Mackay's Progress of the Intellect, Vol I. P 112. য়িহুদি জাতির ঈশ্বর যে স্বর্গধামে সর্ব্বদা সূর্য্য-তারকাদি পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে ভাল বাসেন, তাহা তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের বহুতর অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। I. Kings XXII. 19. একদা জেসুইট সম্প্রদায়ের একজন প্রচারক দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত স্থানবিশেষে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দান করিলে তথাকার লোকেরা তাঁহাকে নির্ভীকচিত্তে বলিয়াছিল—"আমরা সূর্য্য ভিন্ন অন্য কোন মহত্তর দেবতা জানিও না—স্বীকারও করি না।" Tylor's Primitive Culture, Vol 2. P 306. ইয়োরোপের অন্তর্গত প্যামেরিণিয়া প্রদেশের কোন লোক জ্বরাক্রান্ত হইলে প্রাতঃকালে সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিত,—

হইল, মনুষ্যের বুদ্ধি যখন মেঘমুক্ত চন্দ্রকলার ন্যায় অল্পে অল্পে বিকাশ পাইতে লাগিল, মনুষ্য তখনও প্রাকৃত বস্তুর আরাধনায় বিরত হয় নাই, অথবা হইতে পারে নাই। মনুষ্য তখনও জল, বায়ু, বহ্নি প্রভৃতি নিসর্গজাত পদার্থ সমূহের পূজাতেই রত ছিল ; তবে বিশেষত্ব এই যে, তাহারা সেই সকল বস্তুকে এক একটি চৈতন্য-বিশিষ্ট জীব বলিয়া মনে করিত মাত্র। * কারণ, তাহারা জ্ঞানের ঈষদ্বিকশিত আলোকে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, চেতনা বা শক্তির অভাবে ক্রিয়াশীলত্বের সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত তাহারা যখন দেখিত যে, অগ্নির ক্ষণিক স্ফূরণে স্তূপীকৃত পদার্থ ভস্মসাৎ হইতেছে, বায়ু মুহূর্ত্তের ভিতর মহীরুহ-সমূহকে ভূপাতিত করিতেছে, পয়ঃ-প্লাবনে শত শত জনপদ ছারখার হইতেছে, প্রভাত-সূর্য্যের অস্ফুটালোকে সমগ্র বিশ্ব সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এবং চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কমনীয় কিরণমালার স্পর্শ-মাত্রে মানব প্রাণ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিতেছে, তখন তাহাদিগকে এক একটি শক্তি-সম্পন্ন জীব বলিয়া মনে করা, সেই অজ্ঞান-কল্প মনুষ্যদিগের পক্ষে যার পর নাই স্বাভাবিক ছিল।

অতঃপর দেখা যায়, অগ্নি-জলাদি ভৌতিক পদার্থে চেতনা বা শক্তির আরোপ

---

"হে সূর্য্য ! তুমি আসিয়া আমার ৭৭ সাতাত্তরটি জ্বর লইয়া যাও।" Ibid, Vol 2. P 269. জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পূজা কেবল অসভ্য সমাজেই লক্ষিত হয় না। যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাদিগের ভিতরেও সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। আর্ম্মেণিয়া দেশে এক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ছিল ; তাহারা সূর্য্যের সন্তান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিত, এবং সূর্য্যের উপাসনা করিত। Neander's Church History, Vol VI. P 341. অধিক কি, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এরূপ একদল খৃষ্টান ছিল, যাহারা পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া অথবা সেণ্টপিটার্স নামক ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উদীয়মান সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নতমস্তক হইত। মুসলমানগণ এখনও চন্দ্রোদয় দর্শনে করতালি প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনাবাক্য আবৃত্তি করিয়া থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপের অনেক লোক চন্দ্রের প্রথমোদয় দর্শনান্তর নতজানু হইয়া কিংবা মস্তকের টুপি খুলিয়া তাহার উপাসনা করিত। Tylor's Primitive Culture, Vol 2. P 269—73. এইরূপ সূর্য্য-তারকাদি উপাসনার বহুল নিদর্শন বহু জাতির ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দেশেও সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যপ্রণামের বহুল প্রচলন আছে।

* Tylor's Primitive Culture, Vol I. P 258.

করিয়াই মনুষ্য নিশ্চিন্ত ছিল না। অধিকন্তু পদার্থের পরিবর্তে তদন্তরালবর্ত্তিনী শক্তিই আরাধিত হইত। আরও দেখা যায়, অন্তরালবর্ত্তিনী শক্তি সেই বস্তুর অধিনায়ক বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপেও পরিগণিত হইত। এইরূপ জল-দেবতা, বায়ু-দেবতা, অগ্নি-দেবতা প্রভৃতি বহুবিধ দেবতার প্রসঙ্গ ও স্তুতি-বন্দনা অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও মানবীয় কল্পনার পরিতৃপ্তি হয় নাই। মানবচিত্ত এক দিকে যেমন প্রাকৃত বস্তুর অন্তরালবর্ত্তিনী শক্তিতে ঈশ্বরত্ব আরোপ পূর্ব্বক তাহার আরাধনায় নিযুক্ত ছিল, অন্য দিকে সেইরূপ রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, অন্ধকার, আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে বলিয়াও বিশ্বাস করিত। কেবল ইহাই নহে,—সমরসুদক্ষ যোদ্ধৃগণ এবং প্রতাপান্বিত নৃপতিগণও দেব-পদবীতে অধিষ্ঠিত ও দেবোচিত প্রীতি-ভক্তির সহিত পূজিত হইতেন। *

যাহা হউক, জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতির অভাব হেতু মনুষ্য যে, এইরূপ কখন ভৌতিক বস্তুর পূজায় রত হয়, কখন তাহার অন্তরালবর্ত্তিনী শক্তির আরাধনায় নিযুক্ত হয়, এবং কখন বা শূন্যমার্গে ও বায়ুমণ্ডলে কিংবা কোন অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত লোকে অশেষবিধ দেবতার কল্পনা পূর্ব্বক তাহাদিগের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অন্ধকারাবৃত রজনীতে পথিক যেমন আপনার আলয় নিরূপণে অসমর্থ হইয়া নানাদিকে বিচরণ করে, অজ্ঞানতার তমিস্রা মধ্যে মনুষ্যও সেইরূপ

* খৃষ্টের আবির্ভাব-কালের পূর্ব্বে গ্রীস, রোম, সিরিয়া, ব্যাবিলন ও মিসর প্রভৃতি দেশে নানারূপ দেবোপাসনা প্রচলিত ছিল। অনেক স্থলে হরকিউলিস্ প্রভৃতি বীরগণ পূজিত হইতেন। কোন কোন জীবিত সম্রাটের উদ্দেশেও মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইত। অধিক কি, রোম নগরও দেবতার আসন পরিগ্রহ করিয়াছিল। সূর্য্য-চন্দ্রাদির পূজা ত প্রচলিত ছিলই। প্রেত-পিশাচ প্রভৃতি বায়ু-বিহারী অদৃশ্য পদার্থ সমূহও ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধিত হইত। তাহার পর ক্ষমা, দয়া, যশ, নিদ্রা, স্মৃতি প্রভৃতির উদ্দেশেও বেদী সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং সমুদ্র, আকাশ, রাত্রি, অন্ধকার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাগ্মিতা ইত্যাদিরও এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছিল। এমন কি, মিসরের দেবমন্দির-সমূহে বিড়াল, কুক্কুর, ছাগল প্রভৃতি ইতর প্রাণীর পূজার নিমিত্তও আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। Cudworth's Intellectual System of the Universe, Vol I. P 361—364 & 522.

প্রকৃত ধর্ম্ম-নিকেতনের সন্ধান না পাইয়া নানা বস্তু বা নানা বিষয়কে ধর্ম্মরূপে অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু উষালোকের অস্ফুট সঞ্চারেই দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন আপনার আলয় আপনিই চিনিয়া লয়, মানব-চিত্তও সেইরূপ আত্মজ্ঞানের পবিত্র ও পরিস্ফুটালোক প্রতিভাত হইবামাত্র ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ হয়।

আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলে মানবচক্ষুর সমক্ষে অভিনব রাজ্য উদ্ঘাটিত হয়। মনুষ্য পূর্ব্বে যাহা দেখে নাই, কখন যাহার বিষয় চিন্তা করে নাই, সে তখন তাহা দেখিতে পায়, এবং দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া রহে। যে শক্তিকে কেবল জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পরিমিত পদার্থের অন্তরাল-বর্ত্তিনীই দেখিত, মনুষ্য তখন সেই শক্তিকে সমগ্র বিশ্বের অন্তরালবর্ত্তিনী দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকে। অধিকন্তু সেই বিশ্বান্তরালবর্ত্তিনী ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ধারিণী শক্তির প্রকৃতি বা প্রকৃত স্বরূপ কি, সে তখন তাহাও জানিতে পারে। আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য বহির্জ্জগতে সেই শক্তির অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় লীলা দর্শনে যেমন আশ্চর্য্যান্বিত হয়, সেইরূপ অন্তর্জ্জগতেও তাহার অধিকতর অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় লীলা অবলোকন পূর্ব্বক বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহে। অধিক কি, আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য দিব্যচক্ষে দেখিয়া থাকে যে, যে শক্তি অন্তরালবর্ত্তিনী হইয়া সূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছে, * বায়ুকে প্রবাহিত করিতেছে, অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিতেছে, এবং সাগর-তরঙ্গে ও বিহঙ্গকণ্ঠে বিদ্যমান থাকিয়া মানব-প্রাণকে কখন আতঙ্কে কম্পিত করিতেছে, কখন বা আনন্দে অবশ করিয়া তুলিতেছে, সেই শক্তিই তাহার আত্মার অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে জীবনের অনন্ত পথে পরিচালিত করিতেছে।

ধর্ম্মের বিকাশ বা ক্রমোন্নতি পক্ষে এই স্থলে যাহা কিছু উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, মানুষ শক্তির সত্তা ও ক্রিয়ার বিষয়ে যত চিন্তাক্ষম হয়, মানুষের বিষয়গ্রাহিণী বা বিশ্লেষণকারিণী বুদ্ধির যত বিকাশ পায়, চিন্তার সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক মানব-মন বহির্জ্জগৎ হইতে অন্তর্জ্জগতে যত

---

* য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্য-মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৫ম প্রপাঠক, ৭ম ব্রাহ্মণ।

প্রবিষ্ট হয়, এক কথায় আত্মজ্ঞানের শুভ্র স্বর্গীয় আলোকে মনুষ্যের মানস-নয়ন যত উজ্জ্বল ও উন্মীলিত হইতে থাকে, মনুষ্যের ধর্ম্ম তত মার্জ্জিত, তত উন্নত ও তত বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। ফলতঃ সংসার-পথে এই আলোকই প্রকৃত আলোক,—ধর্ম্মের দুর্গম ও দুর্দ্দর্শনীয় প্রদেশে ইহাই একমাত্র আলোক। ধর্ম্ম-নিরূপণ পক্ষে আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর দ্বিতীয় আলোক নাই।

হিন্দু আত্মজ্ঞানের পরিস্ফুটালোকে ধর্ম্ম নিরূপিত করিয়াছিল। এই হেতু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের সম্যক মর্ম্ম হিন্দুরই অধিগত হইয়াছিল। বলিতে কি, মিসর ও বাবিলন, এবং রোম ও জেরুসালেম যখন অজ্ঞানতার গাঢ় তিমিরে নিমজ্জিত ছিল, অথবা ইয়োরোপের উদীয়মান জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন বনমধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক বানরবৎ বিকৃত ভাষায় আপনাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিত, তাহার বহু পূর্ব্বে হিন্দুর হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রকৃত আলোক সঞ্চারিত হইয়াছিল। বলিতে কি, লুথর যখন ইয়োরোপের ধর্ম্মসংস্কার ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন, মহম্মদ যখন মক্কার কাবা-মন্দিরে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত করেন, ঈশা যখন জেরুসালেমের রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গের সুসংবাদ প্রচার করিবার নিমিত্ত সহস্র জিহ্বা নিয়োজিত করেন, এবং প্লেটো ও পিথাগোরস্ * প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্গণ যখন ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে অমূল্য তত্ত্বসমূহ প্রচারিত করিয়া জ্ঞান-গরিমায় গ্রীসকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন, তাহারও পূর্ব্বে সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর পুণ্যময় পুলিনে পবিত্রচিত্ত ব্রাহ্মণগণ সমাসীন হইয়া পরমাত্ম-ধ্যানে নিরত থাকিতেন। ফল কথা, ব্রহ্মবাদই হিন্দুর আদিম ধর্ম্ম। হিন্দু চিরন্তন ব্রহ্মবাদী, অথবা হিন্দুর মত ব্রহ্মবাদী আর কেহ নাই।

কিন্তু ইয়োরোপের ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই মতের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। অগ্নি-জলাদি প্রাকৃতিক পদার্থ-পূজাই হিন্দুর আদিম ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। অধিকন্তু হিন্দুর পরমপূজ্য ও প্রাচীনতম শাস্ত্রস্বরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতা একখানি অসভ্য জাতির আবর্জ্জনাপূর্ণ

* যে বৎসর পেরিক্লিসের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর—অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪২৯ অব্দে এথেন্স নগরে প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন। পিথাগোরসের জন্মভূমি স্যামস্ নগর, তিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৮০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রন্থ বই আর কিছুই নহে, তাঁহারা এরূপও বিশ্বাস করেন। বেদ-সংহিতা যে কতকগুলি সরল-স্বভাব কৃষকের সরল ভাবোদ্বেলিত গীতাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই কথা বলিতেও তাঁহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। আর ঋ ধাতুর অর্থ ভূমি-কর্ষণ, সুতরাং ঋ ধাতু-নিষ্পন্ন আর্য্য শব্দ কৃষক-বাচক; * এইরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা পূর্ব্বক পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিতগণ পৃথিবীর নিকট ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, আমাদিগের একান্ত পূজ্যপাদ পিতৃ-পুরুষগণ গোপুচ্ছ-মর্দ্দনকারী ও হলধারী কৃষক ভিন্ন অপর কিছুই ছিলেন না। কেবল ইহাই নহে, তাঁহাদিগের মতে ঋগ্বেদ-সংহিতার যে সকল অংশ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, অথবা তদন্তর্গত যে সকল সূক্ত বিশ্ব-কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞাপক, সেই সকলের প্রতি আধুনিকতা রূপ দোষারোপ করিতেও তাঁহারা ক্ষান্ত নহেন। † ফলতঃ আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে একান্ত হেয় ও হীনাবস্থ ছিলেন, তাঁহারা যে জ্ঞানালোক হইতে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত থাকিয়া যার পর নাই বর্ব্বর দশায় কালক্ষেপ করিতেন, এই মত প্রতিপাদনার্থ মাক্সমূলর প্রভৃতি মহোদয়গণ কৃতসংকল্প বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক তাঁহাদের এবম্বিধ অযথা ও অনুদার উক্তির সত্যতা পক্ষে কোন প্রমাণ আছে কিনা, আর যদি থাকে, তবে তাহা প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইবার উপযুক্ত কিনা, আমি তৎসম্বন্ধে এই স্থলে কোনরূপ বিচারের অবতারণা করিব না। কারণ, তাহা করিলে কিয়ৎ পরি-

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় প্রথম ভাগ, উপক্রমণিকা ৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ঋগ্বেদ-সংহিতার যে সকল সূক্তকে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহার সমস্তই যে আধুনিক, এইরূপ মত প্রকাশ করিতে তিনি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়াছেন। আর্য্যজাতি যে আদিমকাল হইতে ব্রহ্মবাদী, এই কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও এরূপ সঙ্কোচ সহকারে বলিয়াছেন যে, তদ্দারা তাঁহার মনোভাব স্পষ্টরূপ বুঝা যায় না। দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ১২৯ সূক্তটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ পূর্ব্বক হিন্দুজাতির সূক্ষ্ম চিন্তা ও গভীর তত্ত্বদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সূক্তটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ ঐ মণ্ডলের অন্তর্গত পুরুষ-সূক্ত ও হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত প্রভৃতির ও আধুনিকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। Max-Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, P 558—571. ফলতঃ প্রমাণহীন মীমাংসার ন্যায় ম্যাকসমূলর মহোদয়ের পূর্ব্বোক্ত সূক্তগুলির আধুনিকতা প্রতিপাদন, যার পর নাই অসম্বদ্ধ ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

মাণে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পুস্তকের উপযুক্ত স্থলে এই বিষয়ে যথোচিত আলোচনা করিবারও ইচ্ছা আছে। তবে ঋগ্বেদ-সংহিতার একটিমাত্র ঋক্ অবলম্বন পূর্ব্বক আমি এই স্থলে ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে, আর্য্যগণ আদিমকাল হইতেই ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঋকটি অতি প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র, এবং ঋগ্বেদ-সংহিতার * তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত। † সেই ঋকটি এই ঃ—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ‡

ইহার তাৎপর্য্য এই ;—যিনি আমাদিগের ধী-শক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতৃ দেবতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি। §

সবিতৃ দেবতা অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বই অপর কেহ নহেন। $ তিনি একদিকে বরণীয় তেজো-সম্পন্ন, এবং অন্যদিকে জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরয়িতা। অধিক কি, ব্রহ্ম বিষয়ে ইহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মনুষ্য-সমাজে আজিও কিছুই প্রচারিত হয় নাই, এবং কখন হইবে বলিয়াও আশা করা যায় না। ¶

---

* এই ঋকটি যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদেও সন্নিবিষ্ট আছে।

† ঋগ্বেদ-সংহিতার এই অংশ আজিও বোধ হয় ইয়োরোপীয় বেদ-ব্যাখ্যাতাদিগের মতে আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই।

‡ ঋ সং ৩।৬২।১০

§ বিভিন্ন ভাষায় এই ঋকের বিভিন্ন অনুবাদ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাতেও ইহার অনুবাদগুলি কিয়দংশে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত অনুবাদটি সচরাচর প্রচলিত বলিয়াই পরিগৃহীত হইল।

$ সায়ণাচার্য্য সবিতৃ শব্দে সূর্য্য ও ব্রহ্ম দুই অর্থই করিয়াছেন। কাহার মতে সূর্য্যের অন্তরালবর্ত্তিনী শক্তিই সবিতৃ শব্দের বোধক। কিন্তু সমগ্র ঋকটির তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে সবিতৃ শব্দ ব্রহ্ম-বোধক হওয়াই সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ জড় সূর্য্যকে মনুষ্যের জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরক-রূপে নির্দ্দেশ করা যার পর নাই অসম্ভব ও অসঙ্গত।

¶ এই স্থলে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে, ভারতীয় ঋষিদিগের নিকট তাহার কিছুই নূতন নহে। ফল কথা, পরমার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একাল পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে যাহা কিছু ব্যক্ত বা প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বৈদিক ঋষিগণের উচ্ছিষ্ট বা উদ্গীরিত বস্তু মাত্র।

সবিতৃ শব্দ কি মনোরম! ইহার অর্থ কি প্রগাঢ়! সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে ইহার মত আর দ্বিতীয় শব্দ আছে বলিয়া বোধ হয় না। পূজ্যপাদ আর্য্যগণ অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে সবিতৃ শব্দে সম্বোধিত করিয়া সৃষ্টি-তত্ত্ব পর্য্যালোচনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন; তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী বরণীয় তেজোমহিমার চিন্তন করিতে বলিয়া মনুষ্যসংসারে সাধনার মূল সূত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং বিশ্বকারণ ঈশ্বরকে জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরক ও পরিচালক-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার অন্তর্যামিত্ব ও বিধাতৃত্ব-ভাবগ্রাহিতারও সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। বলিতে কি, পূর্ব্বোল্লিখিত পবিত্র ঋকটির আদ্যোপান্তে অন্তর্দৃষ্টির প্রগাঢ় সমাবেশ আছে। অন্তর্দ্দর্শিতার অভাবে পরমার্থ-বিষয়ক কোন মীমাংসাই যে সমীচীন হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। ব্রহ্ম বিরাট বিশ্বের রচয়িতা হইতে পারেন, অথবা তিনি মনুষ্যের নিকট বাহ্য-ঘটনাপুঞ্জের নিয়ন্তা-রূপেও প্রতীয়মান হইতে পারেন; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বল আলোক ব্যতীত তিনি অন্তর্জ্জগতের অধিনায়ক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। আর তাঁহাকে অন্তর্জ্জগতের অধিনায়করূপে না বুঝিলে, কিংবা তিনি মানবের অন্তর্বাসী ও অন্তর্যামী হইয়া অনুক্ষণ বিদ্যমান আছেন, এই ভাবে উদ্বোধিত-চিত্ত না হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত পক্ষে কিছুই বুঝা বা জানা সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, অতীব পুরাকালে আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে, মানসিক উন্নতির সমুন্নত শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক পরমার্থ-চিন্তনে গাঢ়নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সৃষ্টি ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে সমীচীন মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অধিক কি, তাঁহারা যে, জ্ঞানের নির্ম্মল ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদকেই মানবের একমাত্র ধর্ম্মরূপে অবধারণ পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এই পরম পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রটির পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়।

কেবল ইহাই নহে। পঞ্চনদ-প্রক্ষালিত পবিত্র ভূখণ্ডে ব্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান উদ্ভাসিত ও আলোচিত হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। এই হেতু ইতিহাস-পৃষ্ঠে য়িহুদিজাতি ব্রহ্মোপাসক * বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, অথবা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ে

* ব্রহ্মোপাসক বলিয়া য়িহুদি জাতির প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহারা একবারে মূর্ত্তি-পূজায় বিরত ছিল না। তাহারা যে সূর্য্য-চন্দ্রাদির উপাসনা করিত, তাহা ইতি-পূর্ব্বেই উক্ত

মুসলমানদিগের মত নিষ্ঠাবান্ জাতি প্রায় না থাকিলেও তাহাদিগের ব্রহ্মবাদ হিন্দুর সহিত তুল্য হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক সমুজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করা দূরে থাক, তাহারা তদ্বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানেও বঞ্চিত বলিয়া মনে হয়। এমন কি, সামান্য হিতাহিত জ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্যের প্রতি যে সকল দোষারোপ করা কোন মতেই সম্ভব বা সঙ্গত নহে, তাহারা পরম পবিত্র পরমেশ্বরের প্রতি সেই সকল দোষারোপ করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নাই। † যাহা হউক, আর্য্য ভিন্ন অপর জাতির ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান যে প্রকৃত বা পরিস্ফুট হয় নাই, তাহা প্রতিপাদন করিবার পক্ষে প্রভূত প্রমাণ রহিয়াছে।

---

হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাহারা সময়ে সময়ে স্বর্ণময় গোবৎস ও পিত্তল-নির্ম্মিত সর্পের পূজাতেও প্রবৃত্ত হইত। Exodus XXXII 2—5. Numbers XXI 9. য়িহুদিদিগকে মিসরদেশে বহুকাল বাস করিতে হইয়াছিল। আর মিসরবাসিগণ যে, সর্প, বৃষ ও গোবৎস প্রভৃতি ইতর প্রাণীর পূজা করিত, তাহাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই নিমিত্ত অনেকে অনুমান করেন, য়িহুদিগণ মিসরবাসিদিগের নিকট হইতেই পূর্ব্বোল্লিখিত পার্থিব বস্তু সমূহের পূজা শিক্ষা করিয়াছিল। Cyclopedia of Biblical Theological Ecclesiastical, Vol III P. 917. এইরূপ অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়।

† প্রকৃত জ্ঞানের অভাব বশতঃ মনুষ্য যে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি নানাবিধ দোষ ও দুর্ব্বলতা আরোপিত করিয়া থাকে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বর ঘন নিবিড় অন্ধকার মধ্যে বাস করিতে ভালবাসেন। Mackay's Progress of the Intellect, Vol 2, P 421—22. পরমেশ্বর ক্রোধান্ধ হয়েন, এবং হইলে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূমাবলী ও মুখ-বিবর হইতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সকল নির্গত হইতে থাকে। II Samual XXII 9. শয়তান-শাসন কার্য্যেও তাঁহাকে যার পর নাই ব্যস্ত থাকিতে হয়। স্বাধীন-চিন্তার একান্ত পক্ষপাতী টমাস্ পেন লিখিয়াছেন,—"বাইবেল-বর্ণিত ঈশ্বর একটি দানব বই আর কিছু নহেন।" এইরূপ তীব্র ভাষা প্রয়োগ যথাযোগ্য না হইলেও বাইবেল-বর্ণিত ঈশ্বরকে যে একজন কোপনস্বভাব, হিংস্র-প্রকৃতি, চঞ্চল ও পরিমিত শক্তি-সম্পন্ন লোক বলিয়া মনে হয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। মুসলমান-দিগের ঈশ্বর স্বর্গধামে য়িহুদি ও খৃষ্টানদিগের নিমিত্ত কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন J. J. Pool's studies in Mohammedanism, P 203—204. কিন্তু মহম্মদানুচরদিগের জন্য তথায় ভোগসুখের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। মহম্মদানুচরদিগের

মানবজাতির ধর্মসাহিত্যে ব্রহ্মের বহুল স্বরূপ বর্ণিত আছে। কেহ রাজা-বিরাজ, কেহ পরম প্রভু, কেহ পরম পিতা, কেহ পরম গুরু এবং কেহ বা তাঁহাকে পরম প্রণয়াস্পদ সখারূপে সম্বোধিত করিয়া থাকেন। হিন্দুর বিশাল ধর্ম্মসাহিত্যে ব্রহ্মের এই সকল স্বরূপ কথিত হয় নাই,—এরূপ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের প্রবুদ্ধ-বুদ্ধি ধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্রহ্মোপলব্ধির পক্ষে এই সকল স্বরূপকেই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কারণ, মানবের সহিত ব্রহ্মের সম্পর্ক একদিকে যেমন অনন্ত ও অচ্ছেদ্য, অন্য দিকে সেইরূপ যার পর নাই নিকট ও নিগূঢ়। সুতরাং কেবল বাহ্য বিষয় বা বাহ্য দৃষ্টান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক সেই নিকট নিগূঢ় সম্পর্কের যথার্থ মর্ম্ম প্রকাশিত করা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত নহে। পূর্ব্বতন আর্য্যগণ এই অত্যাবশ্যক বিষয় উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা পরমেশ্বরকে পূর্ব্বোল্লিখিত স্বরূপসমূহে অভিহিত করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। পিতাকে পুত্রের সুহৃদ্, সহায়ক, শান্তিদাতা বা শুভানুষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করা কোন অংশেই অসঙ্গত নহে। কিন্তু পিতৃনিষ্ঠ পুত্র যেমন এই সকল অভিধা দ্বারা অভিহিত না করিয়া তাঁহাকে কেবল পিতাই বলে, এবং পিতা বলিয়াই তৎ-সংক্রান্ত সমস্ত ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে; এতদ্দেশের আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্য্যগণও সেইরূপ বিশ্বারাধ্য ঈশ্বরকে "প্রাণস্য-প্রাণ" রূপে অভিহিত করিয়া তদ্বিষয়ক সমগ্র ভাব প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। পিতৃ শব্দের সঙ্গে যেমন পূর্ব্বকথিত সমস্ত ভাব অবিচ্ছিন্নরূপে জড়িত, প্রাণস্য-প্রাণের সহিতও সেই-

---

নিমিত্ত স্বর্গধামে উৎকৃষ্ট সুরা, পরমসুন্দরী কামিনী এবং শোভা-সম্পদময় বিলাসকাননের প্রচুর ব্যবস্থা আছে। অধিক কি, প্রত্যেক স্বর্গারূঢ় মুসলমানের জন্য বায়াত্তর জন করিয়া ঘন-কৃষ্ণনয়না রূপবতী যুবতী সম্ভোগের ব্যবস্থা করিতেও ঈশ্বর ত্রুটি করেন নাই। আর যাহাতে নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রী-পরিপূরিত তিন শত করিয়া পাত্র স্বর্গারূঢ় প্রতি মুসলমানকে আহারার্থ প্রদান করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেও তিনি ভুলিয়া যান নাই। Ibid, P 195—97. ফলতঃ মহম্মদ-বর্ণিত স্বর্গধাম যে এবম্বিধ ইন্দ্রিয়সুখ ও ভোগবিলাসের লীলাক্ষেত্র, এবং অপাপবিদ্ধ ঈশ্বর যে এবম্বিধ ইন্দ্রিয়সুখ ও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা-কর্ত্তা, তাহা তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক, অপরিপক্ক জ্ঞান মনুষ্যের ব্রহ্মবিষয়ক ধারণা যে এইরূপ অনুন্নত অমার্জ্জিত ও কলুষিত হইয়া থাকে, ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার বহুল নিদর্শন রহিয়াছে।

রূপ পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত স্বরূপ অবিচ্ছিন্নরূপে সংসৃষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মকে "প্রাণস্য-প্রাণ"রূপে অভিহিত করিলেই তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত স্বরূপ বুঝা বা ব্যক্ত করা হইল বলিয়া মনে করি। বাস্তবিক, পরমেশ্বরকে প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য ও চক্ষুর চক্ষু বলিয়া অভিহিত করিলে, তাঁহার ভাব যেরূপ সর্ব্বাংশে ও সুচারুরূপে পরিব্যক্ত হয়, সেরূপ আর অন্য শব্দ দ্বারা হয় না। বলিতে কি, একমাত্র হিন্দুর সাহিত্য ভিন্ন পৃথিবীস্থ অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-সাহিত্যে বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর "প্রাণস্য-প্রাণ" রূপে কথিত বা অভিহিত হয়েন নাই। ‡

‡ কেবল বাইবেলের একমাত্র স্থলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের অনুরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"in him we live, and move, and have our being." The Acts XVII 28. কাডওয়ার্থ নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলেন, এই ভাবটি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের নিজস্ব নহে। গ্রীক কবি অরফিয়স্ * অথবা এরেটাসের লিখিত গ্রন্থ হইতে সেন্টপল এই ভাবটি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। Cudworth's Intellectual system of the Universe, Vol 1 P 515; এবং Ibid, Vol 2 P 194. এইরূপ বিশ্বাস অমূলক হইবার বিষয় নহে। কারণ, মুসা বা খ্রীষ্ট-প্রচারিত অনেক কথাই, এমন কি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের অনেক মতই যে, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীনতর জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুতর প্রমাণ আছে। টমাস্ পেন লিখিত ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে এই বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। Thomas Paine's Theological works. P 14—17.

* অরফিয়স্ হোমর ও হিসিয়ডের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। অনেকে বলেন, তিনি ট্রোজান যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি একজন কবি ও সংগীত-বিশারদ বলিয়া বিখ্যাত; —এমন কি, তাঁহার সঙ্গীতধ্বনিতে পশুপক্ষী ও জড়পদার্থ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়া যাইত বলিয়া প্রবাদ আছে। অনেকের মতে অরফিয়সই গ্রীসীয় ধর্ম্মোপাখ্যানের প্রবর্ত্তক। কিন্তু মহাপণ্ডিত আরিষ্টটল অরফিয়স্ নামক কোন কবির অস্তিত্ব আদৌ অস্বীকার করিয়াছেন। Cudworth's Intellectual system of the Universe, Vol 1 P 493—94. অরফিয়স্ ট্রোজান যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে তাঁহাকে প্রায় তিন হাজার বৎসরের পূর্ব্বের লোক বলিয়া গণনা করিতে হয়। এরেটাসও একজন বিখ্যাত গ্রীক-কবি। ফলতঃ অরফিয়স্ বা এরেটাসের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন:—"প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষু" ইত্যাদি—কেনোপনিষদ্। যখন ভারতীয় দর্শনের কোন কোন মত পিথাগোরস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তখন ব্রহ্মবিষয়ক এই সমীচীন ভাবটি ভারত হইতে গ্রীসে সমানীত হয় নাই, এই কথা কে বলিল?

অতএব স্বীকার করিতে হইবে ভারতীয় ব্রহ্মবাদ অপরাপর জাতির ব্রহ্মবাদের সহিত সমান নহে। §

দ্বিতীয়তঃ আচারানুবর্ত্তিতা। সদাচার যে ধর্ম্মের মূল; * অধিক কি, সদাচার অভাবে ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্মাচরণ যে নিরর্থক ব্যাপার, তাহা আর্য্য ভিন্ন পৃথিবীর অন্য জাতি আজিও বুঝে নাই বা বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। জাত্যন্তরের কথা বলিতে পারি না, তবে হিন্দুর নিকট মনুষ্য-জীবন যে একটা উদ্দেশ্য-পরিশূন্য অসম্বদ্ধ বা অনর্থক ব্যাপার নহে, তাহা বেশ বলিতে পারি। পক্ষান্তরে মনুষ্য-জীবন একটি অতি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য-সূত্রে নিবদ্ধ,—সুতরাং তাহা সার্থক সঙ্গত ও সুসম্বদ্ধ বলিয়াই হিন্দু বিশ্বাস করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত জীবনানুষ্ঠিত প্রতি ঘটনা বা প্রতি কার্য্য সেই নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অনুকূল বা উপযোগী হওয়া

§ এই সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—"অন্যান্য যত দেশে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত ও শাস্ত্রবদ্ধ হইয়াছে সে সকল পাঠ করিলে তাহা হইতে ভারত-প্রকাশিত ব্রহ্মজ্ঞানের তুল্য কিছুই পাওয়া যায় না। ফলতঃ কোরাণ ও বাইবেলকে উপনিষদের সহিত কিছুতেই তুলনা করা যাইতে পারে না। উপনিষদের শ্রেণীর এক খানি শাস্ত্রও মুসলমান বা খৃষ্টানদিগের মধ্যে নাই। তাঁহাদের যাহা আছে তাহা কোরাণে ও বাইবেলেই আছে; কিন্তু কোরাণ ও বাইবেলের একটি অধ্যায়ও ঈশ্বরের স্বরূপ-বর্ণনে উপনিষদের নিকটেও আসিতে পারে না।" বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি ২৮—২৯ পৃষ্ঠা।

* মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন;—

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তোনিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥

মনুসংহিতা ১।১০৮।

পরম্পরাগত আচার যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ইহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই প্রতিপন্ন আছে। অতএব আত্মহিতাভিলাষী ব্রাহ্মণ শ্রুতি স্মৃতিবিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান্ থাকিবেন।

পুনরায় বলিয়াছেন;—

এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়োগতিং।
সর্ব্বস্য তপসোমূলমাচারং জগৃহুঃ পরং।

মনুসংহিতা ১।১১০।

মুনিগণ আচার দ্বারা ধর্ম্মের প্রাপ্তি অবগত হইয়া আচারকেই সকল তপস্যার প্রধান কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ মন্বাদি মহাজনগণ বহুতর স্থানে আচারপরতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

একান্ত আবশ্যক। যেমন পথিক ব্যক্তি গন্তব্য প্রদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পদক্ষেপ করে, যেমন অবিচলিত-চিত্ত সাধক সিদ্ধির প্রতি নিয়ত লক্ষ্য করিয়াই এক এক দণ্ড অতিবাহিত করিয়া থাকে, মনুষ্যও সেইরূপ মোক্ষরূপ মহা-লক্ষ্যের দিকে অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া অনন্তপথে এক এক পদ অগ্রসর হইবে, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের সার কথা। কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট-চিত্ত হইলেই বুঝা যায়, স্থূল-তার সহিত সূক্ষ্মতার—এক কথায় বাহ্যজগতের সঙ্গে অন্তর্জ্জগতের কতকগুলি অতি নিকট ও নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ইহা সকলেই জানেন, অতি ভোজনে উদরভঙ্গ হয়, উদর-ভঙ্গ হইলে দেহের শান্তি নষ্ট হয়, দেহ অশান্ত হইলে মনও অশান্ত হয়, এবং মন অশান্ত বা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলে ধ্যানধারণাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা সামান্য সাংসারিক কার্য্য সাধনেও অপটু হইয়া পড়ে। সুতরাং বিহিত ভোজন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যেমন ভোজন; সেইরূপ পান, স্নান, নিদ্রা, শয়ন, ভ্রমণ, অঙ্গচালন প্রভৃতি দেহসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য বৈধতার সহিত সম্পাদিত না হইলে দেহ সুস্থ বা শুদ্ধ হইতে পারে না, এবং দেহ সুস্থ বা শুদ্ধ না হইলে চিত্তও সুস্থ বা শুদ্ধ হইতে পারে না। আর অসুস্থ বা অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রসারণ, কি পরমার্থ-তত্ত্বানুশীলন প্রভৃতি কোন মহত্তর কার্য্য সাধিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। ফলতঃ বাহ্য-পরিচ্ছন্নতা যে মানসিক পরিচ্ছন্নতার কারণ, এবং মানসিক পরিচ্ছন্নতা যে আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার কারণ, তাহা আর বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। এই হেতু যাঁহাদিগের ব্রহ্মপূজা বা ব্রহ্ম-প্রীতি কেবল ভাষা-শ্রিত, যাঁহারা দিনবিশেষে বা তিথিবিশেষে জনকোলাহল-পরিপূরিত প্রদেশে কিংবা কোন নির্জন স্থানে কিয়ৎকাল উপবিষ্ট হইয়া অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশে কেবল কতকগুলি শব্দের আবৃত্তি, উচ্চারণ বা পুনরুক্তিমাত্রকেই ধর্ম্মের পরম সাধন বলিয়া বিবেচনা করেন, অথবা যাঁহারা নিত্য-নিয়তাচরিত কোন কার্য্যের সহিত, এমন কি পারিবারিক বা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া ধর্ম্মকে কেবলমাত্র বক্তৃতার বিষয়—সাপ্তাহিক আলোচনার বিষয় কিংবা সাময়িক জল্পনার বিষয় মধ্যে পরিগণিত করিয়া তুলেন, আমার বিবেচনায় তাঁহাদিগের ধর্ম্ম পরম্পরা-কথিত একটা প্রবাদ কথা বই অপর কিছুই নহে। কারণ, ধর্ম্ম কেবলমাত্র আলোচনার বিষয় নহে,

শব্দ-শাস্ত্রান্তর্গত সংজ্ঞাবিশেষও নহে, অথবা তাহা মনুষ্যের জিহ্বায় জিহ্বায় নৃত্য করিবারও বস্তু নহে। তাহা কুসুম-নিবদ্ধ সুরভির ন্যায়, ইন্ধন-মধ্যগত পাবকশিখার ন্যায়, কিংবা বহুযুগ-সাধিত সিদ্ধির ন্যায় বহুদিনে ও বহু পরিশ্রমে স্ফূরিত হয়, এবং স্ফূরিত হইয়া আপনার প্রোজ্জ্বল দীপ্তিতে আপনাকে ও আপনার সংস্পৃষ্ট যাবতীয় বস্তুকে দীপ্তিমান্ করিয়া তুলে। সুতরাং তৎ-স্ফূরণের নিমিত্ত পদে পদে সদাচারিতার অনুসরণ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আর বলিতে হইবে না। আচারানুগামিতার গূঢ় তাৎপর্য্য আর্য্যের মত অপর কেহ বুঝে নাই বলিয়াই কেবল আর্য্যজাতির শাস্ত্র-সংহিতায় আচারপরতার ভূরি ভূরি প্রশংসা দৃষ্ট হয়। আর নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাবে আচারানুবর্ত্তিতা আদৌ অসম্ভব। তন্নিমিত্ত হিন্দুর মত আচারবাদী যেমন কেহ নাই, সেইরূপ নিয়মবাদীও কেহ নাই। ফলতঃ ভারতীয় ব্রহ্মবাদ যে সদাচারিতা-মূলক, তাহাই এখন প্রতিপাদিত হইল।

তৃতীয়তঃ অধিকারিতার কথা। অধিকারিতা-সম্পর্কেও হিন্দুর ব্রহ্মবাদ বিশিষ্ট। হিন্দু ভিন্ন অপর জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে* অধিকার-তত্ত্বের অবতারণা বা আলোচনা একরূপ নাই বলিলেই হয়। যিনি যে তত্ত্ব-গ্রহে অসমর্থ, অথবা যিনি যে বিষয় পরিপাকে অপটু, তাঁহার নিকট সে তত্ত্বের বা সে বিষয়ের প্রচার বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং ইহা স্বীকার করা উচিত, ধর্ম্মানুশীলনে

* অন্য জাতির শাস্ত্র-সংহিতায় অধিকার-তত্ত্বের আলোচনা একবারে নাই বলিলে অযথা কথা বলা হয়। কারণ পণ্ডিতবর পিথাগোরস্, কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কাল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে না পারিলে তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন না। খৃষ্ট বলিয়াছেন,—"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল! আমার নিকট আগমন কর, আমি তোমাদিগকে শান্তিদান করিব।" পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকেরাই বোধ হয় শান্তি লাভের অধিকারী। এতদ্ভিন্ন তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন,—"শূকরের সম্মুখে মুক্তা নিক্ষেপ করিও না"। St Matthew. VII, 6. এইরূপে খৃষ্ট অধিকারিতা-অনধিকারিতার বিচার করিলেও অধুনা খৃষ্ট-শিষ্যগণ কিন্তু ইহার প্রতি আদৌ দৃষ্টি করিয়া চলেন না। যাহা হউক, আর্য্যজাতি ইহার আবশ্যকতা যেরূপ স্বীকার করেন, যেরূপ সূক্ষ্ম ভাবে ইহার অনুসরণ করিয়া চলেন, সেরূপ আর অন্য জাতির ভিতর দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই অংশে তাঁহাদিগের বিশেষত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

সকল ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিলেও, কিংবা মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির পক্ষে মনুষ্যমাত্রেই সম-অধিকারসম্পন্ন হইলেও যোগ্যতানুরূপ ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা যার পর নাই কর্ত্তব্য। শক্তির বহির্ভূত বা যোগ্যতার অতিরিক্ত বিষয়ের ভার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সমর্পিত হইলে সে যেমন তাহা সম্পাদিত করিতে পারে না; সেইরূপ সমর্পিত বিষয়ের গুরুত্ব বা গৌরবও থাকে না। এরূপ স্থলে সেই অর্পিত বিষয় সর্ব্বাংশে পবিত্র বা গৌরবাস্পদ হইলেও তাহার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা উদ্দীপিত হইতে থাকে। ধর্ম্মতত্ত্ব অতি উন্নত ও পবিত্র, সংসারে ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্মানুশীলনের মত অধিকতর উচ্চ ও সুখ-প্রদ বিষয় অন্য কিছুই নাই। তন্নিমিত্ত অযোগ্যতার অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বপন করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। বলা বাহুল্য,—এই কারণ ভারতের সূক্ষ্ম-তত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণ বহু বিবেচনা ও বহু পরীক্ষার পর লোককে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। সংসারে একবিধ সামগ্রী যেমন সকল মনুষ্যের আহার্য্য হইতে পারে না; পক্ষান্তরে বালক, বৃদ্ধ, যুবক, রুগ্ন ও অতিরুগ্ন প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকের নিমিত্ত যেমন বিভিন্নরূপ আহার্য্য সামগ্রীর প্রয়োজন, সেইরূপ ধর্ম্মের একই তত্ত্ব বা একই কথা মনুষ্য-মাত্রেরই উপযোগী হওয়া সম্ভাবিত নহে। এই কারণ যাঁহারা আশা করেন যে, তাঁহাদিগের মহাপুরুষ-প্রচারিত ধর্ম্ম একদিনে বা এক শত দিনে ধরণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িবে, যাঁহারা গণনা করিয়া বসিয়া আছেন যে, আর অর্দ্ধ শত বৎসর পরে তাঁহাদিগের উড্ডীয়মান ধর্ম্মপতাকার নিম্নে পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে, অথবা যাঁহারা ঈষৎ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগের আচার্য্য-বিশেষ বা প্রবক্তা-বিশেষের একটি মাত্র বক্তৃতায় বিশ্ব-সংসার বিমোহিত হইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তদুপদিষ্ট পন্থার অনুসরণ করিয়া চলিবে, আমি মানব-চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদিগকে একান্ত অনভিজ্ঞ দেখিয়া অনেক সময়ে হাস্য করিয়া থাকি। প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন, চরিত্র-সংশোধন, শুদ্ধতা বা সাত্ত্বিকতা সহকারে চরিত্রের ক্রমোন্নতি-সাধন, এবং অবশেষে মানবের পরম পুরুষার্থ স্বরূপ অনন্ত-সম্মিলন; একদিন বা এক বৎসরের কর্ম্ম নহে। যাহা হউক, অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংসারে পদে পদে অধিকারিতার বিচার আছে, সংসারের

প্রতিকার্য্যে অধিকারানুরূপ ফলাফলেরও ব্যবস্থা আছে, অথচ ধর্ম্মের ব্যাপারে তাহার বিচারও নাই—ব্যবস্থাও নাই!

ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চয়ই অতি সূক্ষ্ম, অতি জটিল ও অতি প্রগাঢ়। আত্মা বা পরলোক-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সত্যসত্যই একান্ত দুরবগাহ। সুতরাং এই অতি জটিল ও দুরবগাহ বিষয়সমূহ অমার্জ্জিত-বুদ্ধি ও অস্থিরচিত্ত মনুষ্যের নিকট প্রচারিত করা সুনিপুণ আচার্য্যের কার্য্য নহে। মনুষ্যকে অধিকারানুরূপ শিক্ষা দান করিবে, প্রকৃত আদর্শের চিত্র মনুষ্যের সম্মুখে অবিরত ধরিয়া রাখিবে, এবং আদর্শাভিমুখে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি-সাধনের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিবে, প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্যগণ এইরূপ শিক্ষাই দান করিয়া থাকেন। এতদ্দেশের তত্ত্ববিশারদ আচার্য্যগণ মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গলোদ্দেশেই এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে দুরবগাহ ব্রহ্মতত্ত্ব মনুষ্যমাত্রেরই নিকট নির্ব্বিচারে প্রচারিত করিতেন না, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। * ফলতঃ আমাদিগের জ্ঞান-ভূয়িষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে, এবম্বিধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ভারতীয় ব্রহ্মবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

---

* তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।
মুণ্ডকোপনিষদ্

অর্থাৎ,—সেই বিদ্বান্ সম্যকরূপে প্রশান্তচিত্ত শমগুণান্বিত তদীয় সমীপগত ব্যক্তিকে, যদ্দ্বারা সেই অক্ষয় সত্যপুরুষকে জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন। আর্য্য-ঋষি এই স্থলে অধিকার-তত্ত্বের বিচার পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্ত ও শমাদি-সাধন-সম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রহ্মবিদ্যায় শিক্ষিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ফলতঃ অপ্রশান্তচিত্ত ও অশমান্বিত ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষাদান করিলে, তদ্দ্বারা ইষ্টের পরিবর্ত্তে যে অনিষ্টই সাধিত হয়, তাহা এতদ্দেশে ব্রহ্মবাদ-বিষয়ক বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে উত্তমরূপ বুঝা যাইতেছে।

নাকিকেতা যখন যমের নিকট পরলোক বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়েন, তখন যম বলিয়াছিলেন,—

এখন প্রতিপন্ন হইল, আর্য্যদিগের ব্রহ্মবাদই প্রকৃত ব্রহ্মবাদ। কারণ, আর্য্য ভিন্ন অপর কেহ বিশ্বপ্রাণ ঈশ্বরকে "প্রাণস্য-প্রাণ"রূপে উপলব্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আর্য্যদিগের ব্রহ্মবাদ কেবল প্রকৃত নহে,—অধিকন্তু তাহা বিশিষ্ট। অথবা তাহা বিশিষ্ট বলিয়াই প্রকৃত। কারণ আর্য্য ভিন্ন অন্য কোন জাতিই এই বিষয়ে আচারানুবর্ত্তিতা ও অধিকারিতার বিচার করিয়া চলেন নাই।

আর্য্যজাতির আদিম ধর্ম্ম ব্রহ্মবাদ হইলেও তাহারা সকলেই যে তৎ-পথাবলম্বী ছিল, আমি এরূপ বিশ্বাস করি না। পক্ষান্তরে ইহা সত্য বলিয়া মনে করি যে, বেদ-বর্ণিত সময়ে কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয়তাও বড় কম ছিল না। জ্ঞানপথ সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয় হইলেও অজ্ঞানতার সংস্রব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যার পর নাই দুরূহ কার্য্য। এই কারণ দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের ভিতর জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেও অজ্ঞান-নিশার সম্যক অবসান কখনই সম্ভব নহে। বলা বাহুল্য, তন্নিমিত্ত সকল জাতির ভিতর প্রায় সকল সময়েই এক এক দল জ্ঞানবিদ্বিষ্ট বা জ্ঞানবিরক্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা জ্ঞান বা জ্ঞানসংস্পৃষ্ট বিষয়ের সম্পর্ক বিষতুল্য বিবেচনা পূর্ব্বক বহুদূরে অবস্থিতি করে, এবং কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরময় কোলাহলে অহরহ প্রমত্ত হইয়া থাকিতেই ভালবাসে।

যাহা হউক সিন্ধু-সরস্বতীর পবিত্র পুলিনে যখন পরমা শক্তির উদ্বোধন হইত, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষির শান্ত-রসাস্পদ আশ্রমসমূহে যখন ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যয়ন ও আলোচনা হইত, এবং ঈশ্বর ও আত্মবিষয়ক অতি দুরূহ তত্ত্বসকল যখন সরল ও সুললিত সূক্তমালায় সম্বদ্ধ ও সঙ্ঘোষিত হইয়া ভারতীয় আচার্য্যবৃন্দকে ধর্ম্মের ইতিহাসে অমর ও অনুপম করিয়া তুলিত, তখনও আর্য্যদিগের ভিতর কতকগুলি কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় লোক বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা

---

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
কঠোপনিষদ্।

অর্থাৎ,—বিত্তমোহে মূঢ়, প্রমাদী ও অবিবেকী ব্যক্তির নিকট পরলোক-বিষয়ক উপায় প্রতিভাত হইতে পারে না। এইরূপ আর্য্যঋষিগণ বহুস্থলে অধিকারিতার কথা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

যায়। বেদ-সংহিতার বহুতর স্থলে সেই কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ লোকদিগের প্রতি তিরস্কার-বিমিশ্রিত উপদেশের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। আচার্য্যগণ বিবিধ উপায়ে ব্রহ্মবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করিত না, স্বজন বা সামাজিকবর্গকে ব্রহ্মজ্ঞানের বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে দেখিয়াও তাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রলোভন পরিহারে সমর্থ হইত না, অথবা জ্ঞানপথ সর্ব্বাংশে আশ্রিতব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও তাহারা তাহাতে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করিত না। পক্ষান্তরে তাহারা বিশ্বকারণ ঈশ্বরের আরাধনা বা অনুসন্ধান বিষয়ে উদাসীন হইয়া থাকিত, কর্ম্মকোলাহলে মত্ত হইয়া কালাতিপাত করিত, এবং অজ্ঞানরূপ নিবিড় নীহারমালায় সমাবৃত হইয়া আপাতরম্য বিষয় সমূহের আস্বাদন করিয়াই তৃপ্ত হইত।*

ফলতঃ কেবল বৈদিক সময়েই কর্ম্মকাণ্ডের প্রভাব বা প্রচলন ছিল,—এরূপ নহে। বেদোল্লিখিত কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে কর্ম্মকাণ্ডের একটি পরিস্ফুট ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক

* ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুস্মাক মন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি॥

ঋঃ সং ১০।৮২।৭

অর্থাৎ,—যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা জান না। তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। নীহারাবৃত হইয়া লোকে নানাবিধ কল্পনা করে, তাহারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে, এবং স্তব-স্তুতি উচ্চারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকে।

এই স্থলে তৎকালের কর্ম্মকাণ্ডবাদী লোকদিগের একটি যথাযথ চিত্র পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানানুমোদিত বা জ্ঞানোদ্দিষ্ট না হইলে, তদ্দারা যে প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অধিক কি অজ্ঞান কর্ম্মীর কর্ম্মসকল যে, কেবল সংসার-বন্ধনেরই হেতু; তাহা তত্ত্ববিশারদ শাস্ত্রকারগণ সহস্র বার বলিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি মুণ্ডক বলিয়াছেন:—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণে
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

মুণ্ডকোপনিষদ্।

অর্থাৎ—কর্ম্ম লব্ধ লোক সকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন,—কর্ম্ম দ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না। যাহা হউক নিত্য সত্য পরমেশ্বরকে লাভ না করিলে জীবের সংসার বন্ধন যে বিমুক্ত হয় না, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত কথা।

কি, এতদ্দেশের ধর্ম্মক্ষেত্রে ব্রহ্মবাদ ও কর্ম্মবাদ যেন পরস্পর-পার্শ্ববর্ত্তিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত বেদের বহু মন্ত্রে যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডের নিকৃষ্টতা-প্রতিপাদক বহু কথার সমাবেশ আছে, সেইরূপ বেদোত্তর-কাল-প্রচারিত গ্রন্থসমূহেও কর্ম্মিগণ কঠোরভাবে তিরস্কৃত হইয়াছে। বলিতে কি, অজ্ঞানতার তমিশ্রা যখনই গাঢ়তর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে কর্ম্মীদিগের অট্টহাস্যময় কোলাহলে যখনই দিগন্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছে, এবং হৈমন্তিক উষার নীহারমালাবৃত সূর্য্যপ্রভার মত বহুবিধ কর্ম্মধূমে ভারতীয় ব্রহ্মবাদ যখনই একান্ত ম্লান ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে, তখনই এক এক জন মহাবল পুরুষ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ব্রহ্মবাদ আর্য্যজাতির আদিম ধর্ম্ম বলিয়াই একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ব্রহ্মবাদ আর্য্যদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম বলিয়াই একবারে বিনষ্ট হইয়া যায় নাই, এবং উহা সত্য ও একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়াই কালের অনন্ত প্রবাহেও অপসারিত হইতে পারে নাই। যদি হিমাচল দিগন্তরিত হয়, যমুনা-স্রোত যদি সংরুদ্ধ হয়, কিংবা জাহ্নবীর যুগযুগান্তর-বাহিনী তরঙ্গমালা যদি মৃত্তিকার সহিত মিশিয়াও যায়, তথাপি আর্য্যাবর্ত্তে ব্রহ্মবাদের বিজয় নিশান বিলুপ্ত হইবে বলিয়া মনে করি না। যদি কোন দুর্ণিবার নৈসর্গিক নিমিত্ত সংঘটিত হইয়া ভারতের প্রাকৃতিক স্থিতির পরিবর্ত্তন করে, অথবা কোন বৈদেশিক বীরেন্দ্র পুরুষ পুনরায় আবির্ভূত হইয়া আপনার বিপুল বাহুবলে ভারতের শান্তি-সম্পদ ও সুখ-সমৃদ্ধি সমস্তই গ্রাস করিয়া বসে, তাহা হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানের বিশুদ্ধ বহ্নি আর্য্যের হৃদয় হইতে এককালে তিরোহিত হইবে বলিয়াও বিশ্বাস হয় না। শিরাপথে শোণিতস্রোত যতক্ষণ সঞ্চারিত থাকে, মনুষ্যের প্রাণবায়ু যেমন ততক্ষণ বাহির হয় না; শাখা-পল্লবাদিতে যতক্ষণ রসধারা প্রবাহিত থাকে, তরুলতা যেমন ততক্ষণ শুষ্ক হইয়া যায় না; সেইরূপ আর্য্যদিগের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের কণামাত্রও যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ আর্য্যের বিলয় হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। ব্রহ্মবাদ আর্য্যজাতির প্রাণ-স্বরূপ, আর্য্যহৃদয়ের শোণিত-স্বরূপ, এবং আর্য্যাবর্ত্তের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মবাদের অভাবে আর্য্যের স্থিতি ও বিস্তৃতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনুষ্যজাতির জাতীয় ইতিহাসে ভারত যে ধর্ম্মাচার্য্যের পদ-পরিগ্রহ করিয়াছে, জ্ঞান ও সভ্যতা-সম্পর্কে

এতদ্দেশ যে, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইয়া রহিয়াছে, আর পরপদ-প্রান্তে বারম্বার বিলুণ্ঠিত ও বিগত-সর্ব্বস্ব হইলেও ভারতীয় কীর্ত্তি-পরম্পরা যে আজিও সভ্য-সমাজের বিস্ময়োৎপাদনে সমর্থ হইতেছে, সনাতন ব্রহ্মবাদই তাহার মূল কারণ। বস্তুতঃ আর্য্যজাতির জ্ঞানগৌরব বা মানমহিমা সমস্তেরই মূলীভূত হেতু ব্রহ্মবাদ। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্যগণ ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, আর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি একরূপ উদাসীন বা শিথিল-প্রযত্ন হইয়াই আর্য্যগণ এখন নিদারুণ বিপদে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, এই কারণ আমরা ব্রহ্মবাদের প্রচারক বা সংস্কারকদিগকে ভারতের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই গণনা করিয়া থাকি।

ভারতীয় ব্রহ্মবাদের ইতিবৃত্তে বেদবর্ণিত ঋষিদিগের পর মহামতি শঙ্করাচার্য্যের নামই উল্লিখিতব্য। * এতদ্দেশে যখন নাস্তিকতার অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, সংশয় ও অবিশ্বাসরূপ ঘনান্ধকারে যখন চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, এবং বেদ-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদ যখন শীত-নিপীড়িত পাদপের ন্যায় দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছিল, শঙ্করাচার্য্য সেই সময়ে অভ্যুদিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বিজয়ভেরী নিনাদিত করিলেন। তাঁহার অনুপম প্রতিভা, অদ্ভুত শাস্ত্রদর্শিতা ও অলোকসাধারণ বিচারপটুতায় নাস্তিকতার তমোজাল যেরূপ তিরোহিত হইল, সেইরূপ ব্রহ্মবাদের উজ্জ্বল কিরণমালা অল্পে অল্পে বিকশিত হইতে লাগিল। তিনি কেবল বিচারযুদ্ধে সকল পক্ষ পরাজিত করিয়াই ব্রহ্ম-

---

* শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হয়েন। তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মলয়বর প্রদেশে নাম্বুরি নামক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই প্রব্রজ্যার প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এই কারণ তিনি অল্প বয়সেই সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ও সকল শ্রেণীর পণ্ডিতবর্গের পরাজয় সাধন করিয়া সর্ব্বোপরি ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেন। বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার লোকান্তর ঘটে। অনেকে শঙ্করাচার্য্যকে শৈবমতের প্রবর্ত্তকরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমরা এরূপ নির্দ্দেশকে যুক্তিসঙ্গত বোধ করি না। তাঁহার প্রভাবে যে জৈন ও বৌদ্ধমত বিখণ্ডিত হয়, এবং জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায় যে বিশিষ্টরূপে পরাভূত হইয়া যায়, তাহাতে কাহারও সংশয় নাই। এই ব্যাপারে মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তকগণ যার পর নাই উল্লসিত হয়েন, এবং উল্লসিত হইয়া শঙ্করকে স্বয়ং শঙ্করাবতার পদে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহারই নামে শিবোপাসনা প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন না; অধিকন্তু ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ শারীরক ভাষ্যের প্রচার করিয়া ব্রহ্মবাদ বিস্তারের পক্ষে একটি যুগান্তর ঘটাইয়া দিলেন। † বলিতে কি, ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন-পক্ষে শারীরক ভাষ্যের মত ভূমণ্ডলে আজি পর্য্যন্ত কোন সুযুক্তিপূর্ণ সারবান্ পুস্তকের প্রচার হয় নাই। বলিতে কি, শঙ্করের সমাগম না হইলে এতদ্দেশে ব্রহ্মবাদ বা ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে কোন পরিস্ফুট নিদর্শন বিদ্যমান থাকিত কি না, তাহা সন্দেহস্থল। এই কারণ আমরা তাঁহাকে ব্রহ্মবাদের বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ সংস্কারক-পদে বরণ পূর্ব্বক যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তি সমর্পণ করিয়া থাকি।

তাহার পর রাজা রামমোহন। ‡ তিনি একজন এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান। বঙ্গদেশান্তর্গত পল্লিগ্রামবিশেষে তাঁহার জন্ম হয়। * মোগলদিগের কঙ্কালময় সমাধিভূমির উপর যখন বৃটনের বিজয়িনী শক্তি লীলা করিতেছিল, অথবা ইংরাজ-রাজত্বের ঊষালোক যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল, তৎকালে,—অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে রাজা রামমোহন রায় আবির্ভূত হয়েন। মহাপুরুষগণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-সমন্বিত। সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয়, মহাপুরুষ-গণের আবির্ভাবে সেইরূপ সামাজিক তমোজালও তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং রামমোহনের সমাগমে ভারতসমাজের তাৎকালীন অন্ধকাররাশিও অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে যে অন্ধকারজাল ভেদ করিয়া ভারতভূমির পৃষ্ঠে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল, সে অন্ধকারজাল অতি

---

† প্রচলিত অদ্বৈতবাদ, শারীরক ভাষ্যের অনুমোদিত হইলেও ব্রহ্মবাদের সহিত বস্তুতঃ তাহার কোন বিরোধ নাই। তবে যাহা কিছু বিরোধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ভাষ্যের দোষ নহে,—ভাষ্য বুঝিবারই দোষ।

‡ শঙ্করাচার্য্য ও রামমোহন রায়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে গুরু নানক প্রভৃতি কতিপয় একেশ্বর-বাদ-প্রচারক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রচারিত মতের সহিত বেদ-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদের সকল অংশে সাদৃশ্য নাই,—এমন কি কোন কোন অংশে বিশেষরূপ অসাদৃশ্য আছে বলিয়াই তাঁহাদিগের প্রসঙ্গ এই স্থলে উত্থাপিত হইল না।

* রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের অন্তর্গত বৃষ্টল নগরে লোকান্তরিত হয়েন।

প্রগাঢ়, অতি বিকট ও অতি বিস্তৃত। সেই দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকারে সমগ্র ভারতসমাজ সমাবৃত ছিল। তন্ত্রাচার্য্যগণ সেই তমোরাশির ভিতরে ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকতার নাম লইয়া বহুবিধ পাপের অনুষ্ঠান করিতেন। নরহত্যা, সুরাপান ও পরদারাভিগমন প্রভৃতি জুগুপ্সিত কার্য্য সকল তন্ত্রাচার্য্যদিগের সাধনার সহায়ক ছিল। সুরা-সম্বিদাদি উন্মাদকর সামগ্রী সকল সেবন করিয়াই তাঁহারা চিত্তের পরমা শান্তি লাভ করিতেন, নরমাংস, নরশোণিত ও নরকপাল প্রভৃতি বীভৎস বস্তুর সাহচর্য্যেই একান্ত তৃপ্ত থাকিতেন, এবং মারণোচ্চাটনাদি অভিচার-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই অন্তিমে অক্ষয় সুখের অধিকারী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অপরদিকে নামসাধন ও নামসঙ্কীর্ত্তনাদি কার্য্য সকল বৈষ্ণব-সমাজে বাহিরের বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইত, বিনয়-নম্রতাদি-সম্পর্কে তাহারা এক-রূপ উদাসীন হইয়া থাকিত, এবং ভগবৎ-প্রীতি বা ভগবৎ-প্রসঙ্গকে শব্দশাস্ত্রের কয়েকটা সংজ্ঞা বলিয়াই মনে করিয়া লইত। পক্ষান্তরে মস্তকমুণ্ডন, শিখা-ধারণ, মালাগ্রহণ, চন্দনলেপন ও আপন আপন নামের পশ্চাতে "দাসানুদাসাদি" শব্দযোজন প্রভৃতি বাহ্য-ব্যাপার সমূহ ভক্তিপথের একান্ত সাধক বলিয়া পরি-গণিত হইত, আর পরমাত্মবিষয়ক যে নির্ম্মলা রতি, অধ্যাত্মযোগ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহারা কামিনীসঙ্গ বা কামুকতার প্রভাবেই তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করিত। কেবল ইহাই নহে ;—স্বাধীনচিন্তা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি মনে করি না। কুলগুরু ও কুলপুরোহিতের ইঙ্গিতে যজমানগণ উঠিত ও বসিত, আকাঙ্ক্ষানুরূপ দক্ষিণাদান করিতে পারিলেই তাহারা অতিপাতক মহাপাতক হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিত, এবং অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় যজমান ও পুরোহিত উভয়েই অজ্ঞানতার গর্ত্তে নিপতিত হইয়া ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক রটনা করিত। বেদ-বেদান্তের পরিবর্ত্তে ভাগবদ্ ও ভজনবিলাসের আলোচনা হইত, ব্রহ্মচর্য্য বা বৈরাগ্যের সাধনা না করিয়া লোকে ইন্দ্রিয়বিলাসেই মত্ত থাকিত, আর সর্ব্ব প্রকারে উৎকট ও বীভৎস হইতে পারিলেই ধার্ম্মিকের শিরোমণি বলিয়া সমাদর পাইত। এতদ্ভিন্ন সেই বিভীষণা নিশাতে—সেই একান্ত আতঙ্কোদ্দীপক অমা-রজনীতে—অথবা সেই দিগ্‌দিগন্ত-প্রসারিত তমোরাশির ভিতরে ভারতের শত শত অসহায় শিশু অস্ফুট আর্ত্তধ্বনির সহিত ভাগীরথির উদ্দাম তরঙ্গে

ভাসিয়া যাইত, এবং শত সহস্র অবলা—ভর্ত্তৃ-শোক-ম্রিয়মাণা অবলা আত্মীয়-জন কর্ত্তৃক জ্বলন্ত চিতাকুণ্ডে নিক্ষিপ্তা ও যার পর নাই যাতনায় ব্যথিতা হইয়া ভারতের মনুষ্যত্বকে শত ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে ইহলোক হইতে অবসৃতা হইত। সেই নিমজ্জ্যমান শিশুদিগের অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি, আর সেই দহ্যমান অবলাগণের মর্ম্মঘাতিনী রোদনধ্বনি, সেই তামসী-নিশাকে আরও বিভীষণা করিয়া তুলিত। ফলতঃ তৎকালে দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বনাশ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়াই বিরাজ করিতেছিল।

রামমোহন রায় উদীয়মান সূর্য্যপ্রভার মত, সুনিপুণ চিকিৎসকের মত, অথবা বিচক্ষণ ব্যবস্থাকর্ত্তার মত উপস্থিত হইয়া সেই বিপন্ন ও বিশৃঙ্খলাময় সমাজে শান্তির সূচনা করিলেন। সুনিপুণ চিকিৎসক যেমন সর্ব্বাগ্রে রোগের মূল নিরূপণ করেন, এবং মূল নিরূপিত হইলে পর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, রামমোহন রায়ও সেইরূপ রোগের মূল নিরূপণ পূর্ব্বক চিকিৎসারম্ভ করিলেন। তিনি প্রতিভার উদ্ভাসিত আলোকে বুঝিতে পারিলেন যে, হিন্দুর জাতীয় জীবন সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মসংসৃষ্ট। সুতরাং শিল্পের উদ্ধারে, রাজনীতির সংস্কারে কিংবা কোনরূপ মার্জ্জিত ও উন্নত শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তারে হিন্দুর উন্নয়ন সম্ভাবিত নহে। হিন্দুর উন্নয়ন করিতে হইলে হিন্দুর ধর্ম্মের উন্নয়ন করা চাই। হিন্দুর ধর্ম্ম সনাতন ব্রহ্মবাদ। অতএব সনাতন ব্রহ্মবাদের উদ্ধার বা উন্নয়ন হইলে হিন্দুরও উদ্ধার বা উন্নয়ন হইতে পারে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি শত বাধা ও সহস্র প্রতিকূলতা-সত্ত্বেও অদীনপরাক্রম বীরপুরুষের মত ব্রহ্মবাদের প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি প্রথমতঃ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থসমূহের প্রচার করিলেন। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের মত ব্রহ্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ অবনীমণ্ডলে আর নাই। মহর্ষি বাদরায়ণ, ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা ও ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা, এরূপ শৃঙ্খলা এরূপ ধারাবাহিকতা ও এরূপ যুক্তিযুক্ততা সহকারে এই গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যাহার বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ফলতঃ বেদান্তকে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কারণ রামমোহন রায় সর্ব্বাগ্রে অনুবাদের সহিত এই অনুপম পুস্তক প্রচারিত করিয়া দিলেন। তিনি বেদান্তের পর উপনিষদ্ প্রচারে কৃতসংকল্প হইলেন।

উপনিষদ্-গুলি ব্রহ্মজ্ঞানের আকর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। মণিকার যেরূপ আকর হইতে রত্নোত্তোলন পূর্ব্বক রত্নমালার রচনা করিয়া থাকে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নও সেইরূপ উপনিষদ্‌কে আকর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া বেদান্ত-রূপ রত্নহারের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি কএকখানি উপনিষদ্ উপর্য্যুপরি প্রকাশিত করিলেন। তদীয় হৃদয়ে এই বিশ্বাস অভ্রান্তরূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, বেদান্তাদি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন বা আলোচনার অভাব-বশতই বঙ্গভূমির অধিবাসিগণ ব্রহ্মোপাসনা-সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন হইয়া রহিয়াছে। তন্নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল আলোকশিখা বিকিরণ করিবার পক্ষে তিনি এই সকল গ্রন্থের পুনঃ পুনঃ প্রচার যার পর নাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি তৎ-প্রণীত বেদান্ত-ভূমিকার এক স্থলে লিখিতেছেন ঃ---"লোকেতে শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রবন্ধে এবং পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক, ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমারদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন।" *

রামমোহন রায় কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা নূতন মতের সংস্থাপক নহেন। এই কারণ যাঁহারা তাঁহাকে নবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা কোন অভিনব মতের আবিষ্কারক বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা রামমোহন রায়কে প্রকৃত পক্ষে সম্মানিত করেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইয়া, অথবা অবনীমণ্ডলে কোন অভিনব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, তিনি যে ঋষিগণ-প্রদর্শিত পন্থারই অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং অনুসরণ করিবার নিমিত্ত স্বদেশীয় মনুষ্যদিগকে আগ্রহ সহকারে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার যথার্থ মহত্ত্ব প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অসামান্য প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রভূত মানসিক শক্তি এবং ক্ষুরধার-তুল্য বুদ্ধি, এই সমস্তই রামমোহনে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তিনি যে ইচ্ছা করিলেই অভিনব মতের

* রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী ৮ পৃষ্ঠা।

উদ্ভাবক বলিয়া পূজিত হইতে পারিতেন, অথবা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অংশাবতার কিংবা পূর্ণাবতার-রূপেও অভিহিত বা অভিবাদিত হইতে সমর্থ হইতেন, তাহাতে আর সংশয় কি? বিশেষতঃ যে দেশে ইতর জন্তুর অর্চ্চনা হয়, যে দেশে নিরক্ষর এমন কি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়াসক্ত মনুষ্যও পরাৎপর পরমেশ্বর বলিয়া পূজিত হয়, অথবা যে দেশে বায়সও বিহঙ্গরাজের আসনে অধিষ্ঠিত হয়, আর যে দেশের লোক শিবাকে সিংহপদে বরণ করিতেও অণুমাত্র কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত না হয়, সে দেশে রামমোহন রায়ের মত লোকোত্তর-শক্তিশালী ব্যক্তি যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি আপনাকে সাধারণ মনুষ্যের অতিরিক্ত অপর কিছুই বলিয়া যান নাই। এতদ্দেশে ধর্ম্মের নামে কিরূপ অধোগতি ঘটে, এবং ধর্ম্মের নাম লইয়া মানুষ কিরূপে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরপদবী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসে, তাহা তিনি উত্তমরূপ অবগত ছিলেন। এই হেতু ভবিষ্যৎবংশ-সম্ভূত কোন ব্যক্তি তাঁহাকে অভিনব অবতার-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অথবা স্বর্গাগত কোন সুর-পুরুষ বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি অযথোচিত প্রীতি-ভক্তি অর্পণ না করে, তন্নিমিত্ত তিনি অতি বিশদ ভাষায় এই বিষয়ে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আমি লিখিত কোন গ্রন্থে বা কথিত কোন প্রসঙ্গে আপনাকে একেশ্বরবাদের সংস্কারক বা আবিষ্কারক বলিয়া অভিহিত করি নাই। অধিক কি, এইরূপ সঙ্কল্পও আমার অন্তরে কখন উদিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ব্রহ্মোপাসনাই যে হিন্দুজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম এবং আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে তাঁহার অনুষ্ঠান করিতেন, এই বিষয় প্রতি গ্রন্থেই প্রতিপাদিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।" * বস্তুতঃ তৎপ্রচারিত মত নামান্তরে পরিচিত বা ধর্ম্মান্তরে পরিগণিত হইবার পক্ষে তিনি যার পর নাই বিরুদ্ধ ছিলেন। এই

* In none of my writings, nor in any verbla discussion, have I ever pretended to reform or to discover the doctrines of the unity of God, nor have I ever assumed the tittle of reformer or discoverer; so far from such an assumption, I have urged in every work that I have hitherto published, that the doctrines of the unity of God are real Hindooism, as that religion was practised by our ancestors, and as it is well known even at the present age to many learned Brahmins. Raja Ram Mohan Roy's English works, Vol I P 106. তিনি এইরূপ কথা তাঁহার আত্মজীবনবৃত্ত নামক প্রস্তাবেও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন।

কারণ তাঁহার জীবদ্দশায় তদীয় মত ধর্ম্মান্তরে পরিগণিত বা পরিণত হইতে পারে নাই। * যাহা হউক যে সকল ব্যক্তি রামমোহন রায়কে অভিনব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, কিংবা তৎ-প্রতিষ্ঠিত সমাজকে স্বজাতির সহিত সর্ব্ব প্রকারে ছিন্ন-সম্পর্ক করিয়া একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহাদিগের অন্তরে অগ্নিময় উৎসাহ থাকিতে পারে, স্বদেশের নিমিত্ত যথার্থ মমতাও রহিতে পারে, এবং তাঁহাদিগের হৃদয় অনেক পরিমাণে উন্নত বা উদার-ভাব-সম্পন্ন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু জাতি-গত উন্নতির সূক্ষ্মতত্ত্ব-সম্পর্কে আমরা তাঁহাদিগকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। যদি হিন্দুসমাজ-সংস্পৃষ্ট কোন লোক রামমোহন রায়কে অহিন্দু বা ম্লেচ্ছধর্ম্মী বলিয়া অনাদর প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার অজ্ঞানতা লইয়া আলোচনা করিব। কিন্তু তদীয় মত-সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি যদি তাঁহাকে হিন্দুসমাজ বা হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার জাতীয় হিত-কামনা সম্বন্ধে যার পর নাই সন্দিহান হইয়া থাকিব।

তাঁহার মত আর্য্যধর্ম্মের সহিত এক বা অভিন্ন বটে। কিন্তু তদবলম্বিত প্রচারপদ্ধতি আর্য্যভাবের সম্যক অনুসারিণী নহে। তিনি ব্রহ্মবাদ প্রতি-ষ্ঠার উদ্দেশে বেদান্তকে বিশিষ্টরূপে অবলম্বন করেন, কঠাদি পঞ্চোপনিষদ্ অনুবাদের সহিত প্রচারিত করেন, এবং শাস্ত্রীয় বিচারে সর্ব্বোপরি শ্রুতির প্রামাণিকতাও প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রচার-প্রণালী সর্ব্বাংশে আর্য্য-প্রকৃতির অনুবর্ত্তিনী হইতে পারে নাই। কারণ ভারতীয়

* রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ নামে আখ্যাত হইত,—কিন্তু তৎ-প্রচারিত মত ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে আখ্যাত হইত না। তাহা তখন "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" নামে অভিহিত হইত। তিনি লোকান্তরিত হইবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তদীয় মত ঐ নামেই পরিচিত ছিল। তাহার পর ঐ নাম পরিবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৬৯ শকের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে একটি সভা আহূত হয়; এবং সেই সভাতেই "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" নামের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম পরিগৃহীত হয়। তদবধি রামমোহন রায়-প্রচারিত মত ব্রাহ্মধর্ম্ম নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শক—অগ্রহায়ণ—১১৪ পৃষ্ঠা। অধুনা যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে আখ্যাত, তাহার সহিত রামমোহন রায়-প্রচারিত মতের যে কোন কোন অংশে পার্থক্য আছে, তাহার আর সংশয় নাই।

ব্রহ্মবাদ যেরূপ বিশিষ্ট, ভারতীয় ব্রহ্মবাদের আচার্য্য-পদও সেইরূপ বিশিষ্ট। সংসারকে অনিত্য জ্ঞান না করিলে যে দেশে ধর্ম্মবুদ্ধির উন্মেষ হয় না, প্রকৃত পক্ষে জিজ্ঞাসু না হইলে যে দেশে ধর্ম্মে অধিকার জন্মে না, নির্ম্মল-চিত্ততার অভাবে যে দেশে ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপিত হয় না; অধিকন্তু বিজিতেন্দ্রিয় বা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইতে না পারিলে যে দেশে ধর্ম্মসাধন সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব,—এমন কি যে দেশের সাধনমার্গ শাণিত ক্ষুরধার তুল্য সাতিশয় শঙ্কটাপন্ন, সে দেশে ধর্ম্মাচার্য্যের পদবী যে যার পর নাই দুরূহ ও দায়িত্ব-সাপেক্ষ, তাহার আর সন্দেহ কি? সর্ব্বলোক-পূজিত শ্রুতিই যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত, অঙ্গিরাদি মহর্ষিগণ যে দেশের ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্যাসাদি বিশ্ববিশ্রুত মহারথগণ যে দেশের ধর্ম্মব্যাখ্যাতা বলিয়া কথিত, কণাদাদি কুশাগ্র-বুদ্ধি মনস্বিগণ যে দেশের তত্ত্ব-মীমাংসক বলিয়া সমাদৃত, মন্বাদি মহাভাগগণ যে দেশের সামাজিক ব্যবস্থাপক-পদে প্রতিষ্ঠিত, এবং শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ প্রভৃতির মত মহাপুরুষগণ যে দেশের ধর্ম্ম-প্রবক্তা বলিয়া প্রথিত; সে দেশে ধর্ম্ম-প্রচারকের পদ-পরিগ্রহণ যে বিশিষ্ট শক্তি ও বিশিষ্ট সাহসিকতার পরিচায়ক, তাহাতেই বা সংশয় কি? এখন রামমোহন রায় ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যের পদাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত কি না, তাহাই এই স্থলে বিচার্য্য। কেবল স্বজাতির নিকট নহে,—অধিকন্তু বিদেশে বিজাতির নিকটেও রামমোহন রায় যে আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা বা মনস্বিতা সম্পর্কে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত, তদ্বিষয়ে কাহারও ভিন্ন মত নাই। এমন কি তদীয় সমাগম-মুহূর্ত্ত যে ভারত-ভূমির পক্ষে একান্ত শুভ-মুহূর্ত্ত, এবং তদীয় শুভ-সমাগম নিমিত্তই যে ভারতভূমি বারম্বার লাঞ্ছিত বা অপমানিত হইয়াও জগতের সঞ্জীবিত জাতিসমূহের নিকট আজিও গৌরব-পদবী অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তদ্বিষয়েও কোন মতান্তর নাই। *

* ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে অনেক সভা সমিতির অধিবেশন হয়। সেই সকল সভা সমিতিতে ইংলণ্ডের অনেক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি রাজার গুণগ্রাম সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করেন। মেরি কার্পেণ্টার তদীয় রামমোহন রায়-বিষয়ক গ্রন্থে সেই সকল আলোচনার অধিকাংশই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল আলোচনার ভিতর একজন সুপণ্ডিত ও সদাশয় ইংরাজ বলিয়াছেন—"Strange is it that such a man should have been given by India to the world. * * * Strange is it—but he was not of India, so much as for India." Rev. W. J. Fox.

কিন্তু তাঁহার সমুজ্জ্বল প্রতিভা, সুশাণিত মেধা, সর্ব্বশাস্ত্রানুগামিনী বিদ্যা এবং অদ্ভুত মনস্বিতার সহিত যদি ব্রহ্মচর্য্য ও বিষয়-বিরাগিতার সমাবেশ থাকিত,—এক কথায় তিনি যদি আপনাকে বিষয়-সংসৃষ্ট বা বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মধ্যে পরিগণিত করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে তারকমণ্ডল-পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় তিনি যে ভারতীয় ধর্ম্মমণ্ডলে অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-প্রবক্তার আসন অধিকার করিয়া থাকিতেন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গভূমির দুরদৃষ্ট বশতই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার পক্ষে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। আর্য্যজাতির ধর্ম্ম-প্রবক্তা বা ধর্ম্মাচার্য্য-পদে কঠোর তপস্যা চাই, জ্বলন্ত বৈরাগ্য চাই, এবং বিষয়তৃষ্ণা বা বৈষয়িকতার সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। নচেৎ কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে জ্ঞানাপন্ন হইতে পারেন, প্রথিত-নামা পণ্ডিত হইতে পারেন, কিংবা মেধা ও মনস্বিতা সম্পর্কে লোকহৃদয়ে বিস্ময়োৎপাদনও করিতে পারেন, কিন্তু তিনি এতদ্দেশে ধর্ম্মাচার্য্য বা ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। এই কারণ হৃদয়ের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ভারতীয় ব্রহ্মবাদের ইতিবৃত্তে আমরা রামমোহন রায়কে আচার্য্য, সংস্কারক, বা প্রচারক-পদেও বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি ব্রহ্মবাদের একজন সহায়ক—বিশিষ্ট সহায়ক ভিন্ন অপর কিছুই নহেন। * যাহা হউক তদবলম্বিত প্রচার-পদ্ধতি যে হিন্দু ভাবের সম্যক অনুসারিণী নয় কেন, তাহা এখন বুঝা গেল। আর সেই সঙ্গে তৎ-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মবাদ-বিষয়ক ব্যাপার যে সর্ব্বতোভাবে জাতীয়তার সহিত সম্বদ্ধ নহে, তাহাও একরূপ প্রতিপাদিত হইল।

এতদ্ভিন্ন এই বিষয়ে আর একটি কথা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। সে কথাটি এই,—এতদ্দেশে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে রামমোহন রায়

---

* এই বিষয় তিনি নিজেই উত্তমরূপ বুঝিতেন, এবং তন্নিমিত্ত আপনাকে ব্রহ্মবাদের সংস্কারক বা প্রচারক বলিয়া কখন স্বীকার করিতেন না। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ত্তব্য কার্য্য সকল পালন করিতে না পারিয়া তিনি যে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঈশোপনিষদের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"এ যথার্থ বটে যে যে রূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের তাহা আমাদের হইতে হয় নাই তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি।" এমন কি "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপ-বিশিষ্ট" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তিনি আপনাকে অভিহিত করিতেও অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল সেই মহাপুরুষের পক্ষে সত্য সত্যই সরলতার পরিচায়ক বলিতে হইবে। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১৫১ পৃষ্ঠা।

কি কি করিয়া গিয়াছেন। ইহার মীমাংসার্থ তদনুষ্ঠিত কার্য্যের বিচার বা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক আমরা এই স্থলে ইহা উল্লেখ করিতে পারি যে, এক দিকে ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা প্রতিপাদন, এবং অপরদিকে নির্দ্দিষ্ট দিবসে ও নিয়মিত সময়ে সর্ব্বসাধারণ লোকের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনার্থ ব্রহ্মসভা সংস্থাপন ভিন্ন তিনি অন্য কিছুই করেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে ইহা যথোচিত বলিয়া মনে করি না। কারণ মনুষ্যের সমাজ বা চরিত্ররূপ ভিত্তির উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, অথবা মনুষ্যের নিত্য-নিয়তানুষ্ঠিত কার্য্য সকল ধর্ম্মসূত্রে অনুস্যূত করিয়া না দিলে, ধর্ম্ম মনুষ্যমণ্ডলে পরিঘোষিত হয় বটে, কিন্তু পাষাণভূমি-প্রক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় তাহা অতি অল্পকাল মধ্যেই শুষ্ক ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরিতাপের বিষয় যে, রামমোহন রায় তৎ-প্রচারিত ব্রহ্মবাদকে এইরূপ সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিবার উদ্দেশে কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। * বস্তুতঃ রামমোহন রায় যাহা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই, তাহা করিবার নিমিত্তই দয়ানন্দের আবির্ভাব।

দয়ানন্দ বলিয়াছেন,—"আমি ব্রাহ্মণ কি না, এই কথা অনেক লোক জিজ্ঞাসা করেন, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ কোন আত্মীয়-কুটুম্বের নামোল্লেখ করিতে অথবা তাঁহাদিগের কাহারও লিখিত কোন পত্র প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, গুজরাটবাসী লোকদিগের সঙ্গেই আমি অধিকতর

---

* ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই বিষয়ে কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস কত দূর সার্থক হইয়াছে জানি না। তৎ-সঙ্কলিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ব্রাহ্মসাধারণের ভিতর পরিগৃহীত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। অধিক কি- তৎ-সংসৃষ্ট সম্প্রদায়ের সকলেও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ-স্থল। এইরূপে অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সঙ্কলন ও অন্যান্য উপায়ে তিনি রামমোহন রায়ের রোপিত বৃক্ষকে পল্লবিত করিবার নিমিত্তও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও কিরূপ সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। যাহা হউক তিনি যে একদিকে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মোপাসনার নামে সহস্র সহস্র মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, এবং আপনার জীবনকে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার একটি জীবন্ত উদাহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ তাঁহার মত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় ভূস্বামীদিগের ভিতর নাই বলিলেই হয়। কেবল ভূস্বামী-সম্প্রদায়ের কথাই বলি কেন? তাঁহার মত ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যেই বা কয় জন আছেন?

অনুরাগ-সূত্রে নিবদ্ধ। আত্মীয়-কুটুম্বগণের সঙ্গে যদি কোন প্রকারে আমার সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা হইলে যে সাংসারিক অশান্তি হইতে আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র করিয়াছি, আমাকে পুনরায় নিশ্চয়ই সেই অশান্তি-জালে জড়িত হইতে হইবে। এই কারণ আত্মীয়-স্বজনদিগের নামোল্লেখ কিংবা তাঁহাদিগের কাহারও কোন পত্র প্রদর্শন বিধেয় বলিয়া বিবেচনা করি না।

"আমি মর্ভিতে জন্ম গ্রহণ করি, মর্ভি একটি নগর,—উহা গুজরাটের অন্তর্গত দ্রুগান্দ্রা রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী। আমি উদীচ্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। উদীচ্য ব্রাহ্মণগণ সামবেদান্তর্গত হইলেও আমি যজুর্ব্বেদে শিক্ষিত হই। আমি যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি, তাহা একটি বিস্তৃত সম্পত্তি-সম্পন্ন পরিবার। আমার এখন বয়ঃক্রম ঊনপঞ্চাশ কিংবা পঞ্চাশ বৎসর। আমাদিগের সংসার এখন পনরটি পৃথক পৃথক পরিবারে বিভক্ত। আমি বাল্যকালে রুদ্রাধ্যায় শিক্ষা পূর্ব্বক যজুর্ব্বেদের পাঠারম্ভ করি। পিতা শৈবমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া আমি দশম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে শিবোপাসনা করিতে অভ্যস্ত হই। আমি শিব-রাত্রির ব্রতাবলম্বন করি, পিতা এইরূপ ইচ্ছা করিতেন। আমি পিতৃ-ইচ্ছা পালনে অসম্মতি প্রকাশ করিলেও আমাকে বাধ্য হইয়া শিবরাত্রির ব্রত-কথা শুনিতে হইত। শুনিতে শুনিতে সেই ব্রত-প্রসঙ্গ আমার নিকট এতদূর প্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল যে, মাতার অসম্মতি সত্ত্বেও আমি সেই ব্রতাবলম্বন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া উঠিলাম। কৃতসংকল্প হইলেও আমি কিন্তু সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হই নাই। নগরের বহির্দ্দেশে একটি বিশাল শিব-মন্দির ছিল। তথায় শিবচতুর্দ্দশীর দিন বহু লোক সমাগত হইতেন। একদা শিবরাত্রি উপলক্ষে আমি, আমার পিতা ও অন্যান্য বহুতর লোক সেই মন্দিরে সমাগত হইলাম। তথায় মহাদেবের প্রথম পূজা হইয়া গেলে পর যখন দ্বিতীয় পূজাও সমাপ্ত হইল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। মন্দিরাগত উপাসকগণ ক্লান্তি-হরণের নিমিত্ত কিছুক্ষণ করিয়া নিদ্রাগত হইবার উদ্দেশে এক জনের পর আর এক জন করিয়া শয়ন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, আমার পিতাও কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রাগত হইলেন। ইতোমধ্যে পুরোহিতগণও মন্দির হইতে চলিয়া গেলেন। পাছে ব্রতভঙ্গ-নিবন্ধন নির্দ্দিষ্ট বা অভিলষিত ফললাভে বঞ্চিত হই, আমি এই আশঙ্কায় নিদ্রিত হইতে পারি নাই। যাহা হউক

নিদ্রাবশতঃ মন্দির নিস্তব্ধ হইলে পর কতকগুলি মূষিক গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া মহাদেবের গাত্রোপরি স্বেচ্ছামত বিচরণ ও তাঁহার মস্তকস্থিত চাউলাদি ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমি জাগ্রত থাকায় এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু গত দিবস শিবরাত্রির যে ব্রতোপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাতে মহাদেবকে একজন মহাপ্রতাপান্বিত পুরুষ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। এই কারণ এই ব্যাপার দেখিয়া অবধি আমার সরল অন্তঃকরণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইল যে, কত শত দুর্দ্দমনীয় দানব সংহারেও যিনি সমর্থ, তিনি আপনার দেহ হইতে কএকটা মূষিক বিদূরিত করিতেও সমর্থ নহেন কেন? এই প্রশ্ন বহুক্ষণ ধরিয়া আমার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতে লাগিল, এবং পরিশেষে প্রগাঢ় সংশয়ে পরিণত হইয়া আমাকে এতদূর অশান্ত করিয়া তুলিল যে আমি পিতার নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পিতা জাগ্রত হইলে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং মহাদেবের দেহ হইতে মূষিকগুলিও তাড়াইয়া দিতে বলিলাম। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে পিতা বলিলেন,—"তুমি অল্পবুদ্ধি বালক! ইহা যে কেবল মহাদেবের মূর্ত্তিমাত্র।" পিতার এবম্বিধ উত্তরে আমি পরিতুষ্ট হইতে পারিলাম না। এই নিমিত্ত আমি সেই স্থানে ও সেই ক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যদি আমি ত্রিশূলধারী মহাদেবকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি কোন মতেই তাঁহার আরাধনা করিব না।

"এইরূপে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, এবং যার পর নাই ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম বলিয়া মাতার নিকটে আহারীয় দ্রব্য চাহিলাম। তদুত্তরে মাতা বলিলেন—"আমি ত তোমাকে ব্রত-গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কারণ আমি জানিতাম যে তুমি উপবাস করিয়া থাকিতে পারিবে না। তুমি ত নিজেই জেদ্ করিয়া ব্রতগ্রহণ করিয়াছিলে।" তাহার পর আমার আহারার্থ যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত ছিল, তাহা উপস্থিত পূর্ব্বক, যাহাতে আমি আপাততঃ দুই দিবস কাল পিতার সমক্ষে উপস্থিত না হই, অথবা তাঁহার নিকট কথা-মাত্রও উচ্চারণ না করি, তদ্বিষয়ে মাতা আমাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। কেননা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে বা কোন কথা বলিলে এই অপরাধের নিমিত্ত আমাকে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এদিকে আমি আহার কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক এরূপ প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রিত হইয়া

পড়িলাম যে, পরদিন প্রাতঃকালে আট ঘটিকার পূর্ব্বে কোন মতেই শয্যাত্যাগ করিতে পারিলাম না। পরিগৃহীত ও প্রভূত পাঠ অভ্যাস করিবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া আমি ব্রতভঙ্গরূপ অপরাধ করিয়াছি, এই কথা পিতামহ-মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলাম, এবং তিনিও সেই কথাই বুঝাইয়া বলিয়া পিতার কোপ-শান্তি করিলেন। আমি সে সময়ে যজুর্ব্বেদ পাঠ করিতেছিলাম, এবং পণ্ডিত-বিশেষের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করিতাম। আমার বয়ঃক্রম যখন নবম কি দশম বৎসর, তখন যজুর্ব্বেদ সাঙ্গ করিয়া আমার পাঠক্রিয়া সমাপ্তির নিমিত্ত আমাদিগের জমাদারির অন্তর্গত গ্রামবিশেষে গমন করিলাম।

"আমাদিগের গৃহে একবার ঘটনাবিশেষ উপলক্ষে নৃত্যগীত হইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে আমার একজন সহোদরা সাংঘাতিক রূপে পীড়িতা হয়। আমি পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। ইতঃপূর্ব্বে আমি কখন কোন লোককে মৃত্যু-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে দেখি নাই। ফলতঃ আমি সেই সহোদরার আসন্ন দশা দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইলাম, এবং মনুষ্য-মাত্রকেই যে এইরূপ ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। তাহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া আমি ভিন্ন, পরিবারস্থ সকলেই বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য পিতা, এমন কি মাতাও আমাকে পাষাণ-হৃদয় বলিয়া অভিহিত করিলেন। আমি যে সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ঘটনা দর্শনে যার পর নাই আতঙ্কিত হইয়াছিলাম, এবং তন্নিমিত্তই যে তাঁহাদিগের মত বিলাপ বা অশ্রুপাত করিতে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাহার পর তাঁহা-দিগের আজ্ঞানুসারে আমি শয্যায় যাইয়া নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রিত হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, এরূপ শোকাবহ ঘটনা আমার সমক্ষে কএকবার সংঘটিত হইলেও আমি তন্নিমিত্ত আমাদিগের দেশের অদ্ভুত রীতি অনুসারে একবারও শোক প্রকাশ করিতে পারি নাই। এই কারণ আত্মীয়-পরিজনদিগের নিকট আমি নিন্দার পাত্রও হইয়াছিলাম। আমার নবম বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পিতামহ বিসূচিকা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পিতামহ যখন মুমূর্ষু-দশাপন্ন, তখন আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক আপ-নার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, এবং আমার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আমিও

তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এতদূর ব্যথিত হইয়া পড়িলাম যে, অতিমাত্র ক্রন্দনে চক্ষুদ্বয় স্ফীত করিয়া ফেলিলাম। বস্তুতঃ এই ঘটনার পূর্ব্বে আমি কখন এরূপ রোদন করি নাই। এতদ্ভিন্ন, আমাকেও যে এইরূপ ভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তাহাও সেই ঘটনার পর হইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মৃত্যু-চিন্তা যখন ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল, তখন কি উপায় অবলম্বন করিলে অমরত্ব লাভ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় আত্মীয়-বান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। স্বদেশস্থ পণ্ডিতগণ আমাকে যোগাভ্যাস করিতে পরামর্শ দিলেন। সুতরাং আমি গৃহ-পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলাম। তৎকালে আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। আমাকে শান্ত ও স্বচ্ছন্দ-চিত্ত করিবার উদ্দেশে পিতা জমাদারি কার্য্যের ভারার্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না। পিতা তখন আমাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত কৃত-সংকল্প হইয়া উঠিলেন। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে আমি আত্মীয়-বন্ধুদিগকে বলিতাম যে কখন বিবাহ করিব না। কিন্তু তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিতেন। বিবাহের নিমিত্ত বান্ধবগণ কর্ত্তৃক যখনই অনুরুদ্ধ হইতাম, তখনই তাঁহাদিগের নিকট বিবাহের পরিবর্ত্তে গৃহত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করিতাম। দেখিতে দেখিতে এক মাসের ভিতরেই বিবাহোপযোগী সমস্ত বিষয় প্রস্তুত হইয়া উঠিল। আমি তদ্দর্শনে একদিন সায়ংকালে বন্ধুবিশেষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উপলক্ষ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। নিকটস্থ একটি পল্লিতে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম।

"কিছুক্ষণ পরে মরোটির মন্দিরে উপনীত হইলাম। বলা বাহুল্য, সহজ পথ অবলম্বন করিয়া চলায় আমাকে দশ ক্রোশ কম হাঁটিতে হইল। সেই মন্দিরে কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক জলযোগ করিলাম, এবং তথা হহতে শৈলা যোগীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ করিতে না পারায়, তাঁহার নিকট গমন করা আমার পক্ষে বৃথা হইল। লালা ভকত্ একজন যোগী বলিয়া পরিচিত। এই কারণ আমি অতঃপর তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। পথিমধ্যে একজন বৈরাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল। বৈরাগীর নিকট কতকগুলি বিগ্রহ ছিলেন। বৈরাগী আমাকে স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত দেখিয়া বলি-

লেন,—তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে যোগাভ্যাস সম্ভব নহে। আমার অঙ্গুলি-নিবদ্ধ স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক-গুলি যাহাতে সেই বিগ্রহদিগকে অর্পণ করি, তন্নিমিত্ত তিনি আমার নিকট প্রস্তাবও করিলেন। যাহা হউক আমি লালা ভকতের নিকট যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন রাত্রিকালে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করিতেছি, এমন সময় বৃক্ষোপরিস্থ বিহঙ্গবিশেষের বিকট ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আমি তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম, এবং বাধ্য হইয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলাম। আহাম্মাদাবাদ নগরের নিকটস্থ স্থানবিশেষে কতকগুলি বৈরাগী আছেন শুনিয়া, আমি লালা ভকতের নিকট হইতে সেই স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথাকার বৈরাগীদিগের ভিতর একজন রাজমহিষী দেখিলাম। সেই রাজমহিষী কোথাকার তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি আমার সহিত পরিহাসাদি করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তাঁহার সান্নিধ্য হইতে আমি দূরে থাকিতে লাগিলাম। আমার পরিধানে রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্র ছিল, তাহা দেখিয়া বৈরাগিগণ অনেক সময় হাস্য করিতেন। এই কারণ আমি তাহা ফেলিয়া দিলাম, এবং সামান্য বস্ত্র কিনিয়া আনিয়া পরিধান করিতে লাগিলাম। তখন আমার নিকট তিনটি মাত্র টাকা অবশিষ্ট রহিল। যাহা হউক,আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী আখ্যায় আখ্যাত হইলাম। তথায় তিন মাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক আমি কার্ত্তিক মাসের একদিন সিদ্ধপুরে আগমন করিলাম। কারণ ঐ সময়ে সিদ্ধপুরে একটি মেলা বসিবার কথা ছিল। অধিকন্তু সেই মেলা উপলক্ষে অনেক যোগবিদ্যা-বিশারদ যোগীর সমাগম হইতে পারে, এবং অমরত্ব লাভ করিবার পক্ষে আমি তাঁহাদিগের কাহারও নিকট কোনরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিব, এইরূপ আশা করিয়াই সিদ্ধপুরে উপস্থিত হইলাম। সিদ্ধপুরের পথে কোন পূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল। দুঃখের বিষয় যে, সেই পরিচিত ব্যক্তি পিতার নিকট যাইয়া আমার পলায়ন সংবাদ প্রদান করিলেন। ইতোমধ্যে জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গ চতুর্দ্দিকে আমার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার মুখে সিদ্ধপুর-যাত্রার সংবাদ শুনিবামাত্র পিতা চারি জন সিপাহী সমভিব্যাহারে একদিন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতার এইরূপ আকস্মিক উপস্থিতিতে আমি একান্ত ভীত হইয়া মনে করিতে লাগিলাম যে, তিনি হয়তঃ

আমার প্রতি যার পর নাই নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন। তন্নিমিত্ত আমি পিতৃ-সমক্ষে প্রণত হইয়া বলিলাম যে, একজন গোঁসাই কর্তৃক প্রলুব্ধ ও পরিচালিত হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও আমি গৃহে যাইতে সম্মত আছি। তাহা শুনিয়া পিতার কোপ-শান্তি হইল বটে, কিন্তু তিনি আমার কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র ভাঙ্গিয়া ও পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া দিলেন, এবং সচরাচর-পরিহিত বস্ত্র পরিধান করিবার নিমিত্ত অনুমতি করিলেন। আর আমি পুনরায় পলায়ন করিতে না পারি, তন্নিমিত্ত দুইজন সিপাহী সর্ব্বদা আমার নিকট নিয়োজিত রাখিয়া দিলেন। অধিক কি, তাহাদিগের এক জন না এক জন সমস্ত রাত্রি আমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে লাগিল। কিন্তু আমিও এদিকে প্রস্থানের সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। সিপাহী নিদ্রিত হয় কি না দেখিবার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিতে লাগিলাম। অথচ আমার কৃত্রিম নাসাধ্বনি শ্রবণে সিপাহী মনে করিয়া লইত যে, আমি প্রতি রজনীতেই প্রগাঢ়রূপে নিদ্রিত হইয়া থাকি। এইরূপ জাগরণে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। চতুর্থ রাত্রিতে সিপাহী যখন আর জাগ্রত থাকিতে না পারিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল, আমি তখন প্রকৃত সুযোগ সমাগত দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিলাম, এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপনের উদ্দেশে একটি ঘটী হস্তে বহির্গত হইলাম। তৎপরে নগর অতিক্রম করিয়া আপনাকে লুক্কায়িত করিবার অভিপ্রায়ে একটি নিবিড় উদ্যান-মধ্যস্থিত বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলাম। বৃক্ষারূঢ় হইয়া সমস্ত দিবস অনশনে অতিবাহিত করিলে পর, যখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমাগত হইল, আমি তখন তাহা হইতে অবতরণ করিলাম, এবং স্বদেশ ও স্বজনদিগের নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলাম। অতঃপর স্বদেশস্থ লোকদিগের সহিত প্রয়াগে একবার মাত্র আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু আমি তখন তাঁহাদিগকে আমার বিষয়ে কোনরূপ পরিচয় প্রদান করি নাই।

"আমি সিদ্ধপুর হইতে নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে গমন করি। তথায় যোগানন্দ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে। যোগানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ শাস্ত্রী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আমাকে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন, এবং তাহার পর সেই রাজগুরুর সহিত বেদাভ্যাস করি।

তেইশ কিংবা চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় চুনোদে একজন সন্ন্যাসীর সহিত আমার দেখা হইল। শাস্ত্রানুশীলনের প্রতি আমার প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা থাকায়, এবং সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্র শিক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বিবেচনা করায়, আমি সেই সন্ন্যাসী-সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। দীক্ষার পর আমি দয়ানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হইলাম। তথায় দুইজন রাজযোগ-পরায়ণ গোস্বামীর সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ ঘটিল। তাঁহাদিগের সহিত আমি আহাম্মাদাবাদে গমন করিলাম। সেখানে একজন ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু আমি তাঁহার সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলাম। হরিদ্বারে তখন কুম্ভমেলা উপস্থিত। হিমাচলের যে স্থল হইতে অলকনন্দা প্রবাহিত, আমি হরিদ্বার হইতে সেই স্থলে উপস্থিত হইলাম। অলকনন্দার জলে বস্তু-বিশেষের আঘাত লাগায় আমার পাদদেশ এরূপ আহত হইল যে, তাহা হইতে রক্তধারা বাহির হইতে লাগিল। এমন কি, আমি তাহাতে এতদূর ব্যথিত হইয়া উঠি যে, বরফরাশির মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় বোধ করিলাম। কিন্তু আমার জ্ঞানস্পৃহা যার পর নাই প্রবলা হেতু আমি তৎকার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, এবং মথুরায় বিরজানন্দ নামক সুপণ্ডিত সাধুর নিকট আগমন করিলাম। বিরজানন্দ পূর্ব্বে আলোয়ারে থাকিতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন একাশীতি বৎসর। একদিকে বেদাদি আর্ষ গ্রন্থের প্রতি বিরজানন্দের যেরূপ প্রগাঢ় আস্থা ছিল, সেইরূপ শেখর, কৌমুদী প্রভৃতি আধুনিক পুস্তক সমূহের প্রতিও তাঁহার বিশিষ্ট অশ্রদ্ধা ছিল। অধিক কি, তিনি পুরাণ-ভাগবতাদির একান্ত বিরুদ্ধ ছিলেন। বিরজানন্দ অন্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার পাকাশয়ে একটি বেদনা ছিল। আমি তৎসমীপে বেদাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম। তথাকার অমরলাল নামক একজন সহৃদয় ব্যক্তি অধ্যয়ন বিষয়ে আমাকে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করিতে লাগিলেন। আহার ও গ্রন্থাদি সম্পর্কে মুক্তহস্তে সহায়তার নিমিত্ত আমি অমরলালের নিকট যার পর নাই বাধিত আছি। তিনি আহার বিষয়ে এতদূর যত্নপর হইতেন যে, অগ্রে আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া না দিয়া নিজে আহার করিতেন না। বস্তুতঃ তিনি যে একজন মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি তাহাতে আর সংশয় নাই। বিরজানন্দের নিকট পাঠ

পরিসমাপ্ত করিয়া আমি আগ্রা নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থান করিলাম। আগ্রায় অবস্থিতির সময় সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত আমি কখন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, কখন বা পত্র দ্বারা গুরুর নিকট নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম।

"আগ্রা হইতে গোয়ালিয়রে গমন পূর্ব্বক বৈষ্ণব মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলাম। তথায় অনুত্তমাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি আমার শাস্ত্রালোচনা শুনিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতেন, এবং আপনাকে একজন কেরাণি বলিয়াই পরিচিত করিতেন। বিচার-প্রসঙ্গে আমার মুখ হইতে কখন কোন অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র তিনি তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বহুবার জিজ্ঞাসিত হইলেও তিনি আপনাকে একজন কেরাণি ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতেন না। তদ্ভিন্ন তাঁহার জ্ঞান-সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি বিনয়ের সহিত বলিতেন যে, আমি যাহা কিছু লোকমুখে শুনিয়াই শিক্ষা করিয়াছি। একদিন বক্তৃতাকালে আমি বলিলাম যে, বৈষ্ণবগণ যদি ললাটে কৃষ্ণবর্ণ রেখা-ধারণ করিলে মোক্ষ লাভ করেন, তাহা হইলে সমগ্র মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ রেখাঙ্কিত করিলে তাঁহারা ত মোক্ষ অপেক্ষা অধিকতর পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অনুত্তমাচার্য্য সেই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। তদনন্তর আমি গোয়ালিয়র হইতে কেরোলিতে গমন করিলাম। কেরোলিতে জনৈক কবীরপন্থীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে কবীরোপনিষদ্ নামে একখানি উপনিষদ্ আছে। তাহার পর কেরোলি হইতে জয়পুরে যাত্রা করি। জয়পুরে হরিশ্চন্দ্র নামক এক মহা পণ্ডিতের সহিত বৈষ্ণব মত লইয়া বিচার-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া শৈবমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিলাম। এই ব্যাপার উপলক্ষে জয়পুরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মহারাজ শৈবমত অবলম্বন করিলেন, সুতরাং প্রজাবর্গও তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। অধিক কি, তাহা লইয়া লোক সকল এতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়িল যে, সহস্র সহস্র রুদ্রাক্ষমালা বিতারিত হইতে লাগিল, এবং অশ্বগজ সকল গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া উঠিল। যাহা হউক আমি জয়পুর হইতে পুষ্করে উপনীত হইলাম। তথা হইতে আজমীরে আসিয়া শৈব-মতের বিরুদ্ধেও বিচার উপস্থিত করিলাম। সেই সময় রাজা রামরাজ গবর্ণর-জেনারল

কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতার্থ আগ্রায় যাইতেছিলেন। শৈব-মতের সমর্থক বিবেচনা করিয়া তিনি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কারণ বৃন্দাবনের রঙ্গাচারী নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণমতাবলম্বী পণ্ডিতকে আমি বিচার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শৈবমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিব, ইহাই তাঁহার উল্লিখিতরূপ অভিপ্রায়ের কারণ ছিল। কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি শৈবমতেরও বিরুদ্ধবাদী, তখন সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর আমি পুনর্ব্বার মথুরায় আসিলাম, এবং আচার্য্য সন্নিধানে আমার যাবতীয় সংশয় নিরাকৃত করিয়া লইলাম।

"মথুরা হইতে হরিদ্বারে উপনীত হইলাম, এবং তথায় আমার কুটীরোপরি "পাষণ্ড-মর্দ্দন" নামাঙ্কিত পতাকা উত্তোলিত করিলাম। তন্নিমিত্ত আমার সহিত অনেকের বিচার বিতর্ক হইতে লাগিল। তখন আমি চিন্তা করিলাম যে, সাংসারিক লোকের নিদর্শন স্বরূপ এই সকল গ্রন্থাদি সামগ্রী কি আমার সমভিব্যাহারে রাখিয়া দিব? এবং সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কি শত্রুদল বৃদ্ধি করিতে থাকিব? এইরূপ চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া অবশেষে সমস্ত পরিহার করাই বিধেয় বলিয়া বিবেচনা করিলাম। তদনুসারে সমস্ত সামগ্রী বিতরণ করিয়া দিলাম, এবং কৌপীন ধারণ ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন পূর্ব্বক মৌনী হইয়া ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত রহিলাম। ভস্মলেপনের অভ্যাস গত বৎসর পর্য্যন্তও আমার ছিল। কিন্তু রেলপথে পরিভ্রমণ নিমিত্ত আমাকে বাধ্য হইয়া তাহা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমি মৌনব্রত হইয়াও অধিক দিন থাকিতে পারি নাই। কারণ একদা কোন ব্যক্তি আমার কুটীরে আগমন পূর্ব্বক "নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলম্" ইত্যাদি বাক্য আবৃত্তি করিয়া যখন ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন, তখন আমি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। এই ঘটনার পর আমি স্থিরচিত্তে সিদ্ধান্ত করিলাম যে, যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা পৃথিবীর নিকট প্রচারিত করা আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ সিদ্ধান্তের পর আমি হরিদ্বার পরিহার পূর্ব্বক ফরাক্কা-বাদে চলিয়া আসিলাম। তথা হইতে পুনরায় রামগড়ে আসিলে সেখানকার লোক সকল আমাকে "কোলাহল-স্বামী" বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিলেন। কারণ সেখানে কতিপয় শাস্ত্রী বিচারার্থী হইয়া আমার নিকট আগমন করেন,

এবং সকলেই এক সময়ে বিচার করিতে উদ্যত হয়েন। তাহা দেখিয়া আমি তাঁহাদিগের বিচার-ব্যাপারকে কোলাহল বলিয়া অভিহিত করি। বোধ হয়, তন্নিমিত্তই তাঁহারা আমাকে উল্লিখিতরূপ আখ্যা প্রদান করিলেন। রামগড়ে চিত্রণগড়-নিবাসী দশজন লোক আমাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করায়, আমি বিশেষরূপ সাবধানতার সহিত তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। তৎপরে আমি কানপুর হইয়া প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। প্রয়াগেও আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশে কএক জন দুর্ব্বৃত্ত লোক প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু সে বারে মহাদেব প্রসাদ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি হত্যাকারী-দিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। মহাদেব প্রসাদ অত্যন্ত সজ্জন লোক। আর্য্যধর্ম্মের উৎকর্ষ তিন মাসের ভিতর প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে, তিনি খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিবেন, এই মর্ম্মে মহাদেব প্রসাদ প্রয়াগবাসী পণ্ডিতদিগের নিকট বিজ্ঞাপন পত্র প্রচারিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, আর্য্যধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত করিয়া আমি তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন বিষয়ে নিরস্ত করিলাম। প্রয়াগ হইতে রামনগরে আগমন করি। কাশীধাম-নিবাসী পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এইরূপ সংকল্প করিয়াই রামনগরের মহারাজ আমাকে আহ্বান করিলেন। যাহা হউক আমি তদনুসারে বারাণসীতে বিচারার্থ উপস্থিত হইলাম। বারাণসীর বিচার-প্রসঙ্গে তথাকার পণ্ডিতগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদে প্রতিমা শব্দ আছে কি না? তদুত্তরে আমি প্রমাণের সহিত বলিলাম যে বেদে প্রতিমা শব্দ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ পরিমাপন। বারাণসীর বিচার পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা করিলে সকলেই তাহা দেখিতে পারেন। বেদের ব্রাহ্মণভাগকে ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত করা উচিত, আমি এই বিষয়ও কাশীর পণ্ডিতদিগের নিকট প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিলাম। বিগত ভাদ্রপদে আমি কাশীধামে চতুর্থবার গমন করিয়াছিলাম। আমি তথায় যতবার গমন করিয়াছি, ততবারই মূর্ত্তিপূজা বেদ-প্রতিপাদিত কি না, তাহা প্রমাণার্থ তথাকার পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু বলিতে কি, তাহা প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের কেহই আমার নিকট উপস্থিত হয়েন নাই। এইরূপ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া আমি প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছি। বিগত দুই

বৎসরের ভিতর আমি কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর ও জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছি, এবং সংস্কৃত-ভাষানুশীলনের নিমিত্ত কাশী ও ফরক্কাবাদ প্রভৃতি স্থানে কএকটি সংস্কৃত পাঠশালাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। কিন্তু অধ্যাপকদিগের অনুদারতা বশতঃ সেই সকল পাঠশালায় কোন আশানুরূপ ফল উৎপন্ন হয় নাই। আমি গত বৎসর বোম্বাই আসিয়াছিলাম। বোম্বাই নগরে মহারাজ মতের প্রতিবাদার্থ প্রবৃত্ত হই, এবং তথায় একটি আর্য্যসমাজও সংস্থাপিত করি। বোম্বাই হইতে আহম্মদাবাদ, এবং তথা হইতে রাজকোট যাইয়া বৈদিক ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করি। আপাততঃ দুই মাস কাল আপনাদিগের নিকট অবস্থান করিতেছি। ফলতঃ এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাই আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আর্য্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা পক্ষে প্রকৃত প্রচারকের যথার্থই অভাব রহিয়াছে। এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই বিরাট কার্য্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু এতদর্থ আমি আমার যথাশক্তি সমর্পণ করিতে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। ভারতের আদ্যোপান্তে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং দেশ-পরিব্যাপ্ত কুরীতি সকল উন্মূলিত হইয়া যায়, ইহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত কামনা করি। সর্ব্বত্র বেদাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হউক, এবং আমাদিগের নিদ্রিত দেশ জাগ্রত হইয়া উঠুক, তন্নিমিত্ত আমি ঈশ্বরের নিকট একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি।" *

দয়ানন্দ পুনরায় বলিয়াছেন,—"১৮৮১ সম্বতে কাটিবার প্রদেশে মর্ভি রাজার অন্তর্গত কোন নগরে ও উদীচ্য ব্রাহ্মণ বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার জন্মস্থান ও পিতার নাম কর্ত্তব্যানুরোধে অপ্রকাশিত রাখিলাম। আত্মীয়গণ যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে অনুসন্ধান

* ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই ও আগষ্ট মাসে পুনা নগরে দয়ানন্দ সরস্বতী উপর্য্যুপরি কতকগুলি বক্তৃতা করেন। শেষ দিন,—অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট তারিখে বক্তৃতা সমাপ্তির পর, সমাগত লোক সকল তাঁহাকে তাঁহার জীবনী বিষয়ে কিছু বলিবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করায়, তিনি তদ্বিষয়ে যাহা বলেন, উপরি-উক্ত অংশটি তাহারই অনুবাদ মাত্র। অবশ্য ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ঐ অনুবাদটি ভাষা অপেক্ষা ভাবের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়াই সম্পন্ন করা হইয়াছে। The Arya Patrika Vol I, No. 46, 47, 48.

করিবেন, গৃহে লইয়া যাইবেন এবং তন্নিমিত্ত হয়ত আমাকে অর্থস্পর্শ-রূপ পাপে পুনরায় লিপ্ত হইতে হইবে। এমন কি সাংসারিক ব্যক্তির মত সংসারে থাকিয়া তাঁহাদিগের সেবা-শুশ্রূষাদিও করিতে হইবে। এরূপ হইলে ধর্ম্ম-সংস্কাররূপ যে পবিত্র ব্রতে আমার সমগ্র জীবন সমর্পিত করিয়াছি, তাহা অসিদ্ধ বা অসমাপিত হইয়া থাকিবে।

"কিঞ্চিদূন পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমি দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করি, এবং আমাদিগের জাতীয় ও কুলপরম্পরাগত প্রথানুসারে বহুসংখ্যক বেদমন্ত্র ও বেদভাষ্য কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলি। অষ্টম বৎসরের সময় আমার উপনয়ন হইলে পর আমি প্রতিদিন সন্ধ্যা-গায়ত্রী অভ্যাস করিতে থাকি, পরে রুদ্রাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া যজুর্ব্বেদ-সংহিতা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই। আমাদিগের পরিবার শৈবমতাবলম্বী বলিয়া আমি অল্প বয়স হইতে পার্থিব লিঙ্গের পূজা করিতে অভ্যাস করি। আমি অপেক্ষাকৃত সকালে আহার করিতাম, এবং শিবপূজায় বহু উপবাস ও কঠোরতা সহ্য করিতে হইত; এই জন্য স্বাস্থ্য-হানির আশঙ্কায় মাতা আমাকে প্রতিদিন শিবোপাসনা করিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু পিতা তাহার প্রতিবাদ করিতেন। এই কারণ এই বিষয় লইয়া মাতার সহিত পিতার প্রায়ই বিবাদ উপস্থিত হইত। আমি সেই সময় সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতাম, বৈদিক শ্লোক সকল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতাম, এবং পিতার সহিত কখন শিবালয়ে, কখন বা অন্য দেবালয়ে গমন করিতাম। শিবোপাসনা যে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম, সুতরাং শিবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি স্থাপন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে পিতা আমাকে সর্ব্বদাই উপদেশ প্রদান করিতেন। আমি চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই ব্যাকরণ, শব্দরূপাবলী, সমগ্র যজুর্ব্বেদ-সংহিতা ও অপরাপর বেদের কোন কোন অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আমার পাঠকার্য্য একরূপ সমাপ্ত করিলাম। আমার পিতার তেজারতি কারবার ছিল, অধিকন্তু তিনি জমাদার অর্থাৎ নগরের কর-সংগ্রাহক ও মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই কারণ আমাদিগের সংসারে কোনরূপ ক্লেশ ছিল না। বলা বাহুল্য, জমাদারি কার্য্য আমাদিগের বংশ-পরম্পরানুসারে চলিয়া আসিতেছিল। যাহা হউক যে স্থানে শিব-পুরাণ পঠিত বা ব্যাখ্যাত হইত, পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে লইয়া যাইতেন। প্রতিদিন শিবপূজা করিতে জননী বারম্বার নিষেধ করিলেও, তাহা

করিবার নিমিত্ত পিতা আমার প্রতি কঠোর আদেশ প্রদান করিতেন। শিবরাত্রি সমাগত হইলে পিতা বলিলেন, তোমার আজ দীক্ষা হইবে, এবং মন্দিরে যাইয়া সমস্ত রজনী জাগ্রত হইয়া রহিবে। এইরূপ করিলে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িব ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া জননী ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতা তাঁহার আপত্তি বা প্রতিবাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। পিতার অনুমতি অনুসারে আমি সেই দিবস রাত্রিকালে অপরাপর লোকের সহিত সম্মিলিত হইয়া শিবমন্দিরে সমাগত হইলাম। শিবরাত্রির জাগরণ চারি প্রহরে বিভক্ত। দুই প্রহরের পর যখন নিশীথকাল উপস্থিত হইল, তখন পুরোহিত ও অন্যান্য কতকগুলি লোক মন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। আমি বহুদিন হইতে শুনিয়াছিলাম যে, গৃহীত-ব্রত ব্যক্তি শিবরাত্রিতে নিদ্রাগত হইয়া পড়িলে অভিলষিত ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত নিদ্রাবেগে মধ্যে মধ্যে অভিভূত হইবার উপক্রম হইলেও, চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ জলসেচন করিয়া আমি জাগ্রত রহিলাম। এদিকে পিতাও আমাকে জাগ্রত থাকিবার আদেশ করিয়া নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল। আমার মনে নানা প্রশ্ন উপস্থিত হইল। ফলতঃ আমি চিন্তাস্রোতে বিচলিত হইয়া পড়িলাম। আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমার পুরোবর্ত্তী বৃষবাহন পুরুষ ;—যিনি বিচরণ করেন, ভোজন করেন, নিদ্রিত হয়েন, পান করেন, হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিতে পারেন, ডম্বরু বাদন করেন, এবং মনুষ্যকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, তিনিই কি এই মহাদেব ? ইনিই কি সেই পুরাণ-কথিত কৈলাসপতি পরমেশ্বর ? এই চিন্তায় একান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া পিতার নিদ্রাভঙ্গ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই বিকট শিবমূর্ত্তিই কি সেই শাস্ত্রোল্লিখিত মহাদেব ? তদুত্তরে পিতা বলিলেন—"তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?" আমি বলিলাম,—"এই মূর্ত্তিই যদি সর্ব্বশক্তিমান্ জীবন্ত পরমেশ্বর হয়েন, তাহা হইলে ইনি আপনার গাত্রোপরি মূষিক সকল সঞ্চরণ করিতে দেখিয়াও, এবং মূষিক-স্পর্শ নিমিত্ত অপবিত্র-দেহ হইয়াও কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেছেন না কেন ?" তখন পিতা আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, কৈলাসপতি মহাদেবের এই প্রস্তরময় মূর্ত্তি পবিত্র-

চিত্ত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই পাপময় কলিযুগে মহাদেবের সাক্ষাৎকার অসম্ভব বলিয়া পাষাণাদি মূর্ত্তিতেই তাঁহার সত্তা কল্পিত হইয়া থাকে। পিতার এই সকল কথায় আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হওয়ায় পিতার নিকট গৃহে-প্রত্যাগত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। পিতা অনুমতি দান পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে একজন সিপাহী দিলেন, এবং যাহাতে আমি আহার করিয়া ব্রতভঙ্গ না করি, তদ্বিষয় পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মাতার নিকট যখন ক্ষুধার কথা প্রকাশ করিলাম, তখন তিনি আহারের নিমিত্ত যাহা প্রদান করিলেন, তাহা না খাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আহারের পর আমি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পর দিন প্রাতঃকালে পিতা গৃহে আসিয়া শুনিলেন যে, আমি ব্রতভঙ্গ করিয়াছি। তাহা শুনিয়া তিনি আমার প্রতি যার পর নাই কুপিত হইয়া উঠিলেন। ব্রতভঙ্গ করিয়া আমি যে কি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তিনি আমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তরময় মূর্ত্তিকেই পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারায় আমি মনে মনে করিলাম যে, তবে কেন আমি তাঁহার উপাসনা করিব এবং তদুদ্দেশে উপবাস করিয়া থাকিব। কিন্তু এই আন্তরিক ভাব গোপন পূর্ব্বক পিতাকে বলিলাম যে, পাঠাভ্যাস করিতেই যখন আমার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তখন নিয়মিতরূপে শিবারাধনা আমার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? জননী এবং খুল্লতাত উভয়েই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া আমার এই কথা সমর্থিত করিলেন। অবশেষে তিনি পাঠাদি কার্য্যেই অধিকাংশ সময় যাপিত করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে আমার পাঠ্য বিষয় কিয়দংশে বিস্তৃত করিয়া আমি নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতিরও অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম।

"আমরা ভাই-ভগিনীতে পাঁচ জন ছিলাম। তাহার ভিতর দুইটি ভাই ও দুই জন ভগিনী ছিলেন। আমার বয়ঃক্রম যখন ষোড়শ বৎসর, তখন আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাইটির জন্ম হয়। একদা রাত্রিকালে কোন বান্ধবের আলয়ে আমি নৃত্যোৎসব দেখিতেছিলাম, এমত সময় গৃহ হইতে জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা ভগিনীটি এই মাত্র

পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যথোচিতরূপে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলেও আমরা গৃহ-প্রত্যাগত হইবার দুই ঘণ্টা পরেই তাহার মৃত্যু হইল। সেই ভগিনী-বিয়োগ-জনিত শোকই আমার জীবনের প্রথম শোক। সেই শোকে আমার হৃদয় বিলক্ষণ ব্যথিত হইল। আমার চারিদিকে যখন আত্মীয়-স্বজনগণ ভগিনীর নিমিত্ত বিলাপ ও রোদন করিতেছিলেন, আমি তখন পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, "ইহ-সংসারে সকল মনুষ্যকেই মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে"। সুতরাং আমিও একদিন মৃত্যুগ্রাসে গ্রাসিত হইব। ফলতঃ আমি তখন ভাবিলাম যে, কোথায় গমন করিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইব, এবং কোথায় যাইলে মুক্তির পথ দর্শন করিব? আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কল্প করিলাম যে, যে কোন প্রকারেই হউক, আমি মুক্তির পথ আবিষ্কার পূর্ব্বক অবর্ণনীয় মৃত্যুক্লেশ হইতে আপনাকে রক্ষা করিব। এইরূপ চিন্তার পর উপবাসাদি বাহ্য-সাধনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া আমি আধ্যাত্মিক শক্তির বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অন্তরের এই সকল কথা কাহাকেও জানিতে দিলাম না। কিয়দ্দিন পরে আমার খুল্লতাতেরও মৃত্যু হইল। খুল্লতাত একজন সদ্‌গুণ-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সুতরাং তাঁহার বিয়োগে আমি যার পর নাই ব্যথিত হইলাম। অধিকন্তু সেই ঘটনায় আমার হৃদয়ে এই ভাব আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিল যে, সংসারের ভিতর স্থায়ী অথবা এরূপ মূল্যবান্ বস্তু কিছুই নাই, যাহার নিমিত্ত জীবনধারণ করা যাইতে পারে। এবম্বিধ মানসিক অবস্থার বিষয় পিতামাতাকে ঘুণাক্ষরে না জানাইলেও বিবাহিত হওয়া যে আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে, এই কথা কোন কোন বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিতাম। ঘটনা-ক্রমে এই কথা পিতামাতার কর্ণগোচর হইলে, তাঁহারা আমার বিবাহকার্য্য সত্বর সমাধা করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিলেন। আমি যখন জানিতে পারিলাম যে, পিতামাতা আমার বিবাহার্থ যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন আমি তাহাতে বাধা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। পিতামাতাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার নিমিত্ত বন্ধুদিগকেও অনুরোধ করিলাম। অবশেষে পিতার নিকট এরূপ ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলাম

যে, তিনি কিছুদিনের নিমিত্ত বিবাহব্যাপার স্থগিত রাখাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। এই সুযোগে কাশী যাইয়া ব্যাকরণপাঠ পরিসমাপ্ত, এবং উত্তমরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। কারণ মাতা কাশীযাত্রার পক্ষে একান্ত আপত্তি পূর্ব্বক বলিলেন যে, তোমার যাহা অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ হয়, তাহা গৃহে বসিয়াই অধ্যয়ন করিতে পার। আর যুবাপুরুষগণ অধিক পরিমাণে লেখাপড়া শিক্ষা করিলে অনেক সময় স্বেচ্ছাপরায়ণ হইয়া উঠে। সুতরাং আগামী বর্ষের পূর্ব্বেই আমরা তোমার বিবাহকার্য্য সমাধা করিব। অবশেষে কাশীযাত্রার প্রস্তাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতাকে বলিলাম যে, আমাদের জমাদারির অন্তর্গত গ্রামবিশেষে যে পরিচিত অধ্যাপক আছেন, যদি আমাকে তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি এই স্থানে থাকিয়াই পাঠকার্য্য সমাধা করিতে পারি। সেই প্রবীণ অধ্যাপক আমাদিগের গৃহ হইতে তিন ক্রোশ দূরে বাস করিতেন। যাহা হউক পিতা অনুমতি প্রদান করিলে পর, আমি তাঁহার নিকট যাইয়া কিছুকাল নিশ্চিন্তচিত্তে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথায় একদিন ঘটনাক্রমে বিবাহ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধ অভিপ্রায় প্রকাশিত করিয়া ফেলিলাম। পিতা কোন্ সূত্রে তাহা জানিতে পারিলেন, এবং জানিতে পারিয়া আমাকে গৃহে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে গৃহে উপস্থিত হইলাম, এবং দেখিলাম যে, আমার বিবাহার্থ সমস্ত বস্তুই প্রস্তুত হইয়াছে। তখন আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, পিতামাতা আমাকে আর পাঠানুশীলনে রত থাকিতে দিবেন না, এবং আমার বিবাহ না দিয়াও ক্ষান্ত হইবেন না। তাহার পর স্থির করিলাম যে, যাহা করিলে আমাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইতে না হয়, এবম্বিধ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে।

"এইরূপ স্থির করিয়া ১৯০৩ সম্বতের একদিন সন্ধ্যাকালে সকলের অজ্ঞাতসারে সংসার পরিত্যাগ করিলাম। চারি ক্রোশ দূরস্থিত একটি পল্লিতে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় চলিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন চলিয়া পনর ক্রোশেরও অধিক পথ অতিক্রম করিলাম। যে সকল পথে সচরাচর লোক যাতায়াত করিয়া থাকে, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই সেই সকল পথে

গমন করি নাই। এইরূপ সতর্কতা সহকারে পথ-পর্য্যটন যে আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। কারণ তৃতীয় দিবসে জনৈক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার নিকট অবগত হইলাম যে, কোন পলায়িত যুবা পুরুষের উদ্দেশে কতকগুলি লোক অশ্বারোহী-সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। যাহা হউক কিছু কাল পরে একদল ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল। যতই বিতরণ করিব, পরকালে ততই সুখভোগ করিতে পাইব, এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ আমার অলঙ্কারাদি প্রার্থনা করিলেন। সুতরাং আমার নিকট যে টাকা ও স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কার সকল ছিল, আমি তৎসমস্তই তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলাম। এইরূপে যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিয়া আমি শৈলানগরে লালা-ভকতের নিকট গমন করিলাম। লালা ভকত্ একজন সাধু ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গেও আমার আলাপ হইল। আমি তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলাম; এবং গৈরিকবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধচৈতন্য নাম পরিগ্রহ করিলাম। শৈলা হইতে আহাম্মদাবাদের নিকটস্থিত কোন স্থানে গমন করিতেছি, এমত সময়ে আমার দুরদৃষ্ট-বশতঃ একজন পরিচিত বৈরাগীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। বৈরাগী আমাদিগের বাসভূমির অদূরস্থিত গ্রামবিশেষের অধিবাসী, এবং আমাদের পরিবারের সহিত সুপরিচিত। তিনি আমাকে দেখিয়া যতই বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহাকে দেখিয়া ততই বিপদাপন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। তাহার পর এইরূপ ভাবে ও এই স্থানে আগমনের কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম যে পৃথিবীর নানাস্থান পরিভ্রমণ ও দর্শন করিবার অভিপ্রায়েই আমি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি। তখন তিনি আমার এইরূপ অভিপ্রায়ের নিন্দা করিলেন, এবং আমাকে গৈরিক বসন পরিহিত দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। আমাকে কতকটা হতবুদ্ধির মত দেখিয়া বৈরাগী আমার ভবিষ্যৎ সংকল্পের বিষয় বুঝিতে পারিলেও আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, কার্ত্তিক মাসে সিদ্ধপুরে যে মেলা বসিবে, আমি তাহা দেখিবার নিমিত্তই তথায় গমন করিতেছি। ফলতঃ বৈরাগী আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইলে পর আমি অবিলম্বে সিদ্ধপুরে উপস্থিত হইলাম, এবং সাধুসন্ন্যাসী-

দিগের সহিত নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তথায় বিস্তৃত মেলাভূমির মধ্যে আমি নানাশ্রেণীস্থ সাধু, জ্ঞানী ও পরমার্থ-পরায়ণ তপস্বীদিগের সংসর্গে কতকদিন নিরাপদে অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু এক দিবস প্রাতঃকালে আমি সাধু-সজ্জনদিগের সহিত নীলকণ্ঠের মন্দিরে বসিয়া আছি, এমন সময় আমার পিতা কতিপয় সিপাহী সমভিব্যাহারে সহসা আমার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বৈরাগী যে গৃহ-প্রত্যাগত হইয়া পিতার নিকট আমার পলায়ন সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তখন সহজেই বুঝিতে পারিলাম। পিতা ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে যার পর নাই তিরস্কার করিলেন, এবং এইরূপ কার্য্য করিয়া আমি যে আমাদিগের কুলকে চিরকলঙ্কিত করিয়াছি ; তাহাই বারম্বার বলিতে লাগিলেন। তাঁহার কথার কোনরূপ প্রতিবাদ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া আমি কর-যোড় পূর্ব্বক পদতলে প্রণত হইলাম, এবং যথোচিত বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আর আমি যে কোন অসৎ ব্যক্তির অসৎ পরামর্শে পরিচালিত হইয়া এইরূপ করিয়াছি, তাহার পর তন্নি-মিত্ত অনুতপ্ত হইয়াছি, তাহাও তাঁহার নিকটে উল্লেখ করিলাম। অধিকন্তু পিতাকে বলিলাম যে, আপনার আগমন আমার পক্ষে সুবিধারই কারণ হইয়াছে। কেননা আমি গৃহ-প্রত্যাগত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমত সময়েই আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন চলুন, আমি আপ-নার সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছি। এই প্রকারে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক অপরাধ-নিস্কৃতির চেষ্টা করিলেও পিতা প্রশমিত হইলেন না। তিনি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে আমার গৈরিক বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, কমণ্ডলু ফেলিয়া দিলেন, এবং আমাকে মাতৃহন্তা বলিয়া ভৎ’সনা করিতে লাগিলেন। ফল কথা, আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত তিনি কএকজন সিপাহী নিয়োজিত করিলেন। সিপাহীগণ আমাকে বন্দীর মত দিবারাত্রি রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে পিতৃ-সঙ্কল্পের ন্যায় আমার সঙ্কল্পও অবিচলিত ছিল। সুতরাং সিপাহীদিগের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভের নিমিত্ত আমি সর্ব্বদাই সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এক দিন রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, তখন আমাকে নিদ্রাবিষ্ট বিবেচনা করিয়া আমার পরিরক্ষক সিপাহীও নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি তখন উত্তম

সুযোগ সমাগত দেখিয়া ধীরে ধীরে উত্থিত হইলাম, এবং জলপরিপূর্ণ একটি পাত্র হস্তে লইয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে প্রস্থান করিলাম। অর্দ্ধ ক্রোশেরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া একটি বহুশাখা-সমন্বিত বৃক্ষ দেখিলাম; এবং আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিবার উদ্দেশে সেই বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক একটি ঘন-পল্লবাবৃত স্থানে বসিয়া রহিলাম। উষাকাল হইলে দেখিতে পাইলাম যে, সিপাহীগণ চতুর্দ্দিকে আমার অনুসন্ধান করিতেছে। আমি সেই বৃক্ষোপরি নীরবে ও নিস্তব্ধ ভাবে সায়ংকাল পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। তাহার পর যখন অন্ধকারে চারিদিক আবৃত হইয়া আসিল, আমি তখন বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিপরীত দিকে চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে আহাম্মদাবাদ, এবং পরে বরদায় পৌছিলাম। বরদার চেতনমঠ নামক মন্দিরে ব্রহ্মানন্দ ও অপরাপর ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর সহিত বেদান্ত বিষয়ে আলোচনা হইল। আমিই যে ব্রহ্ম, এই বিষয় তাঁহারা আমাকে উত্তমরূপ বুঝাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে বেদান্ত অধ্যয়নের সময় আমি এই বিষয় কিয়দংশে বুঝিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন তাঁহাদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপ বুঝিতে পারিয়া জীব-ব্রহ্মের একত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিলাম। এই সময় একজন কাশীবাসিনী স্ত্রীলোকের নিকট সংবাদ পাইলাম যে, তথায় পণ্ডিতদিগের এক মহাসভা হইবে। এই সংবাদ পাইবামাত্র আমি কাশীধামের অভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সচ্চিদানন্দ পরমহংসের সহিত মনস্তত্ত্ব বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলাম। সচ্চিদানন্দের নিকট শুনিলাম যে, নর্ম্মদার তীরস্থিত চানোদ-কল্যাণী নামক স্থানে অনেক উন্নত-চরিত্র সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী অবস্থিতি করিয়া থাকেন। আমি তদনুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া অনেক যোগ-দীক্ষিত সাধু দেখিতে পাইলাম। ইতঃপূর্ব্বে আমি কখন যোগ-দীক্ষিত সাধু দেখি নাই। চানোদে কিয়দ্দিন অবস্থানের পর আমি পরমানন্দ পরমহংসের নিকট বেদান্তসার ও বেদান্ত-পরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমাকে রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইত। তন্নিমিত্ত আমার পাঠের পক্ষে বড়ই বিঘ্ন ঘটিত। এই কারণ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত সংকল্প করিলাম। বিশেষতঃ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক নামান্তর গ্রহণ করিলে আমি আমার পরিচয়-সম্পর্কেও নিরাপদ হইতে পারিব। এই সকল বিবেচনা পূর্ব্বক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট হওয়াই আমার

পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির করিলাম। তৎকালে চানোদের অদূরস্থিত একটি জঙ্গল মধ্যে দাক্ষিণাত্য হইতে দুই জন সাধু সমাগত হইলেন। সাধুদ্বয়ের এক জন স্বামী, এবং অন্য জন ব্রহ্মচারী। তাঁহারা শৃঙ্গগিরির মঠ হইতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। সাধুদ্বয়ের অন্যতর পূর্ণানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত। এক জন পরিচিত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত সমভিব্যাহারে আমি তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলাম। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত তাঁহাদিগের নিকট আমার সন্ন্যাস-সংকল্প জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমাকে দীক্ষিত করিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্ণানন্দ সমভিব্যাহারী পণ্ডিতের কথায় আপত্তি উথাপন পূর্ব্বক বলিলেন যে, দীক্ষার্থীর বয়স অনধিক,—বিশেষতঃ আমি মহারাষ্ট্রীয়,—কোন গুজরাটী সন্ন্যাসীর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ তাঁহার পক্ষে বিধেয়। তদুত্তরে আমার সঙ্গী বলিলেন যে, মহারাষ্ট্রদেশীয় সন্ন্যাসিগণ গৌড়দিগকেও দীক্ষিত করিতে পারেন। যাহা হউক এইরূপ আপত্তি বা অসম্মতির পর পরিশেষে পূর্ণানন্দ সরস্বতীর সমীপেই আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নামে প্রখ্যাত হইলাম। দীক্ষা-কার্য্য সমাপ্তির পর সাধু দুই জন দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। আমিও চানোদে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ব্যাসাশ্রমে আগমন করিলাম। ব্যাসাশ্রমে যোগানন্দ নামে একজন যোগবিদ্যা-বিশারদ সাধু থাকিতেন। আমি তাঁহার নিকট শিক্ষার্থীরূপে কিছুদিন থাকিয়া তৎপরে কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলাম। কৃষ্ণ শাস্ত্রীর সমীপে ব্যাকরণ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক পুনরায় চানোদে আসিলাম। চানোদে জোয়ালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরি নামে দুই জন সাধু ছিলেন। আমি সেই পুরী ও গিরির সহিত যোগালাপ ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে সাধু দুই জন চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাওয়ার এক মাস পরে আমিও তাঁহাদিগের নির্দ্দেশানুরূপ আহাম্মদাবাদের নিকটস্থ দুগ্ধেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলাম। তথায় পুনরায় তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। আমি তথায় তাঁহাদিগের নিকট যোগবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিলাম। বলিতে কি, যোগশিক্ষা-বিষয়ে আমি সেই সাধুদ্বয়ের নিকট বিশিষ্টরূপ ঋণী আছি। তাহার পর রাজপুতনার অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে গমন করিলাম। কারণ শুনিয়াছিলাম যে, সেই স্থানে সিদ্ধ-মহাপুরুষগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন। আবু হইতে ১৯১১

সম্বতে হরিদ্বারের কুম্ভে উপস্থিত হইলাম। কুম্ভে শত শত সাধু-তপস্বীর সমাগম দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। কুম্ভের মেলা যত দিন ছিল, আমি তত দিন সমীপবর্ত্তী কোন জঙ্গলাবৃত নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিয়া যোগাভ্যাস করিতাম। মেলা ভঙ্গ হইলে পর হৃষীকেশে গমন পূর্ব্বক সাধুদিগের সহিত কখন যোগালাপে, কখন বা যোগাভ্যাসে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। তথায় জনৈক ব্রহ্মচারী ও পার্ব্বত্য প্রদেশীয় দুই জন উদাসীনের সহিত পরিচয় হইলে পর আমরা চারি জনে টেহিরিতে আসিলাম। টেহিরিতে কতকগুলি সাধু ও রাজ-পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহাদিগের ভিতর এক জন আমাদিগকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি ও ব্রহ্মচারী প্রেরিত লোকের সমভিব্যাহারে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার আলয়ে পৌঁছিলাম। কিন্তু গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলাম যে, জনৈক ব্রাহ্মণ মাংস-কর্ত্তন করিতেছেন। গৃহাভ্যন্তরে কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলাম যে, এক স্থানে কতকগুলি পণ্ডিত স্তূপীকৃত পশু-মাংস ও পশুমুণ্ড লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া আমার অন্তরে অত্যন্ত ঘৃণার উদ্দীপন হইল। সুতরাং গৃহস্বামী কর্ত্তৃক সাদরে আহূত হইলেও আমি তাঁহাকে দুই একটি কথা বলিয়াই সত্বর চলিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই মাংসভুক্ পণ্ডিত আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আপনার আহারার্থই মাংসাদির আয়োজন হইয়াছে, ইত্যাদি বলিয়া আমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন আমি বলিলাম যে, মাংস-ভোজন দূরে থাকুক, মাংস দেখিলেও আমার মনে অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হয়। অতএব আপনি যদি আহারের নিমিত্ত একান্ত অনুরোধ করেন, তাহা হইলে আমাকে কিছু ফলমূল পাঠাইয়া দিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে, নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তাহাই করিলেন।

"তথায় কোনরূপ গ্রন্থের অনুসন্ধান করিলে পূর্ব্বোক্ত রাজ-পণ্ডিত বলিলেন যে, এখানে ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারে। আমি ইহার পূর্ব্বে কখন তন্ত্র দেখি নাই। এই কারণ কতকগুলি তন্ত্রের গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তন্ত্রের মধ্যে পরদারাভিগমন, এমন কি মাতৃ-গমন, দুহিতৃ-গমন ও নগ্নিকা-সাধন প্রভৃতি নিতান্ত ঘৃণিতাচারের অনুমোদন, এবং মদ্য-মাংসাদি ভোজনের বৈধতা প্রতিপাদন

দেখিয়া যার পর নাই বিরক্ত হইলাম। এতদ্ভিন্ন সেই সকল গ্রন্থে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে রাশি রাশি ভ্রান্তিও দেখিতে পাইলাম। অধিকন্তু সেই সকল জুগুপ্সিত কার্য্য ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাহার পর টেহিরি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনগরে আসিলাম। শ্রীনগরে কেদারঘাটের একটি মন্দিরে কিছুদিন অবস্থান করিলাম। তথাকার পণ্ডিতদিগের সহিত বিতর্ক উপস্থিত হইলেই আমি তন্ত্রের কথা তুলিয়া তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতাম। তথায় গঙ্গাগিরি নামক জনৈক সাধুর সহিত আমার আলাপ ও বন্ধুতা ঘটিল। তাঁহার সহিত আমার সম্মিলন উভয়ের পক্ষেই হিতকর হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ আমি এতদূর আকৃষ্ট হইলাম যে, তাঁহার সঙ্গে দুই মাসেরও অধিক অতিবাহিত করিলাম। কেদারঘাট হইতে রুদ্রপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া অগস্ত্যমুনির আশ্রমে আসিলাম। তদনন্তর শিবপুরী নামক পর্ব্বত-শৃঙ্গে শীত চারি মাস যাপন করিলাম। শিবপুরী হইতে কেদারঘাট হইয়া গুপ্তকাশীতে আসিলাম। তথায় কএক দিন অবস্থান করিয়া ত্রিযুগিনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড ও ভীমগোপা প্রভৃতি দর্শন পূর্ব্বক আবার কেদারঘাটে উপস্থিত হইলাম। কেদারঘাট একটি অতি রমণীয় স্থান। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মচারী ও উদাসীনদ্বয় প্রত্যাগত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তথায় কতকগুলি জঙ্গম সম্প্রদায়-নিবিষ্ট সাধুর সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। যাহা হউক সিদ্ধ-মহাপুরুষদিগের অনুসন্ধানার্থ আমি চতুর্দ্দিকের তুষারাবৃত শৈলমালা পরিভ্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। কিন্তু দুরন্ত হিম ও সঙ্কটময় পার্ব্বতীয় পথের বিষয় চিন্তা করিয়া মহাপুরুষদিগের সন্ধান সম্বন্ধে প্রথমতঃ তৎপ্রদেশবাসী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই আমাকে অজ্ঞ ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। ফলতঃ এই প্রকারে প্রায় বিংশতি দিবস কাল বৃথা পর্য্যটন করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম, এবং প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তুঙ্গনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম। তথায় একটি মন্দিরের ভিতর বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি ও পুরোহিত দেখিয়া সেই দিনেই শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিলাম। অবতরণ-কালে আমার সম্মুখে দুইটি পথ দেখিতে পাইলাম। তাহার একটি পশ্চিম দিকে, এবং অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়াছে। আমি

কোনরূপ বিবেচনা না করিয়া জঙ্গলাভিমুখীন পথটি অবলম্বন করিলাম। সেই পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ একটি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। জঙ্গলের স্থানে স্থানে বারি-বিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী, এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপে নিবিড় বনমধ্যে পতিত হইয়া উচ্চতর পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিব, কি নিম্নে অবতরণ করিব, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে পর্ব্বতোপরি আরোহণ, বিশেষ বিঘ্ন-সঙ্কুল বিবেচনা করিয়া তৃণ-লতা ও গুল্ম সকল দৃঢ়রূপে আকর্ষণ পূর্ব্বক আমি একটি বারি-বিহীন তটিনীর অপেক্ষাকৃত উচ্চ তটে আসিয়া উপনীত হইলাম। তাহার পর এক শিলাখণ্ডের উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইলাম, এবং চতুর্দ্দিকে কেবল উচ্চ উচ্চ প্রস্তরখণ্ড ও অবিশ্রান্ত অরণ্য দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক, কণ্টকাঘাতে আমার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত এবং পদদ্বয় একরূপ চলচ্ছক্তি-বিরহিত হইলেও আমি সেই বনভূমি অতিক্রম করিবার নিমিত্ত পুনরায় অগ্রসর হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে এক পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া পথের সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম। নিকটে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ পর্ণকুটীর ছিল। আমি সেই পর্ণকুটীরের অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা বলিল যে, সেই পথ অখিমঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তখন অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইলেও আমি কোনরূপেই সেই পথ পরিত্যাগ না করিয়া ক্রমশঃ চলিতে লাগিলাম; এবং অবশেষে অখিমঠে উপনীত হইয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে গুপ্তকাশীতে পুনরায় আসিলাম, এবং তথা হইতে আবার অখিমঠে আগমন পূর্ব্বক তথাকার মোহন্তের সহিত আলাপ করিলাম। শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মোহন্ত আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহার অবিদ্যমানে মোহন্ত-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিপতি হইতে পারিব, এইরূপ প্রলোভন-সূচক প্রস্তাবও উপস্থিত করিলেন। তদুত্তরে আমি সরল ভাবেই বলিলাম যে, সম্পদ বা সাংসারিকতার প্রতি আমার অনুরাগ নাই। তাহা থাকিলে আমি কখনই গৃহ-পরিত্যাগ করিয়া আসিতাম না। কারণ আমার পিতৃ-সম্পত্তি আপনার যাবতীয় মঠ-সম্পত্তি অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। আমি সম্পত্তি-সুখ উপভোগের নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করি নাই। কিন্তু যে নিগূঢ় জ্ঞান উপার্জ্জিত হইলে

না পাইয়া সেই শবের সঙ্গেই সেই গ্রন্থখানিও খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীবক্ষে নিক্ষেপ করিলাম। সেই অবধি বেদ, উপনিষদ্, পাতঞ্জল ও সাংখ্য ভিন্ন অপরাপর যে সকল গ্রন্থে যোগের কথা উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়কেই মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। এই ঘটনার পর গঙ্গাতটে কিছুকাল ক্ষেপণ করিয়া ফরক্কাবাদে আসিলাম, এবং তথা হইতে ১৯১২ সম্বতে কানপুরে উপস্থিত হইলাম। তদনন্তর এলাহাবাদ ও মৃজাপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কাশীধামে পৌছিলাম। তথায় গঙ্গা-বরুণার সঙ্গম স্থলে একটি গুহার ভিতর অবস্থিতি পূর্ব্বক তথাকার রাজারাম শাস্ত্রী ও কাকারাম শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের সহিত পরিচিত হইলাম। কাশী হইতে চণ্ডালগড়ে আসিলাম। আমি তখন যোগানুশীলনে অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিতাম বলিয়া অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এবং কেবল দুগ্ধপান করিয়াই দেহ-ধারণ করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমি তখন সিদ্ধিপানে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক চণ্ডালগড়ের নিকটস্থ কোন পল্লির এক শিবালয়ে এক দিন রাত্রি যাপনার্থ উপস্থিত হইলাম। সিদ্ধিপান-জনিত মাদকতা বশতঃ তথায় প্রগাঢ় রূপে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আমার বিবাহ সম্পর্কে পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের কথোপকথন হইতেছে, এইরূপ একটি স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া জাগ্রত হইলাম। তখন বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সুতরাং মন্দিরের বারান্দায় প্রবিষ্ট হইলাম। তথায় বৃষদেবতা নন্দীর একটি প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি ছিল। আমার পুস্তকাদি নন্দী-মূর্ত্তির পৃষ্ঠে রাখিয়া তাহার পশ্চাতে উপবিষ্ট হইলাম। সহসা নন্দী-মূর্ত্তির অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করায় বোধ হইল যে, তাহার মধ্যে একজন মনুষ্য বসিয়া রহিয়াছে। আমি তাহার দিকে হস্ত-প্রসারণ করিবামাত্র সেই ব্যাক্তি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিল। আমি তখন সেই শূন্যগর্ভ মূর্ত্তির ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া অবশিষ্ট রাত্রি নিদ্রিত রহিলাম। প্রাতঃকালে একজন বৃদ্ধা বৃষদেবতার পূজার্থ উপস্থিত হইল। আমি তখন বৃষদেবতার অভ্যন্তরেই বসিয়া আছি। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা রমণী দধি ও গুড় লইয়া উপস্থিত হইল, এবং আমাকেই বৃষদেবতা বিবেচনা পূর্ব্বক আনীত গুড় ও দধি আমার সম্মুখে রাখিল। আমিও তখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং তাহার সমস্তই আহার করিয়া ফেলিলাম। বিশেষতঃ অম্লরস-বিশিষ্ট দধিপানে সিদ্ধির মাদকতাও

তিরোহিত হইল। আমি তাহার পর, যে স্থল হইতে নর্ম্মদা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সেই স্থল দেখিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলাম। পথে অনেক বন-জঙ্গল ভেদ করিতে হইল, এক স্থানে বন্য-বরাহ আসিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার গর্জ্জনে সমীপবর্ত্তী লোকেরা আমার রক্ষার্থ উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি বরাহ-আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। পাছে আমি অরণ্যের মধ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক কবলিত হই, তন্নিমিত্ত তাহারা প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিল। কিন্তু তাহা না শুনিয়া আমি ক্রমশঃ অগ্রসর হইলাম। স্থানে স্থানে হস্তী-উৎপাটিত বৃক্ষ সকল দেখিলাম, এক স্থানে কণ্টকাঘাতে দেহের নানা স্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আবৃত হইতে লাগিল। আমি তখন অদূরে আলোক প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া মনুষ্য-নিবাসের নিদর্শন পাইলাম, এবং আলোকাভিমুখে গমন করিতে করিতে কতকগুলি পর্ণ-কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলাম। তথায় একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ছিল। আমি তাহার জলে ক্ষত স্থানাদি প্রক্ষালিত করিয়া একটি বিশাল বৃক্ষের তলদেশে উপবিষ্ট হইলাম। তথাকার লোক সকল আমার নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহার পর আমার আহারার্থ দুগ্ধ আনয়ন ও সমস্ত রাত্রি রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক যার পর নাই আতিথেয়তার পরিচয় প্রদান করিল। আমি তাহাদিগের আতিথেয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া প্রগাঢ় রূপে নিদ্রিত হইলাম। প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিলাম, এবং তদনন্তর ভবিষ্যতের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।" †

---

† উপরি-উল্লিখিত অংশটি ১৮৭৯ এবং ১৮৮০ সালের "থিওসফিষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এমন কি "থিওসফিষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার জন্যই উহা স্বয়ং দয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত, এবং পরে ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তাঁহার আত্ম-চরিত যে "থিওসফিষ্ট" পত্রিকায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা তাঁহার লিখিত একখানি পত্রেই বুঝিতে পারা যায়। The Theosophist. 1880, April, P 190. যাহা হউক আমরা এই স্থলে "থিওসফিষ্ট" হইতে অনুবাদিত করিয়াই প্রকাশিত করিলাম। এই স্থলেও ভাষা অপেক্ষা ভাবের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়াই অনুবাদ করা হইয়াছে। ফরাক্কাবাদ হইতে প্রকাশিত ভারত-সুদশা-প্রবর্ত্তক নামক

হিন্দি পত্রিকায় দয়ানন্দের নিজ-কথিত আত্মচরিতের কিয়দংশ মুদ্রিত হয়। সেই মুদ্রিতাংশ "শ্রীযুত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী জী মহারাজ কী কুছ্ দিনচর্য্যা" নামক পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা অনুবাদ করিবার সময় কোন কোন বিষয়ে সেই পুস্তিকার সহিত তুলনায় আলোচনাও করিয়াছি। দয়ানন্দের প্রথমবার-কথিত আত্মচরিতের সঙ্গে দ্বিতীয়বার-কথিত আত্মচরিতের কোন কোন অংশে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। বিশেষতঃ কোন কোন ঘটনার পূর্ব্বাপরতা সম্বন্ধেও কিছু কিছু পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও এইরূপ পার্থক্যে মূল বিষয়ের কিছুই হানি হয় না।

# দয়ানন্দ-চরিত।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম—জন্মকাল,—পিতামাতা,—বাল্যশিক্ষা,—মূর্ত্তিপূজার প্রতি অবিশ্বাস,—
মৃত্যুচিন্তা,—বিষয়-বিতৃষ্ণা,—গৃহ-নিষ্ক্রমণ।

দয়ানন্দ সরস্বতী এক জন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কখন আপনার আশ্রমনীতি অতিক্রম করিয়া চলেন না। তন্নিমিত্ত দয়ানন্দ আত্ম-পরিচয়-সম্পর্কে নিজের নামাদি না বলিয়া নির্ব্বাক হইয়া থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার,—কিংবা তাঁহার পিতামাতার নামাদি বিষয়ে কিছুমাত্র জানিবার সম্ভাবনা নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন, দয়ানন্দের আদি নাম মূলশঙ্কর। এইরূপ উক্তি অমূলক হইবার কোন কারণ নাই। অধিকন্তু দয়ানন্দের পিতা যেরূপ শিবপরায়ণ ছিলেন, এবং তাঁহার শঙ্করনিষ্ঠা ও শঙ্করপ্রিয়তা যেরূপ প্রবলা ছিল; তাহাতে আপনার পুত্রকে শঙ্কর বা শঙ্কর-সংসৃষ্ট কোন নামে অভিহিত করা কিছুমাত্র অসম্ভাবিত নহে। তবে এই বিষয়ে যখন কোন স্পষ্টতর প্রমাণ নাই, তখন আমরা তাঁহাকে দয়ানন্দ সরস্বতী নামেই পরিচিত বা প্রখ্যাত করিলাম।

দয়ানন্দের জন্মভূমি মর্ভি নগর। উহা মর্ভি রাজ্যের প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত। মর্ভি রাজ্য গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবার প্রদেশে অবস্থিত। দয়ানন্দ বলিয়াছেন,—"আমি মর্ভিতে জন্মগ্রহণ করি, মর্ভি একটি নগর,—উহা ক্রগান্দ্রা রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী।" স্থলান্তরে বলিয়াছেন,—"কাটিবার প্রদেশে মর্ভি রাজার অন্তর্গত কোন নগরে * * * আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" এই দুই প্রকার উক্তির মধ্যে অংশতঃ কিছু পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ কোন বিরোধ

নাই। যাহা হউক মর্ভি নগর দ্রুগান্দ্রা রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী কি না বলিতে পারি না। তবে দয়ানন্দ যে পল্লিবিশেষে * জন্ম-পরিগ্রহ করেন নাই,—পক্ষান্তরে নগরবিশেষেই যে তাঁহার জন্ম হয়,—এবং সেই নগর যে মর্ভি নগর, † তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

দয়ানন্দ যে সময়ে জন্ম-পরিগ্রহ করেন, সে সময় ভারতভূমি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তখন ভারতভূমির অভ্যন্তর নানাপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহে বিপ্লবিত। তখন ইংরাজের বিজয়িনী শক্তির সহিত মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি সকল সংঘর্ষিত হইতেছিল। সিন্ধিয়া ও পেশবার অপরিমিত পরাক্রম পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল,—এবং তাহার কিছু পূর্ব্বেই রাজপুত জাতির বিশ্ব-বিশ্রুত বীরগরিমা অতীতের অবসাদময় অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছিল। কি রাজস্থানে, কি মহারাষ্ট্রে, অথবা কি পঞ্চনদে প্রায় সর্ব্বত্রই তখন ইংরাজ-মহিমা প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। তৎকালে লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতভূমির সিংহাসনারূঢ় হইয়া ভাগ্যচক্র বিঘূর্ণিত করিতছিলেন। তাঁহার অমোঘ আদেশে বিজয়িনী ব্রিটিস সেনাগণ ব্রহ্মদেশ বিধ্বস্ত করিতেছিল, এবং ভরতপুরের ইতিহাস-কীর্ত্তিত দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক আপনাদের বীরমদে আপনারাই উন্মত্ত হইতেছিল। তখন দেশমধ্যে শান্তি সূচিত হইয়াছিল বটে,—কিন্তু সংস্থাপিত হয় নাই। এই কারণ অধিবাসিবর্গ অনেক সময় আতঙ্কিত চিত্তে কালাতিপাত করিতেছিল। বিশেষতঃ ঠগী নামক নরঘাতকদিগের অত্যাচারে দেশের সর্ব্বত্র কাঁপিয়া

---

* আর্য্যসিদ্ধান্ত-সম্পাদক পণ্ডিত ভীমসেন শর্ম্মা, গুজরাটদেশীয় কোন ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছেন যে, মর্ভি রাজ্যের অন্তর্গত টঙ্কার নামক গ্রামে দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই কথা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু দয়ানন্দের জন্মস্থান যে নগরবিশেষ, তাহা তৎকথিত আত্মচরিত-প্রসঙ্গে একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে।

† মর্ভি নগর মাছু নাম্নী নদীর তীরে অবস্থিত। মাছু নদী মর্ভি হইতে উত্তরবাহিনী হইয়া এগার ক্রোশ দূরে কচ্ছ উপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নগর রাজকোট হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী। মর্ভিরাজ্য কাটিবারের হালার নামক বিভাগের অন্তর্গত। এই রাজ্যের পরিমাণ ফল ৮২১ বর্গ মাইল। মর্ভির রাজা কচ্ছপতি রাও-এর বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন বরদার গাইকোয়ার ও জুনাগড়ের নবাবকেও মর্ভিরাজ কর প্রদান করিয়া থাকেন। Imperial Gazetteer, Vol IX P 518—19.

উঠিতেছিল। সে সময়ের সামাজিক অবস্থাও শোচনীয়। সমাজ-ভূমি বিবিধ প্রকার আবর্জ্জনায় সমাবৃত ছিল;—অধিক কি ভারতের চিতাসমূহে শত শত অবলার জীবন্ত দেহ পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে লোকশিক্ষা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে রাজা প্রজা-শিক্ষার আবশ্যকতা বিশিষ্টরূপে অনুভব পূর্ব্বক তাহার প্রকার ও প্রণালীর বিষয়ে সুধী-সমাজের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। তৎকালে খৃষ্ট-ধর্ম্মের দুই একটি আলোক-রেখা ভারতভূমির উপর অল্পে অল্পে পাতিত হইতেছিল। এক দল প্রখ্যাত-নামা প্রচারক আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিবার উদ্দেশে বদ্ধ-পরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাগীরথীর পবিত্র তটে আপনাদিগের প্রচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতি অবিরত অস্ত্রক্ষেপ করিতেছিলেন। অধিকন্তু তখন অপধর্ম্ম ও অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে ভারতের চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ সেই গাঢ় অন্ধকারের ভিতর আত্মবিস্মৃত হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল! কেবল এক জন মাত্র ব্রাহ্মণ-সন্তান বঙ্গভূমির এক প্রান্তে জাগ্রত হইয়া ব্রহ্মবাদের বিজয়ভেরী বারম্বার নিনাদিত করিতেছিলেন। তাঁহার ভেরী-নিনাদে ভারত জাগিতেছিল বটে, কিন্তু সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি সহসা যেমন আত্ম-অবস্থা অবধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ ভারতভূমিও আত্ম-অবস্থা অবধারণ করিতে পারিতেছিল না। এমত সময়ে মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী সম্বতের ১৮৮১ অব্দে,—অথবা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এক উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইলেন।* অব্দ ভিন্ন তাঁহার জন্মকাল বিষয়ে আমরা মাস তারিখ বা তিথি সম্পর্কে কোনরূপ নিদর্শন পাই নাই।

---

* অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর তৎপ্রণীত জীবনীমালা বিষয়ক গ্রন্থে দয়ানন্দের জন্মকাল ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। অথচ তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উনষাট বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তরিত হয়েন, এই কথাও লিখিয়াছেন। উনষাট বৎসরের সময় মৃত্যুকাল ধরিলে, জন্মকাল ১৮২৭ না হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দই হইয়া থাকে। সুতরাং ম্যাক্সমূলর মহোদয় পরোক্ষভাবে নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি স্বীয় প্রস্তাবে দয়ানন্দের নিজ-লিখিত আত্মচরিত হইতে অনেক অংশই উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু যে অংশে তাঁহার জন্মকাল উল্লিখিত আছে, সেই অংশটিই অনুদ্ধৃত রাখিয়াছেন। Max-Muller's Biographical Essays, P. 167 and 180. ম্যাক্সমূলর দয়ানন্দ

দয়ানন্দের পিতা একজন বিশিষ্ট শিবোপাসক ছিলেন। এমন কি তিনি শিবোপাসনাকেই সার ও সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। ফলতঃ বিপুল সম্পত্তি ও বিস্তৃত পরিবারের অধিস্বামী হইয়া তিনি ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ নিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন, সেরূপ নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই হেতু শঙ্করের উদ্দেশে বার-ব্রত অর্চ্চনা-উপবাস যাহা কিছু অনুষ্ঠিতব্য; তিনি তৎসমস্তই তন্ন তন্ন রূপে অনুষ্ঠিত করিয়া চলিতেন। কেবল নিজে চলি-তেন না,—তদর্থ অপরকেও অনুরোধ করিতেন। যে স্থলে শিবপুরাণ পঠিত হইত, যথায় শিবোপাখ্যান আলোচিত হইত, কিংবা যে স্থানে শিবসংক্রান্ত কোন সদনুষ্ঠানের সূচনা হইত, তিনি সেই স্থানেই শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে গমন পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ বা দর্শন করিয়া যার পর নাই পুলকিত হইতেন। পিতৃ-প্রকৃতির এইরূপ প্রগাঢ় ও অকৃত্রিম ধর্ম্মনিষ্ঠা যে, পুত্র দয়ানন্দে বিনিবেশিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? কেবল অকৃত্রিম ধর্ম্মনিষ্ঠার নিমিত্তই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তিনি একজন অবিচলিত-চিত্ত ব্যক্তিও ছিলেন। দয়ানন্দের জননী যখনই পুত্রের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা করিয়া প্রতিদিন শিব-পূজার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেন, পিতা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদার্থ অগ্রসর হইতেন। এই সম্বন্ধে সহধর্ম্মিণী পুনঃ পুনঃ আপত্তি উত্থাপিত করিলেও তিনি তাহার প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন,—বিশে-ষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠেয় বলিয়া অবধারিত করিয়া রাখিতেন, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত প্রিয়তম পুত্রের প্রতি কঠোরতম আদেশ প্রদান করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহা পিতৃ-চরিত্রের পক্ষে সামান্য দৃঢ়-চিত্ততার পরিচয় নহে। যাহা হউক পিতৃ-প্রকৃতির এইরূপ দৃঢ়-চিত্ততা পুত্র-প্রকৃতিতে সংক্রামিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদিগের মনে হয়।

মাতৃ-প্রকৃতি সম্বন্ধে দয়ানন্দ কোন কথাই বলিয়া যান নাই। তবে কার্য্যকারণ-সূত্রে যতটুকু অনুমিত হয়, তাহাতে তাঁহার জননী একজন

---

সরস্বতীর মৃত্যুর পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের সম্ভবতঃ জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে, বিলাতের "পালম্যাল গেজেট" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে তাঁহার বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। বোধ হয় উপরি-উল্লিখিত গ্রন্থে সেই প্রবন্ধই পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

যার পর নাই কোমল-হৃদয়া কামিনী ছিলেন বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে। শিবরাত্রির ব্রতভঙ্গ করিয়া দয়ানন্দ যখন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন তিরস্কার দূরে থাকুক, জননী একান্ত প্রীতির সহিত তাঁহাকে আহার করাইলেন। অধিক কি, ব্রতভঙ্গরূপ অপরাধের নিমিত্ত পাছে প্রাণপ্রিয় পুত্র পিতার নিকট তিরস্কৃত বা দণ্ডিত হয়, তন্নিমিত্ত তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে কেমন সতর্ক করিয়া দিলেন! বলিতে কি, তিনি দয়ানন্দের দেহাসুখ আশঙ্কা করিয়াই শিবারাধনা সম্বন্ধে স্বীয় ভর্ত্তার সহিত বিরোধ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। এই সকল করুণ-হৃদয়তার অনুপম নিদর্শন বলিতে হইবে। সিদ্ধপুরের মেলাভূমি মধ্যে দয়ানন্দ যখন পিতৃ-হস্তে ধৃত হইলেন, তখন তিরস্কার-সূচক অপরাপর কথার ভিতরে তিনি তাঁহাকে "মাতৃহন্তা" বলিয়াও অভিহিত করিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার বিরহে জননী যার পর নাই ব্যথিতা,—এমন কি মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মাতৃ-প্রকৃতি যে কিরূপ করুণ-রসাভিষিক্ত ছিল, তাহা আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। দয়ানন্দের চরিত্রেও তাঁহার মাতৃ-প্রকৃতির অনুকৃতি ছিল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অথবা তর্কশাস্ত্র-বিশারদ তার্কিক হইলেও দয়ানন্দ কর্কশ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রকৃতি এরূপ সুমধুর ও আচরণ এরূপ সরস ছিল যে, যিনি তাঁহার সহিত পরিচয়-সূত্রে একবার নিবদ্ধ হইতেন, তিনি কখনও তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন না।

দয়ানন্দের শিক্ষাকার্য্য কৌলিক পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হইল। তিনি কিঞ্চিদূন পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বর্ণশিক্ষা পূর্ব্বক বেদের বহুসংখ্যক মন্ত্র ও বেদভাষ্যের বহুতর অংশ অভ্যস্ত করিলেন। অষ্টম বৎসরে তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল। তদনন্তর রুদ্রাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উদীচ্য ব্রাহ্মণগণ সামবেদান্তর্গত হইলেও দয়ানন্দকে যজুর্ব্বেদ পাঠ করিতে হইল। কেন হইল তাহা বলিতে পারি না। দয়ানন্দ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক না হইতেই ব্যাকরণ, শব্দরূপাবলী, সমগ্র যজুর্ব্বেদ এবং অপরাপর বেদের বহুতর অংশ শিক্ষা পূর্ব্বক পাঠকার্য্য একরূপ সমাপ্ত করিলেন। এরূপ হইতে পারে যে, তাঁহাদিগের বংশীয় বালকগণ সচরাচর ঐ পর্য্যন্ত পড়িয়াই পাঠ-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিত।

যাহা হউক দয়ানন্দের অধ্যয়ন তখনও শেষ হইল না। পক্ষান্তরে তিনি আপনার পাঠ্য বিষয় অধিকতর প্রসারিত করিয়া লইলেন, এবং নিরুক্ত, নিঘণ্টু ও পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কাশীধামে যাইয়া অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছাও তাঁহার মনে উদিত হইল। কাশীধাম সংস্কৃতশিক্ষার কেন্দ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্নিমিত্ত বঙ্গ, বিহার, দ্রাবিড়, পঞ্জাব ও গুজরাট প্রভৃতি নানা প্রদেশবাসী বিদ্যার্থিগণ তথায় সমাগত হইয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় বিদ্যাভিলাষীর কর্ণে কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ডের নাম যেরূপ চিত্তাকর্ষক, সংস্কৃত বিদ্যাভিলাষীর কর্ণে কাশীধামের নামও সেইরূপ চিত্তহারক। কাশীতে যাইয়া ব্যাকরণ পাঠ পরিসমাপ্ত ও উত্তমরূপে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করাই দয়ানন্দের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু মাতার একান্ত আপত্তি বশতই তাঁহার সেই অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না। পাঠ-ব্যবস্থা অভিলাষানুরূপ না হইলে অনেক বিদ্যার্থীই বিদ্যোপার্জ্জনে বীতস্পৃহ হইয়া থাকেন। কিন্তু দয়ানন্দ তাহা হইলেন না। প্রত্যুত পিতামাতার সম্মতি লইয়া নিকটস্থ পল্লিবাসী কোন পূর্ব্ব-পরিচিত প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট গমন করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তথায় তিনি অধিক দিন অধ্যয়ন করিতে পাইলেন না। কারণ কিছু দিন পরে পিতৃ-আদেশে তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহার পর তিনি যত দিন গৃহে ছিলেন, তত দিন কোন অধ্যাপক বা শাস্ত্রী-সমীপে তাঁহার অধ্যয়ন আর ঘটিয়া উঠে নাই। ফলতঃ আমরা পাঠ-সম্পর্কে দয়ানন্দের প্রখরা বুদ্ধি ও প্রোজ্জলা স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইতেছি। বিশেষতঃ এই বিষয়ে তিনি যে একান্ত নিষ্ঠা-পরায়ণ ছিলেন, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। পাঠাদি বিষয়ে নিষ্ঠা বা প্রগাঢ় অনুরাগ না থাকিলে, কি প্রখরা বুদ্ধি কি প্রোজ্জলা স্মৃতি কিছুই কোন কার্য্যকর হয় না। আবার প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানপিপাসু না হইলে অধ্যয়নাদি বিষয়ে কি নিষ্ঠা কি অনুরাগ কিছুই জন্মাইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে দয়ানন্দ একজন জ্ঞান-পিপাসু বালক ছিলেন,—এবং ছিলেন বলিয়াই তিনি এক-বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের ভিতর ব্যাকরণ নিরুক্ত, নিঘণ্টু, পূর্ব্বমীমাংসা ও যজুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

একটি ঘটনায় দয়ানন্দের স্বাভাবিক জ্ঞানপিপাসা আরও প্রবলা হইয়া উঠিল।

সেই ঘটনাটি দয়ানন্দ-চরিত্রের অন্যতম বিশিষ্ট ঘটনা। সেই ঘটনাটি দয়ানন্দের জীবন, দয়ানন্দের কীর্ত্তি এবং দয়ানন্দের নামের সহিত কালের অনন্ত সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া থাকিবে। সেই ঘটনাটি বুদ্ধের শব-দর্শনের ন্যায়, লুথরের বাইবেল-পাঠের ন্যায় এবং চৈতন্যের সহিত ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাতের ন্যায় দয়ানন্দের সমক্ষে অভিনব প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। রজনী যখন ঘোরা দ্বিপ্রহরা হইয়া উঠিল, যখন শিব-সাধকগণ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে নিদ্রিত হইয়া পড়িল, তখন শিবরাত্রির ব্রতধারী দয়ানন্দ একাকী বসিয়া চিন্তা করিলেন,—"আমার পুরোবর্ত্তী বৃষ-বাহন পুরুষ;—যিনি বিচরণ করেন, ভোজন করেন, নিদ্রিত হয়েন, পান করেন, হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিতে পারেন, ডম্বরু বাদন করেন এবং মনুষ্যকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে; তিনিই কি এই মহাদেব? ইনিই কি সেই পুরাণ-কথিত কৈলাসপতি পরমেশ্বর?" তিনি এই চিন্তায় যার পর নাই বিচলিত হইয়া পরিশেষে পিতার নিদ্রাভঙ্গ পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন,—"তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?" দয়ানন্দ বলিলেন,—"এই মূর্ত্তিই যদি সর্ব্ব-শক্তিমান্ জীবন্ত পরমেশ্বর হয়েন, তাহা হইলে ইনি আপনার গাত্রোপরি মূষিক সকল সঞ্চরণ করিতে দেখিয়াও, এবং মূষিক-স্পর্শ নিমিত্ত অপবিত্র-দেহ হইয়াও কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেছেন না কেন?" তদুত্তরে পিতা যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার সংশয় বিদূরিত না হইয়া বর্দ্ধিতই হইল। ফলতঃ তিনি সংশয়-তিমিরাবৃত চিত্তে শিবমন্দির হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সেই ঘটনা প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায়, দরিদ্র জনের ধন প্রাপ্তির ন্যায়, অথবা প্রিয়-বিচ্ছেদ জনিত মনস্তাপের ন্যায় তাঁহার অন্তরে চিরদিন সম্বদ্ধ হইয়া রহিল। অধিকন্তু তাহা তাঁহার হৃদয়ে দিন দিন নূতনতর আলোক বিকিরণ করিতে লাগিল। প্রতিহত না হইলে যেমন প্রবাহিনীর গতি প্রবলা হয় না, বাধিত না হইলে যেমন মনুষ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্প্রসারিত হইতে পারে না, সেইরূপ মানবচিত্তে সন্দেহের রেখাপাত না হইলে মনুষ্যের জ্ঞান-পিপাসা বা অনুসন্ধিৎসা সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠে না। বলিতে কি, মূর্ত্তি-পূজার প্রতি সংশয়রূপ শলাকা দয়ানন্দের চিত্তে সম্বিদ্ধ থাকিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষুকে অধিকতর উন্মীলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই সূত্রে আমরা তাঁহার আর একটি মহত্ত্বের

পরিচয় পাইতেছি। সেটি তাঁহার অনুপম কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতা। যে অনুপম কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতা উত্তরকালে দয়ানন্দকে একজন অসাধারণ ধর্ম্মবীর বলিয়া প্রথিত করিয়াছিল, আমরা বাল্যচরিত্রেই তাহার নিদর্শন দর্শন করিতেছি। যতক্ষণ সেই পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তিকেই মহাদেব বলিয়া দয়ানন্দের ধারণা ছিল, তিনি ততক্ষণ তদুদ্দেশে ব্রত-উপবাসাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠেয়, তৎসমস্তই একান্ত নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত করিলেন। এমন কি পাছে শিবরাত্রির ব্রতভঙ্গ-নিবন্ধন ঘোর অপরাধে সাপরাধ হইতে হয়, তন্নিমিত্ত ব্রতধারী দয়ানন্দ চক্ষুতে বারম্বার জলসেচন করিয়াও জাগিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই মূর্ত্তির প্রতি যখন তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল, তিনি যখন তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; তখন তাঁহার উপাসনা বা উপাসনার উদ্দেশে উপবাস করা কোন অংশেই আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। এই বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন,—"ব্রতভঙ্গ করিয়া আমি যে কি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তিনি আমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তরময় মূর্ত্তিকেই পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারায় আমি মনে মনে করিলাম যে, তবে কেন আমি তাঁহার উপাসনা করিব এবং তদুদ্দেশে উপবাস করিয়া থাকিব।" দয়ানন্দ এই স্থলে অনুপম কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতার পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার অকুতোভয়তার পরিচয় পাইলাম না। কারণ তিনি পিতৃসমক্ষে এই বিষয়ে আপনার মনোভাব গোপন রাখিয়াই চলিতে লাগিলেন।

দয়ানন্দের বাল্যজীবন যেরূপ জ্ঞানপিপাসা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় অলঙ্কৃত, সেইরূপ তাহা বৈরাগ্যের অকৃত্রিমভাবে পরিপূরিত। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন নবম বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার প্রেমাস্পদ পিতামহ পরলোক গমন করিলেন। দয়ানন্দ পিতামহের যার পর নাই স্নেহ-পাত্র ছিলেন। এই কারণ পিতামহ বিয়োগে তিনি একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকেও যে একদিন সর্ব্বসংহারক মৃত্যুগ্রাসে গ্রাসিত হইতে হইবে, এই চিন্তাও পিতামহ বিয়োগের পর হইতে তাঁহার হৃদয়ে প্রবলতর হইতে লাগিল। অধিক কি, কি উপায়ে সর্ব্বাধিগত নিয়তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়, তন্নিমিত্তও বালক দয়ানন্দ চিন্তান্বিত হইলেন। ফলতঃ মৃত্যুচিন্তা এবং মৃত্যুনিষ্কৃতি-চিন্তা তাঁহাকে এতদূর

অস্থির করিয়া তুলিল যে, তিনি ব্যাকুলিত হৃদয়ে আত্মীয়-বান্ধবদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া অমরত্ব-প্রাপ্তির উপায় জানিবার নিমিত্ত পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক এবম্বিধ আর একটি ঘটনায় দয়ানন্দের হৃদয়-নিহিত বৈরাগ্যভাব জাগ্রত-তর হইয়া উঠিল। সেই ঘটনাটিও একান্ত শোকাবহ। তাঁহার এক চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া ভগিনী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রমিত হইয়া দুই ঘণ্টার ভিতরেই লোকান্তরিত হইলেন। তদ্দর্শনে দয়ানন্দের কোমল হৃদয় বড়ই কাতর হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তিনি ইতঃপূর্ব্বে কখন কোন মনুষ্যকে মৃত্যু-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে দেখেন নাই। সহোদরার বিয়োগ-জনিত ব্যথা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে এতদূর প্রবিষ্ট হইল যে, তিনি অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জনেও সমর্থ হইলেন না। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যখন আত্মীয়-স্বজনগণ দুর্ব্বিষহ শোকাভিঘাতে অভিভূত হইয়া বিলাপ ও বক্ষস্তাড়ন পূর্ব্বক রোদন করিতেছিলেন; তিনি তখন অবিচলিত চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইহলোকে মনুষ্যমাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে। যুদ্ধাবসান সময়ে সুনিপুণ সেনাপতি সমরভূমির উপর দণ্ডায়মান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকের হাহাকার বা আর্ত্ত-ধ্বনির প্রতি দৃক্পাত না করিয়া যেমন স্বদেশ বা স্বজাতির ভবিষ্য-চিন্তাতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, দয়ানন্দও সেইরূপ চারিদিকের বিলাপ বা ক্রন্দন-ধ্বনির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া মৃত্যু-নিষ্কৃতির উপায়-চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। এইরূপ ঘটনা মহাপুরুষদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কারণ সংসারের সাধারণ শ্রেণীস্থ মনুষ্যগণ উপস্থিত ব্যাপার লইয়াই বিচলিত হয়। কিন্তু যাঁহারা মনুষ্যজাতির নায়ক বা পরিচালক-পদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা উপস্থিত ব্যাপারের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টিপাত করেন না। পক্ষান্তরে কার্য্যকারণ-সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারা সেই ঘটনার আদি বা পরিণতি-চিন্তাতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যাহা হউক দয়ানন্দ সেই শোকার্দ্র ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক মুক্তির উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক অবর্ণনীয় মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে আপনাকে রক্ষা করিব। মৃত্যুর করালতম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার মনে মুক্তিপিপাসা প্রবলা হইয়া উঠিল। বলিতে কি, যে পরম পবিত্র আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনার নিমিত্ত চিত্ত নির্ম্মল করিতে হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাম শাসিত রাখিতে হয়, তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, এবং যে আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত

হইলে মানব মনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা উন্মূলিত হইয়া যায়, দয়ানন্দের তরুণ চিত্তেই সেই আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ যৌবন-প্রারম্ভেই তিনি মুমুক্ষু বা মুক্তি-পিপাসু হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হৃদয়ের এই নিগূঢ় বাসনা তিনি প্রাণ খুলিয়া কাহাকেও বলিতে পারিলেন না। তবে কখন কোন স্থলে বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, তিনি যে কোন দিনই বিবাহ করিবেন না, তাহা বলিয়া নিরস্ত হইয়া রহিতেন। যাহা হউক কিছুদিন পরে পিতা-মাতা পুত্র-হৃদয়ের সমস্ত বাসনাই বুঝিতে পারিলেন।

মনুষ্য জাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, বৈরাগ্য-ব্যাধি প্রতিকারের নিমিত্ত প্রায় সর্ব্বত্রই বিবাহরূপ বিষ-ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সান্নিপাতিক বিকারে বিষ-ব্যবস্থা বিহিত বলিয়া বৈরাগ্য-বিকারে তাহা বিহিত হইতে পারে না। কারণ বুদ্ধ বা চৈতন্য যখন ঘোর বৈরাগ্য-বিকারে বিকৃত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদিগের পক্ষে বিবাহরূপ কালকূট সর্ব্বতোভাবেই নিরর্থক হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রকৃত বৈরাগ্যের নিকট বিবাহ-বিষ কোন কার্য্য-কর হয় না। কিন্তু তাহা না হইলেও বিভ্রান্তচিত্ত মনুষ্যগণ বৈরাগ্য-ব্যাধিতে পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধই ব্যবস্থিত করিয়া থাকেন। দয়ানন্দের বৈরাগ্য-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তাঁহার পিতা জমাদারি কার্য্যের ভারার্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তন্নি-মিত্ত পিতা অতি সত্বর বিবাহ কার্য্য সমাধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দয়ানন্দ তাহাতে বাধা দিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইল না। কারণ তাঁহার পিতা মাতা কোনরূপেই নিরস্ত হইলেন না। সুতরাং তিনি তখন অনন্যোপায় হইয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের একদিন সায়ংকালে এক-বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যোগানুরাগ,—সাধুসঙ্গ,—পিতার সহিত সাক্ষাৎ,—পুনঃপ্রস্থান,—নানাস্থান পরিভ্রমণ,—সন্ন্যাস গ্রহণ,—যোগ শিক্ষা,—শাস্ত্রালোচনা,—নাড়ীচক্র পরীক্ষা,—মথুরাগমন।

গৃহ-নিষ্ক্রান্ত দয়ানন্দ চতুর্দ্দিকে যোগীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যোগের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল। বিশেষতঃ গৃহে থাকিবার সময়,—যখন তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য-বহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, যখন তিনি মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশে বান্ধবদিগের নিকট পরামর্শ-প্রার্থী হয়েন, তখন কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে যোগানুশীলন করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। এই কারণ কাহারও নিকট কোন যোগীর অনুসন্ধান পাইবামাত্র তিনি তৎসমীপে গমন করিতে লাগিলেন। লালা ভকত্ এক জন প্রসিদ্ধ যোগী। তিনি শৈলা নগরে অবস্থিতি করিতেন। দয়ানন্দ লালা ভকতের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত কিছুদিন যোগচর্য্যায় প্রবৃত্ত রহিলেন। কিন্তু অনাশ্রম ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মসাধন বা যোগানুশীলন শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। অধিক কি, শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইলে সংসারের কোন কার্য্যই সুচারুরূপ সম্পন্ন হইতে পারে না। এই কারণ আশ্রম-নিবিষ্ট হওয়া দয়ানন্দের পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি তথাকার কোন ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ শুদ্ধ-চৈতন্য * নামে অভিহিত হইলেন। নাম-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহার বেশাদিও পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই আপনার দেহ-ভূষণাদি পথিমধ্যে এক দল বৈরাগীকে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং সমভিব্যাহারে গৃহ-পরিহিত বস্ত্র ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। এখন তাহাও

* শঙ্করচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত চারি মঠে চারি প্রকার ব্রহ্মচারী আছেন। মঠানুসারে ব্রহ্মচারী-দিগের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইয়া থাকে। উত্তর মঠের আনন্দ, দক্ষিণ মঠের চৈতন্য, পূর্ব্ব মঠের প্রকাশ এবং পশ্চিম মঠের উপাধি স্বরূপ। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, দয়ানন্দ দক্ষিণ মঠান্তর্গত ব্রহ্মচারী হইলেন।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। সেই সময় সম্ভবতঃ কার্ত্তিক মাস। কার্ত্তিক মাসে সিদ্ধপুর নামক স্থানে একটি বিস্তৃত মেলা হইয়া থাকে। মেলাক্ষেত্রে সচরাচর সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সমাগম হয়। সাধু বা সিদ্ধ-মহাপুরুষদিগের সংসর্গে চিত্তের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়,—বিশেষতঃ তাঁহাদিগের উপদেশে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের বিশিষ্টরূপ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত দয়ানন্দ আগ্রহান্বিত হৃদয়ে সিদ্ধপুরের সেই মেলা-ভূমিতে উপনীত হইলেন। মেলা-ভূমি সহস্র সহস্র লোকে পরিপূরিত। তাহাদিগের সকলেই আপন আপন প্রার্থিত বস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। কেহ নির্ব্বাক হইয়া লোকারণ্য দর্শন করিতেছে, কেহ লোক-প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে, কোন স্থানে প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির সহিত কেহ প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতেছে, এবং কেহ বা বিচিত্র সামগ্রী-সজ্জিত পণ্যশালার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার অভিলষিত বস্তুসমূহ ক্রয় করিতেছে। কিন্তু সেই মেলা-ভূমির কোন্ স্থানে কোন্ সাধু আছেন, কোথায় কোন্ মহাপুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন, অথবা কোথায় কোন্ যোগীবর যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধানার্থ দয়ানন্দ সেই লোক-সমুদ্র ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর কোথাও কোন সাধু মাহাত্মার দর্শন লাভ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে উপবিষ্ট হইয়া পরমার্থ-বিষয়ক আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপ সাধুসঙ্গে ও পরমার্থ-প্রসঙ্গে দয়ানন্দের কএক দিন উপর্য্যুপরি অতিবাহিত হইল। কিন্তু তিনি এই পবিত্র সুখ অধিক দিন উপভোগ করিতে পাইলেন না। কারণ একদিন প্রাতঃকালে সাধু-সজ্জন-পরিবৃত হইয়া তিনি নীলকণ্ঠের মন্দিরে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে তাঁহার পিতা আসিয়া সহসা উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিতার সহিত কএক জন সিপাহীও ছিল। তাঁহাকে ধৃত করিবার মানসেই যে পিতা সিপাহী সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়াছেন, তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। আর সিদ্ধপুর আগমন করিবার সময়ে যে পূর্ব্ব-পরিচিত বৈরাগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সেই বৈরাগীই যে পিতার নিকট পলায়ন-সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও দয়ানন্দকে চিন্তা করিতে হইল না।

নিরুদ্দিষ্ট সন্তান উদ্দিষ্ট হইলে পিতামাতার হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সে আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন বা নির্ম্মল নহে। কারণ তাহাতে ক্রোধেরও কথঞ্চিৎ আবিলতা থাকে। কিন্তু সে ক্রোধাবিলতা অতি মাত্র আনন্দেরই রূপান্তরিত আবেগ মাত্র। দয়ানন্দকে দেখিয়া তাঁহার পিতা আনন্দিত হইলেন না। প্রত্যুত যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ক্রোধ অতি মাত্র আনন্দের রূপান্তরিত আবেগ নহে। তাহা অতি প্রচণ্ড,—তাহার কোন কোন স্থল অভিমান-সূচিত; কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই কর্ত্তব্যচ্যুতি-নিবন্ধন উগ্রতায় প্রতপ্ত। দয়ানন্দ পিতৃ-আজ্ঞার অনুগত হইয়া চলেন নাই, দয়ানন্দ পুত্রোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন নাই, দয়ানন্দ তাঁহার বিবাহার্থ পিতামাতাক কৃত-সঙ্কল্প, এমন কি কৃতা-য়োজন দেখিয়াও গৃহ-নিষ্ক্রান্ত। বিশেষতঃ এক জন পদৈশ্বর্য্যশালী লোকের পুত্র হইয়া দয়ানন্দ আজ ভিখারীর বেশে ইতস্ততঃ প্রধাবিত। সুতরাং তাঁহার কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা যার পর নাই রোষাবিষ্ট হইবেন না কেন? প্রজ্জলিত বহ্নি হবিঃস্পৃষ্ট হইলে যেমন আরও জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ দয়ানন্দের গৈরিক বস্ত্র ও কমণ্ডলু দর্শন করিয়া তাঁহার পিতৃ-কোপানল আরও জ্বলিয়া উঠিল। এই কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ছিঁড়িয়া ও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পিতার অজস্র তিরস্কারে দয়ানন্দ কোন কথা না বলিয়া নীরব হইয়া থাকিলেন। অবশেষে তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। অধিকন্তু তিনি যে, ব্যক্তিবিশেষের কুপরামর্শ-পরিচালিত হইয়াই এই কার্য্য করিয়াছেন, এবং গৃহ-প্রত্যাগত হইতে এই ক্ষণেই সম্মত আছেন; পিতার নিকট এই কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না। আমরা তাঁহার এই কথাগুলিকে অকুতোভয়তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে পারি না। বলিতে কি, এই কথাগুলি তাঁহার পক্ষে সরলতারও পরিচায়ক নহে। কারণ তিনি যে কোন ব্যক্তির কুপরামর্শ-পরিচালিত হইয়া গৃহত্যাগ করেন নাই, আর গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন করিবার বাসনা যে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নাই, তাহা আমরা সহস্রবার শপথ করিয়াই বলিতে পারি। যাহা হউক মনুষ্য যে ভীতির একান্ত আবেগে, কিংবা কোন অচিন্তিত-পূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনার সমাবেশে, অনেক সময় কর্ত্তব্য-বোধ-বিমূঢ় হইয়া মনের এক

প্রকার ভাব অন্য প্রকারে প্রকাশিত করিয়া থাকে; অথবা কোন চিরাভি-লষিত বা প্রাণাধিক প্রিয়তর সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে বিঘ্নবিশেষ সংঘটিত হইলে, তাহা বিদূরিত করিবার মানসেই যে সময়ে সময়ে সরলতার সীমাও অতিক্রম করিয়া বসে, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং দয়ানন্দের এবম্বিধ ত্রুটি একরূপ স্বাভাবিক বা সঙ্গত বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। ফলতঃ তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যেরূপ উৎসুক হইলেন, তিনিও সেইরূপ স্বীয় সংকল্পে পূর্ব্বের মতই অবিচলিত হইয়া রহিলেন। পিতার অশেষ তিরস্কারে দয়ানন্দের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। পিতার একান্ত ইচ্ছা যে, পুত্রকে গৃহে লইয়া গিয়া সর্ব্বপ্রকারে সাংসারিক সুখ উপভোগ করেন। পুত্রের একান্ত ইচ্ছা যে, যোগাবলম্বন পূর্ব্বক যোগিগণ-বাঞ্ছিত শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়েন। পিতা পুত্র দুই জনেই সুখান্বেষী,—কিন্তু দুই জনের সুখ প্রকার বা প্রকৃতিভেদে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। যাহা হউক দয়ানন্দ গৃহে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতা সে কথায় নিশ্চিন্ত বা নিরুদ্বেগ হইতে পারিলেন না। তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অহোরাত্র প্রহরি-পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু দয়ানন্দ এক ক্ষণের নিমিত্তও আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতি উদাসীন হইয়া রহিলেন না। পিতৃ-হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদাই সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাত্রিকালে যখন সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল, এমন কি তাঁহার পরিরক্ষক সিপাহী পর্য্যন্তও নিদ্রাভিভূত হইল, দয়ানন্দ তখন শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান করিবার সময় দয়ানন্দের হস্তে একটি জলপূর্ণ ঘটি ছিল। যেহেতু সহসা কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কিংবা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যে প্রাতঃকৃত্য সমাধার উদ্দেশেই যাইতেছেন, তাহা বলিয়া অব্যাহতি পাইতে পারিবেন।

দয়ানন্দ যখন পিতার সহিত চিরদিনের নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হইলেন, তখন রাত্রি অবসান হইতে প্রহরৈক মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তিনি মেলাভূমি হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধক্রোশ পথ যার পর নাই দ্রুতগতি সহকারে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহার পর আর পথ-পর্য্যটন নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। এই কারণ একটি ঘনপল্লব-সমাচ্ছাদিত বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া লুক্কায়িত

রহিলেন। বৃক্ষের যে শাখাটি শিবমন্দিরের উপরিভাগে পড়িয়াছিল, সেই শাখাটি লুক্কায়িত থাকিবার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট থাকিলেন। শেষ রাত্রি হইতে সমস্ত দিবাভাগ নীরবে ও নিস্তব্ধ ভাবে বৃক্ষোপরি অতিবাহিত হইল। উষালোক প্রতিভাত হইলে তিনি তথা হইতে দেখিতে পাইলেন যে, সিপাহীগণ তাঁহার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তদ্দর্শনে দয়ানন্দ আপনাকে অধিকতর লুক্কায়িত করিবার চেষ্টা করিলেন। ফলতঃ বৃক্ষোপরি সমস্ত দিবস তাঁহাকে অনাহারেই কাটাইতে হইল। অবশেষে যখন সান্ধ্য-অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাবৃত হইতে লাগিল, তখন তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করিলেন। অপর দিকে তাঁহার পিতা মেলাভূমি ও তৎপার্শ্বস্থিত স্থান সকল তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই পুত্রের উদ্দেশ পাইলেন না।

নিরুদিষ্ট রত্ন উদ্দিষ্ট হইয়া যদি পুনর্ব্বার হারাইয়া যায়, তাহা হইলে রত্নস্বামী যেরূপ দুর্ব্বিষহ দুঃখ-দংশনে কাতর হইয়া থাকেন, দয়ানন্দের কোন সন্ধান না পাইয়া সম্ভবতঃ তাঁহার পিতাও সেইরূপ শোক-সন্তাপিত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক দয়ানন্দ নির্ভয়ে সমস্ত নিশা পর্য্যটন করিয়া অবশেষে আহাম্মদাবাদে উপনীত হইলেন। আহাম্মদাবাদ হইতে বরদায় আগমন পূর্ব্বক তথাকার চেতন মঠে কিছু দিন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চেতন মঠে কতিপয় ব্রহ্মচারীর সহিত জীব-ব্রহ্মের একত্ব বিষয়ে দয়ানন্দের আলোচনা হইল। আলোচনার ফলস্বরূপ জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতা সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। ইতঃপর তিনি বরদা হইতে বারাণসী, চানোদ-কল্যানী, ব্যাসাশ্রম ও আবুপর্ব্বত প্রভৃতি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে সমাগত হইলেন। হরিদ্বারে তখন কুম্ভমেলা উপস্থিত। মেলা উপলক্ষে নানা দিগ্‌দেশাগত সাধুর সমাবেশ দেখিয়া দয়ানন্দ কিয়ৎ পরিমাণে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। যাহা হউক হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ, টেহিরি, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, গৌরীকুণ্ড, শিবপুরী, তুঙ্গনাথ, অখিমঠ, জোশিমঠ, বদরিনারায়ণ; এবং পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত রামপুর, মোরাদাবাদ, ফরাক্কাবাদ প্রভৃতি বহুতর স্থান অতিক্রম করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কানপুরে উপস্থিত হইলেন। কানপুর হইতে কাশী, এলাহাবাদ, চণ্ডালগড় প্রভৃতি পরিদর্শন পূর্ব্বক নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-স্থল

দেখিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তদনন্তর অনেক অভিনব স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মথুরাধামে উপনীত হইলেন।

দয়ানন্দের এই সুবিস্তৃত ভ্রমণ-কাহিনী বহু ঘটনায় পরিপূরিত। তিনি যখন নর্ম্মদা-প্রদেশবর্ত্তী চানোদ-কল্যানী নামক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরমানন্দ পরমহংসের নিকট বেদান্তসার প্রভৃতি পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। কারণ সেই সময়ে তাঁহাকে অন্নাদি পাক করিয়া আহার করিতে হইত। তন্নিমিত্ত তাঁহার অনেক সময় বৃথা ব্যয়িত হইতে লাগিল। অধিকন্তু সন্ন্যাসাশ্রম জ্ঞানোপার্জ্জনের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক। এই সকল কারণে সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহ করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। ঘটনাক্রমে পূর্ণানন্দ সরস্বতী নামক জনৈক সন্ন্যাসী সেই সময়ে শৃঙ্গগিরির মঠ হইতে আগমন পূর্ব্বক চানোদের অদূরস্থিত একটি নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পূর্ণানন্দ দ্বারকা-যাত্রী। দয়ানন্দ সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায়ে পূর্ণানন্দের নিকট গমন করিলেন। অনুরোধ করিবার নিমিত্ত একজন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতকেও সমভিব্যাহারে লইলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধ-সহকৃত প্রার্থনা অবগত হইয়া পূর্ণানন্দ প্রথমতঃ অনেক আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। আপত্তির কারণ এই যে, দাক্ষার্থী নিতান্ত অল্প-বয়স্ক। বিশেষতঃ গুজরাট প্রদেশবাসী ব্যক্তির গুজরাট প্রদেশবাসী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষাগ্রহণই বিধেয়। কিন্তু পূর্ণানন্দের এই প্রকার আপত্তি বা অসম্মতি কোন কার্য্যকর হইল না। যেহেতু ঐকান্তিকতার নিকট সংসারের কোন আপত্তিই আপত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং পরিশেষে পূর্ণানন্দ তাঁহাকে সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষার পর তাঁহার নাম দয়ানন্দ সরস্বতী হইল। সেই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম তেইশ কিংবা চব্বিশ বৎসরের অধিক নয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গৃহ-নিষ্ক্রমণের দুই বা তিন বৎসর পরে দয়ানন্দ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে সন্নিবিষ্ট হইলেন।

দয়ানন্দ নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নানা সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহাদিগের ভিতর পূর্ব্বোল্লিখিত পরমানন্দ পরমহংস ভিন্ন ব্যাসাশ্রমের যোগানন্দ, বারাণসীর সচ্চিদানন্দ, কেদার-ঘাটের গঙ্গাগিরি এবং

জোয়ালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরি প্রভৃতির নাম উল্লিখিতব্য। শেষোক্ত সন্ন্যাসীদ্বয়ের নিকট দয়ানন্দ যোগবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ শিক্ষা করিলেন। এমন কি যোগশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি ঐ পুরী ও গিরির নিকট ঋণ-সূত্রে নিবদ্ধ। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণ শাস্ত্রী এবং কাশীস্থ কাকারাম ও রাজারাম শাস্ত্রী প্রভৃতি সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার আলাপ ও পরিচয় ঘটিয়াছিল। অধিক কি, তিনি কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট কিছু দিন বিদ্যার্থীরূপে ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।*

ব্যাকরণ শিক্ষা ভিন্ন তিনি সেই সময়ে অপরাপর গ্রন্থালোচনাতেও রত থাকিতেন। পরমানন্দ পরমহংসের নিকট বেদান্ত পাঠের বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি যখন টেহিরিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তথাকার রাজপণ্ডিত-বিশেষের নিকট হইতে তন্ত্র গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উহা পাঠে তন্ত্রের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় অশ্রদ্ধার উদয় হইল। কারণ কিয়দংশ পাঠ করিবামাত্র তিনি উহার ভিতর ভাষাগত ভাষ্যগত ও অর্থগত ভূরি ভূরি অশুদ্ধি দেখিতে পাইলেন। বিশেষতঃ উহার অধিকাংশ স্থল অসঙ্গতি দোষে দূষিত, এবং উহার মধ্যে একান্ত নিন্দনীয় পাপাচার সকল পরম পবিত্র ধর্ম্মরূপে পরিগণিত দেখিয়া তিনি অপরিসীম ঘৃণার সহিত তন্ত্রপাঠ পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক দর্শনশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ও অপরাপর বিষয়ক গ্রন্থ সকল যে সর্ব্বদাই তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিত, আর তাঁহার অবকাশকাল যে গ্রন্থপাঠে এবং যোগাভ্যাসেই অতিবাহিত হইত,

---

* পণ্ডিতবর জোয়ালাদত্ত শর্ম্মা বলেন, দয়ানন্দ কাশীর রামনিরঞ্জন শাস্ত্রীর নিকট কিছু কাল কৌমুদী ও ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ সময়ে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। উপরি-উক্ত সময়ে,—অর্থাৎ যে সময়ে তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাশীধামে দ্বাদশ দিনের অধিক ছিলেন না। বিশেষতঃ তৎকালে কাশীতে অধ্যয়নেরও কোন উল্লেখ নাই। তাহার পূর্ব্বে,—অর্থাৎ বরদার চেতন-মঠে তিনি যখন অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়েও তথা হইতে একবার কাশী যাত্রার কথা উল্লিখিত আছে। যাহা হউক সেই সময়ে, অথবা চণ্ডালগড় হইতে নর্ম্মদা-প্রদেশ পরিভ্রমণের পরবর্ত্তী ও মথুরাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন না কোন সময়ে কাশীতে যাইয়া রামনিরঞ্জনের নিকট অধ্যয়ন করা সম্ভাবিত হইতে পারে। রামনিরঞ্জন গৌড় স্বামীর গদিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখন সেই গদিতেই নাকি বিশুদ্ধানন্দ আছেন।

তাহা বিলক্ষণরূপ বুঝা যাইতেছে। দয়ানন্দ কিরূপ জ্ঞানস্পৃহ ও সত্যানুরাগী ছিলেন, তাহা সেই সময়কার একটি ঘটনায় বিশিষ্টরূপ জানা যাইতেছে। তিনি যখন মোরাদাবাদ অঞ্চলে গড়মুক্তেশ্বর অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতটবর্ত্তী প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার নিকট হঠ-প্রদীপিকা, যোগবীজ ও শিবসন্ধ্যা প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ ছিল। তিনি তাহার ভিতর একখানি যোগবিষয়ক পুস্তকে নাড়ীচক্রের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন। মনুষ্যের দেহমধ্যে প্রকৃত পক্ষে নাড়ীচক্র আছে কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্ত দয়ানন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ এই বিষয় তাঁহার মনে ঘোরতর সংশয় উৎপাদন করিল। এমত সময়ে মনুষ্যের একটি মৃত দেহ ভাসমান দেখিয়া তিনি গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক তাহা তটভূমিতে টানিয়া আনিলেন। তাহার পর ছুরিকা দ্বারা সেই শবদেহ সুচারুরূপে কর্ত্তিত করিলেন। যে গ্রন্থে নাড়ীচক্রের বিষয় বর্ণিত ছিল, সেই গ্রন্থখানি সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিলেন, এবং বর্ণনানুরূপ বিখণ্ডিত শবের অঙ্গ-অবয়বাদি তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার কোন অংশেই গ্রন্থোল্লিখিত নাড়ীচক্রের কিছুমাত্র নিদর্শন না পাইয়া শব-নিক্ষেপের সঙ্গেই সেই গ্রন্থখানিও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া গঙ্গাবক্ষে বিসর্জ্জিত করিলেন।

বহু স্থান পর্য্যটন এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্রব নিবন্ধন তিনি যেমন যোগবিষয়ক নূতনতর তত্ত্ব সকল জানিতে লাগিলেন, সেইরূপ সেই গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে যোগাভ্যাসে অধিকাংশ সময় যাপন করা আবশ্যক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কারণ, কি শ্রুত কি পঠিত কোন জ্ঞানই অভ্যাস বা অনুশীলনের অভাবে কার্য্যকর হইতে পারে না। সুতরাং দয়ানন্দের যোগচর্য্যার কাল দিন দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। এই হেতু তাঁহার আহারাদি কার্য্য যথা সময়ে ঘটিয়া উঠিত না। বিশেষতঃ যোগচর্য্যার পক্ষে অপেক্ষাকৃত লঘু আহারীয় সামগ্রীই সুবিধাজনক। তন্নিমিত্ত দয়ানন্দ কেবল দুগ্ধ পান করিয়াই দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় সিদ্ধি বা গঞ্জিকা সেবনেও তাঁহার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। ঐ অভ্যাস সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভিতর বিশিষ্টরূপ প্রচলিত। তাঁহাকে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সংসর্গে প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতে হইত। সুতরাং তাঁহার ঐ অভ্যাস যে সংসর্গ-জনিত, তাহা সহজেই

বুঝা যাইতেছে। ফলতঃ তিনি ঐ দোষাবহ অভ্যাসের নিমিত্ত দুঃখিত ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ শীঘ্রই উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনের কোন স্থলেই ঐরূপ অভ্যাসের কিছুমাত্র নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধি বা গঞ্জিকা যে কিয়ৎপরিমাণে মাদকতা-বিশিষ্ট, তাহা আর বলিতে হইবে না। দয়ানন্দ একদা সিদ্ধ-সেবন-জনিত মাদকতা এক অদ্ভুত উপায়ে বিদূরিত করিয়াছিলেন। সেই উপায়টি সর্ব্ব প্রকারেই কৌতুকাবহ। এই কারণ আমরা তৎসম্পর্কে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিতেছেন—"চণ্ডাল-গড়ের নিকটস্থ কোন পল্লির এক শিবালয়ে একদিন রাত্রি যাপনার্থ উপস্থিত হইলাম। সিদ্ধিপান-জনিত মাদকতা বশতঃ তথায় প্রগাঢ়রূপে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আমার বিবাহ সম্পর্কে পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের কথোপকথন হইতেছে, এইরূপ একটি স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া জাগ্রত হইলাম। তখন বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সুতরাং মন্দিরের বারেন্দায় প্রবিষ্ট হইলাম। তথায় বৃষদেবতা নন্দীর একটি প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি ছিল। আমার পুস্তকাদি নন্দী-মূর্ত্তির পৃষ্ঠে রাখিয়া তাহার পশ্চাতে উপবিষ্ট হইলাম। সহসা নন্দী-মূর্ত্তির অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করায় বোধ হইল যে, তাহার মধ্যে একজন মনুষ্য বসিয়া রহিয়াছে। আমি তাহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র সেই ব্যক্তি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিল। আমি তখন সেই শূন্য-গর্ভ মূর্ত্তির ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া অবশিষ্ট রাত্রি নিদ্রিত রহিলাম। প্রাতঃকালে একজন বৃদ্ধা বৃষ-দেবতার পূজার্থ উপস্থিত হইল। আমি তখন বৃষদেবতার অভ্যন্তরেই বসিয়া আছি। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা রমণী দধি ও গুড় লইয়া উপস্থিত হইল, এবং আমাকেই বৃষদেবতা বিবেচনা পূর্ব্বক আনীত গুড় ও দধি আমার সম্মুখে রাখিল। আমিও তখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম। সুতরাং তাহার সমস্তই আহার করিয়া ফেলিলাম। বিশেষতঃ অম্লরস-বিশিষ্ট দধিপানে সিদ্ধির মাদকতাও তিরোহিত হইল।"

দয়ানন্দ এই প্রকারে প্রায় সমগ্র ভারতভূমি পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি কোন কোন স্থলে একাধিক বার উপস্থিত হইলেন। কোন স্থলে বা কিছুদিন ধরিয়া অবস্থিতি করিলেন। বলিতে কি, তিনি স্বীয় প্রার্থিত বস্তুর উদ্দেশে শত বাধা এবং সহস্র প্রতিকূলতাতেও অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বলিতে কি,

তিনি তন্নিমিত্তই হিমাচলের বরফাবৃত দুর্গম পথসমূহে পর্য্যটন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না,—নর্ম্মদা-প্রদেশের নিবিড় বনভূমি অতিক্রমণেও সঙ্কুচিত হইলেন না,—আরণ্য-বরাহ আক্রমণোদ্যত হইলেও ভগ্নোদ্যম হইলেন না,—অলকনন্দার তুষারাকীর্ণ তীরভূমিতে মৃতকল্প হইয়া পড়িলেও প্রাণত্যাগ করিলেন না,—এবং অবশেষে অখি-মঠের মোহন্ত-পদবীরূপ প্রবল প্রলোভন প্রদর্শিত হইলেও মুহূর্ত্তের নিমিত্ত পথ পরিচ্যুত হইলেন না। বলিতে কি, দয়ানন্দ স্বীয় অনুসন্ধিৎসায় অটল এবং জ্ঞান-পিপাসায় অবিচলিত থাকিয়া এইরূপে প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল ক্ষেপণ পূর্ব্বক ১৮৫৮ কিংবা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নিমিত্ত এই অংশকে আমরা দয়ানন্দ-জীবনের অনুসন্ধিৎসা-যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

---

বিরজানন্দের পূর্ব্ব পরিচয়,—ঋষি-প্রণীত ও মনুষ্য-প্রণীত গ্রন্থ,—সার্ব্বভৌমিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব,—দয়ানন্দের অধ্যয়ন,—অমরলাল,—আগ্রায় অবস্থান,—গোয়ালিয়র প্রভৃতি ভ্রমণ ও মতামত খণ্ডন,—সংশয় নিরাকরণ,—হরিদ্বার গমন,—পতাকা উত্তোলন,—মৌনব্রত ধারণ,—সংকল্প স্থির বা শেষ সিদ্ধান্ত।

---

পর-পৃষ্ঠায় যে মহাপুরুষের বিবরণ। প্রকাশিত হইল, তাঁহার নাম স্বামী বিরজানন্দ। বিরজানন্দ পঞ্জাবের অন্তর্গত কর্ত্তারপুরের সন্নিকট কোন পল্লিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মপল্লি বই নদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ,—বিশেষতঃ সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের শারদ-শাখার অন্তর্গত ছিলেন। বিরজানন্দ ভরদ্বাজ-গোত্রীয়। তাঁহার পিতা নারায়ণ দত্ত নামে পরিচিত। বিরজানন্দ চক্ষুহীন,—এমন কি একরূপ জন্মান্ধই ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন পঞ্চম বৎসর, তখন সাংঘাতিক বসন্তরোগে তাঁহার চক্ষুদ্বয়

বিনষ্ট হইয়াছিল। চক্ষুহীন হইয়া দশ এগার বৎসর কাল গৃহে ছিলেন। তাহার পর তাঁহার পক্ষে আর গৃহ-বাস সম্ভব হয় নাই। কারণ পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগের পর তিনি আত্মীয়-জ্ঞাতিবর্গ কর্তৃক এরূপ নিপীড়িত হয়েন যে, তাঁহাকে অবিলম্বেই গৃহত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। বিরজানন্দ গৃহ-পরিত্যাগের পর হিমাচলের অন্তর্গত হৃষীকেশে গমন করেন। সম্ভবতঃ তিনি সেই সময়েই পরমহংস-ব্রতাবলম্বী হয়েন। তথায় অধিকাংশ কাল গঙ্গাসলিলে নিমজ্জিত হইয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপে নিয়োজিত থাকিতেন। এবম্বিধ অবস্থায় তাঁহার বৎসরৈক কাল অতিবাহিত হইয়া যায়। ইতোমধ্যে স্বপ্নাবস্থায় কে তাঁহাকে বলিল যে,—"তোমার যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" বিরজানন্দ তাহা দৈববাণী বিবেচনা পূর্ব্বক হৃষীকেশ হইতে কনখলে চলিয়া আসেন। কনখলে পূর্ণাশ্রম স্বামী নামক এক জন জ্ঞানাপন্ন সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিতেন। বিরজানন্দ পূর্ণাশ্রমের নিকট ষট্‌লিঙ্গাদি অধ্যয়ন করেন। বলা বাহুল্য যে, গৃহে থাকিবার সময় তিনি লঘু-কৌমুদী প্রভৃতিও পাঠ করিয়াছিলেন। যাহা হউক পূর্ণাশ্রমের নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি গয়া, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থভূমি পরিভ্রমণে বহির্গত হয়েন। তদনন্তর ইটা জেলার অন্তর্গত শোরো বা শূকরক্ষেত্র * নামক স্থানে আগমন করেন।

বিরজানন্দ শোরোতে একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া বিষ্ণুস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন, এমত সময়ে তথায় আলোয়ার-পতি মহারাজ বিনয় সিংহ উপস্থিত ছিলেন। তদাবৃত্ত বিষ্ণুস্তোত্র শুনিয়া হউক, অথবা তাঁহার তেজঃপ্রতিভা-প্রকাশক মূর্ত্তি দেখিয়াই হউক, বিনয় সিংহ বিরজানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন, এবং তাঁহাকে আলোয়ারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। বিরজানন্দ আলোয়ার-পতির অনুরোধে বলেন যে, তাঁহার নিকট অধ্যয়নেচ্ছু হইলে তিনি তাঁহার সহিত যাইতে পারেন। বিনয় সিংহ তাহাতে সম্মত বা সন্তুষ্ট হইয়া বিরজানন্দকে আলোয়ারে লইয়া গেলেন।

* এই স্থান শূকরক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ। কারণ এই স্থানে পরমেশ্বর বরাহাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। তন্নিমিত্ত এখানে বরাহমন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শোরো যে শূকরক্ষেত্রেরই অপভ্রংশ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

আলোয়ারে তাঁহার আহার-ব্যবস্থা ও বাস-ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল। আহারীয় সামগ্রী ভিন্ন তাঁহার অপরাপর ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ রাজ-ভাণ্ডার হইতে প্রতিদিন দুই টাকা করিয়া আসিতে লাগিল। মহারাজ বিনয় সিংহ স্বামিজীর নিকট প্রত্যহ তিন ঘণ্টা করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এতদ্ব্যতীত রাজ্যসম্পর্কীয় কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে মহারাজ বিরজানন্দের নিকট মন্ত্রণাও লইতেন। আলোয়ার-পতির অধ্যয়ন কার্য্য প্রাসাদেই সম্পন্ন হইত। এই কারণ বিরজানন্দ প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে রাজপ্রাসাদে গমন করিতেন। যথা সময়ে একদিন যাইয়া দেখিলেন যে, মহারাজ অনুপস্থিত। সম্ভবতঃ তিনি সে সময়ে কোন রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।† কিন্তু বিরজানন্দ তাহাতে একান্ত বিরক্ত হয়েন, এবং বিরক্ত হইয়া আপনার গ্রন্থাদি সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশেষে আলোয়ার হইতে পুনর্ব্বার শোরোতে চলিয়া আসেন। তথায় কিছু-দিন অবস্থানের পর মথুরার সন্নিকট মুর্সানার রাজার নিকট আগমন করেন, এবং তথা হইতে মহারাজ বলবন্ত সিংহের অনুরোধে ভরতপুরে উপস্থিত হয়েন। বিরজানন্দ তথায় ছয় সাত মাস কাল বাস করিয়া আবার শোরোতে চলিয়া আসেন। তাহার পর শোরো হইতে মথুরাধামে আগমন করেন। মথুরাতে তাঁহার অবস্থিতি কাল প্রায় বত্রিশ বৎসর হইবে। তিনি ইহলোকে প্রায় একানব্বই বৎসর বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-দিবস ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসান্তর্গত কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি ত্রয়োদশীর সোমবার। এরূপ কথিত আছে যে, বিরজানন্দ স্বীয় মৃত্যুদিবসের সংবাদ পক্ষৈক পূর্ব্বেই শিষ্যদিগের নিকট প্রচারিত করিয়াছিলেন।

বিরজানন্দের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। স্মৃতিশক্তি বিষয়ে তিনি শ্রুতিধর ছিলেন বলিলেই হয়। কোন অপরিজ্ঞাত শ্লোক বা সূত্র একবার কিংবা অনধিক দুইবার বলিবামাত্র বিরজানন্দ তাহা অভ্যাস করিয়া ফেলিতেন। এই নিমিত্ত হীনচক্ষু হইলেও, অথবা অধ্যাপক-সমীপে অধ্যয়ন করিবার তাদৃশ সুবিধা না ঘটিলেও তিনি সর্ব্বশাস্ত্র বিষয়ে একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহার সুশাণিত বুদ্ধি শাস্ত্রের

† কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজ সেই সময়ে বার-বনিতার সঙ্গে কালাতিপাত করিতে-ছিলেন। এই কারণ বিরজানন্দ অত্যন্ত কুপিত হইয়া আলোয়ার ছাড়িয়া আসেন।

ভিতর এরূপ প্রবিষ্ট হইত, তাঁহার সমুজ্জ্বলা স্মৃতি শাস্ত্রার্থসমূহকে এরূপ আয়ত্ত করিয়া রাখিত, এবং তাঁহার অনুপম উদ্ভাবনী শক্তি শাস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে এরূপ নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিত যে, কেহ কোন শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবামাত্র বিরজানন্দ তৎক্ষণাৎ তাহার সুচারু ও সমীচীন মীমাংসা করিয়া দিতেন। ফল কথা, বিরজানন্দ একজন অনন্যসাধারণ জ্ঞানী ও অকপট সাধু ব্যক্তি বলিয়া পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রথিত ছিলেন।

রেলওয়ে-ষ্টেসন হইতে যমুনার বিশ্রাম ঘাট পর্য্যন্ত যে রাজপথ প্রসারিত রহিয়াছে, বিরজানন্দ সেই প্রশস্ত রাজপথের এক পার্শ্বে একটি অনায়ত অট্টালিকাতে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার আহারাদি ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ আলোয়ারপতি বিনয় সিংহ এবং জয়পুরাধিপতি রাম সিংহ মধ্যে মধ্যে সাহায্য পাঠাইয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও পরমার্থ-পরায়ণতার নিমিত্ত অপরাপর ব্যক্তিরাও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কখন কিছু প্রদান করিতেন। বিরজানন্দ অধিকাংশ দিন ফলাহার বা দুগ্ধপান করিয়া দেহ রক্ষা করিতেন। কোন কোন দিন বা অন্নাহারেও ইচ্ছুক হইতেন। যোগিগণ প্রায়ই অল্পনিদ্র। এই কারণ বিরজানন্দ কোন দিন দুই ঘণ্টার অধিক নিদ্রিত থাকিতেন না। রাত্রি এক ঘটিকা বা দুই ঘটিকার সময় শয়ন করিয়া ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যা-ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য কার্য্য সমাধা করিতেন। তাহার পর স্নান করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রাণায়াম ও ধ্যানে নিয়োজিত থাকিতেন। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিতেন। তদনন্তর আহার ও বিশ্রাম কার্য্যে কিছু কাল ক্ষেপণ করিয়া দুই ঘটিকার পর অপরাহ্ন পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। কোন কোন দিন সন্ধ্যার পরেও কিছুকাল সমান উৎসাহ ও সমান অনুরাগের সহিত অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু প্রতিদিনই সায়াহ্নিক স্নানের পর পুনর্ব্বার ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন রহিতেন। এই প্রকারে মথুরায় বিরজানন্দের দিন অতিবাহিত হইত। তিনি একান্ত উৎসাহ ও অকৃত্রিম অনুরাগের সহিত অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদিত করিতেন। ফলতঃ জ্ঞানের প্রতি যে তাঁহার প্রগাঢ় মমতা ছিল, এবং জ্ঞানালোচনা বা জ্ঞান-প্রসঙ্গতে যে তাঁহার যথার্থ প্রীতির উদয় হইত, তাহা অধ্যাপনা ভিন্ন তাঁহার অপরাপর কার্য্যতেও জানিতে পারা যায়। একদা সিদ্ধান্ত-

কৌমুদীর সূত্রবিশেষ লইয়া রঙ্গাচারীর * সহিত তাঁহার বিলক্ষণ বিচার উপস্থিত হয়। রঙ্গাচারী সপ্তমী তৎপুরুষের পক্ষে সেই সূত্রের ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু বিরজানন্দ পাণিনির "কর্তৃকর্ম্মণোঃকৃতি" সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই বিচার-ব্যাপার লইয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহার মীমাংসার্থ রঙ্গা-

* রঙ্গাচারী শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। শ্রী-সম্প্রদায় রামানুজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবনের সন্নিকট গোবর্দ্ধনে শ্রী-বৈষ্ণবদিগের একটি মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে শ্রীনিবাসাচারী নামক একজন বৈষ্ণব সাধু অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীনিবাসাচারী কর্তৃক বৃন্দাবন অঞ্চলে রামানুজ মত কিয়ৎপরিমাণে প্রচারিত হয়। রঙ্গাচারী শ্রীনিবাসাচারীর পাচক ছিলেন এবং তৎসমীপে অধ্যয়নও করিতেন। রঙ্গাচারী ক্রমশঃ শ্রীনিবাসের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। মৃত্যু-সময়ে শ্রীনিবাসাচারী গোবর্দ্ধন মন্দিরের অধ্যক্ষতা রঙ্গাচারীর প্রতি অর্পিত করিয়া যান। মথুরার প্রসিদ্ধ শেঠবংশ যে পূর্ব্বে জৈনমতাবলম্বী ছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। অনারেবল লছমন দাস শেঠের পিতা রাধাকিশন দাস ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জৈন মতে তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া নানা মত আলোচনা করেন, এবং অবশেষে রঙ্গাচারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাধাকিশনের কনিষ্ঠ সহোদরও রঙ্গাচারীর শিষ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ সহোদর পূর্ব্বের মত জৈনমতাবলম্বীই থাকিলেন। রাধাকিশন ও তাঁহার কনিষ্ঠ, প্রথমতঃ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় পূর্ব্বক বৃন্দাবনে একটি মন্দির নির্ম্মিত করিয়া তাহার গদিতে গুরু রঙ্গাচারীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সে মন্দিরটি ছোট ও মনোমত না হওয়ায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় পূর্ব্বক অপর একটি মন্দির নির্ম্মিত করিলেন। সেই মন্দিরই এখন বৃন্দাবনে শেঠের মন্দির বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। এই মন্দির প্রস্তুত হইতে দশ বৎসর লাগে। মান্দ্রাজের শিল্পিগণ কর্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দির-নির্ম্মাণ ও বিগ্রহের অলঙ্কারাদি হিসাবে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। মন্দির নির্ম্মিত হইলে পর দেবসেবাদি ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাৎসরিক ষাট হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান পত্রে লিখিয়া দেন। এই মন্দির ও মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি এবং উপসত্ত্ব আর একখানি দানপত্রে লিখিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রঙ্গাচারীকে সমর্পিত করেন। রঙ্গাচারীর পুত্র শ্রীনিবাসাচারীর চরিত্র দূষিত হওয়াতে এই মন্দির ও ইহার সংসৃষ্ট সমস্ত সম্পত্তি ট্রষ্টিদিগের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। নারায়ণ দাস এই মন্দিরের একজন কার্য্যনির্ব্বাহক ট্রষ্টি ছিলেন। ইঁহার কথা পরে লিখিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত গোবর্দ্ধনের মন্দির এখন বৃন্দাবনস্থিত শেঠ-মন্দিরের শাখা রূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

চারীর অধ্যাপক পর্য্যন্ত আহূত হয়েন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু অবশেষে মীমাংসা-ভার কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি সমর্পিত হয়। রঙ্গাচারীর অর্থাভাব ছিল না। কারণ মথুরার অতুল ঐশ্বর্য্যপতি শেঠগণ তাঁহার শিষ্য ও সেবক। সুতরাং কাশীস্থ পণ্ডিতবর্গের মত ক্রয় করিবার নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা হইতে লাগিল,—চেষ্টা সার্থকও হইল। কাশীর পণ্ডিতগণ রঙ্গাচারীর অনুকূলেই অভিমতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিরজানন্দের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, এমন কি তাঁহার অপূর্ব্ব তেজস্বিতার কথাও কাশীস্থ পণ্ডিতগণ অবগত ছিলেন। সুতরাং কোন প্রতিকূল মত প্রকাশ নিরাপদ নয় বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহারা বিরজানন্দকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, উপস্থিত বিষয়ে আপনার মীমাংসাই যথার্থ,—কিন্তু আমরা অনন্যোপায়। যেহেতু ইতঃপূর্ব্বেই আমরা রঙ্গাচারীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছি।

এই ঘটনার পর হইতে বিরজানন্দ শেখর, কৌমুদী ও মনোরমা প্রভৃতি আধুনিক ব্যাকরণের প্রতি অধিকতর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে পাণিনির প্রামাণিকতাই সর্ব্বোপরি স্বীকার করিতে থাকেন। ফল কথা, অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিই যে ব্যাকরণ-বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থ, এই বিশ্বাস বিরজানন্দের হৃদয়ে প্রথম অবধিই বদ্ধমূল ছিল। তবে উপস্থিত ঘটনায় সেই বিশ্বাস গাঢ়তর হইয়া উঠিলমাত্র। তিনি যেমন শেখরাদি আধুনিক ব্যাকরণের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না, সেইরূপ পুরাণ-ভাগবতাদি আধুনিক শাস্ত্রের প্রামাণিকতাও স্বীকার করিতেন না। তিনি ভাগবৎকে একখানি সর্ব্বাংশে কল্পনা-কল্পিত পুস্তক বলিয়াই অকুতোভয়ে প্রচারিত করিতেন। বলিতে কি, বেদ ও বেদানুকূল গ্রন্থ ব্যতীত বিরজানন্দ অপর কোন গ্রন্থের প্রতি আদৌ আস্থাপরায়ণ ছিলেন না। মনুষ্য-প্রণীত কোন গ্রন্থই তাঁহার নিকট প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইত না। তাঁহার প্রতিভা এরূপ মর্ম্ম-স্পর্শিনী ছিল যে, কোন পুস্তকের দুই একটি কথা বা শ্লোক উচ্চারণ করিবামাত্র সেই পুস্তকখানি মনুষ্য-প্রণীত কি ঋষি-প্রণীত, তাহা তদ্দণ্ডেই বলিয়া দিতে পারিতেন। এমন কি, কোন ব্যক্তি বিদ্যার্থীরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, সর্ব্বাগ্রে মনুষ্য-প্রণীত গ্রন্থের কথা বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। তন্নিমিত্ত তিনি নূতন শাস্ত্র প্রবর্ত্তনের ঘোর প্রতিপক্ষ

ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহলোকে আর্ষ গ্রন্থ সকল অধীত বা আলোচিত হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে। বিশেষতঃ তিনি মনে করিতেন যে, মনুষ্য-প্রণীত গ্রন্থের প্রচার বা আলোচনা হইলে অল্পবুদ্ধি লোক সকল আর্ষ গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবে না। এই কারণ এক দিকে আর্ষ-গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা, এবং অপর দিকে অনার্ষ গ্রন্থের অপ্রতিষ্ঠা-সাধন, বিরজানন্দ-জীবনের একটি বিশেষ ব্রত ছিল। বিরজানন্দ স্বয়ং শেখরাদি খণ্ডন পূর্ব্বক বাক্যমীমাংসা নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রায় অর্দ্ধভাগ পাণিনিরও একখানি ভাষ্য প্রস্তুত করেন। কিন্তু লোকসমাজে পাছে তাঁহার গ্রন্থ প্রচারিত হয়, এবং তদ্বিরচিত ভাষ্য বিদ্যমান থাকিতে পাছে মূল গ্রন্থপাঠে মনুষ্যের প্রবৃত্তির উদ্রেক না হয়, তন্নিমিত্ত তিনি স্বরচিত পাণিনি-ভাষ্যখানি যমুনা-জলে বিসর্জ্জন করিয়া দিবার নিমিত্ত বিদ্যার্থীবিশেষকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বিদ্যার্থী বহু মূল্যবান্ বিবেচনা পূর্ব্বক উহা বিসর্জ্জিত না করিয়া আপনার নিকট রাখিয়া দেন, এবং বিসর্জ্জিত করিয়া আসিয়াছি বলিয়া আচার্য্যের তুষ্টিসাধন করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যমীমাংসার অবস্থাও এইরূপ ঘটিয়াছিল। উহাও পাণিনি-ভাষ্যের ন্যায় শিষ্যবিশেষের গৃহে রক্ষিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, অনার্ষ গ্রন্থ প্রচারিত করিবার পক্ষে বিরজানন্দ যার পর নাই বিরুদ্ধ ছিলেন।

বিরজানন্দ শ্রুতি-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। যে ধর্ম্ম শ্রুতি-প্রতিপাদিত নহে,—প্রত্যুত শ্রুতি-প্রতিকূল; বিরজানন্দ তাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। শ্রুতি-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে একতা সঞ্চারিত হইবে, সাম্প্রদায়িক কোলাহল নিবারিত হইবে, এবং মানবীয় শাস্ত্রের প্রচার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস অপসারিত হইয়া যাইবে, এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক বিরজানন্দ উহার প্রতিষ্ঠার্থ উৎসুক হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি হীনচক্ষু,—বিশেষতঃ বার্দ্ধক্য নিমিত্ত কোন প্রকার শ্রমসাপেক্ষ কার্য্য সম্পাদনে একরূপ অসমর্থ ছিলেন। এই হেতু একদা জয়পুরাধিপতি মহারাজ রামসিংহ আগ্রায় উপস্থিত হইলে, বিরজানন্দ তৎসমীপে সমাগত হইয়া একটি সার্ব্বভৌমিক সভা সংস্থাপনার্থ প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। বলা বাহুল্য যে, রামসিংহের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে রাজন্যোচিত ছিল।

তাঁহার চরিত্র ও আচরণে পূর্ব্বতন হিন্দু রাজদিগের কথঞ্চিৎ আভাস পরিলক্ষিত হইত। সুতরাং তাঁহার নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত করা কোন অংশেই অসঙ্গত বা অবিহিত হয় নাই। সার্ব্বভৌমিক সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও সর্ব্বতোভাবে দেশ-হিতকর। অধিকন্তু উহা সর্ব্ব প্রকারেই জাতীয় প্রকৃতির অনুমোদিত। বিরজানন্দ তেজস্বিতা সহকারে মহারাজ রামসিংহকে বলিলেন,—"আপনি সার্ব্বভৌমিক সভাক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহূত করুন, এতদ্দেশীয় নানা সম্প্রদায়স্থ ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে একত্র করুন, এবং তৎসঙ্গে পরিদর্শকরূপে সভাস্থল অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ভূপতিবৃন্দকেও আমন্ত্রণ করুন। আমি সেই মহতী সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে শেখর-কৌমুদী প্রভৃতির খণ্ডন করিব,—পুরাণ ভাগবতাদির অসারতা বা অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিব,—বৈদিক ধর্ম্মকেই সত্য বা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া সমর্থন করিব,— এবং পরিশেষে ধর্ম্মের পরিরক্ষকরূপে বিজয়পত্র প্রদান পূর্ব্বক আপনার রাজনাম ও রাজমানকে সার্থক করিয়া তুলিব।" ফলতঃ ভারতক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাই সার্ব্বভৌমিক সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল। রামসিংহ সার্ব্বভৌমিক সভার আবশ্যকতা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই বর্ষীয়ান্ পুরুষের পরামর্শ অনুসারে উপস্থিত প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্তও কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন। সেই মহতী সভার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আনুমানিক তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। মহামতি রামসিংহ সেই মহদুদ্দেশে তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি জয়পুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পারিষদ্‌বর্গের নিকট সেই সভা-সংকল্প প্রকাশিত করিলেন, তখন তৎকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তথাকার পণ্ডিতবর্গ সেই সভা-সম্পর্কীয় বিষয়ের অবৈধতা তাঁহাকে এরূপ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, অবশেষে তিনি সেই সংকল্প পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। এইরূপ অক্ষত্রোচিত আচরণে বিরজানন্দ রামসিংহের প্রতি বিরক্ত হয়েন, এবং তাহার পর অপরাপর কতিপয় রাজন্য-সমীপেও পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। এরূপ কথিত আছে যে, তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকটেও নাকি এই সার্ব্বভৌমিক সভার প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফল কথা, বিরজানন্দ স্বামীর এই পরম হিতকর প্রস্তাব

প্রস্তাব-মাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হয় নাই বা হইতে পারে নাই।

দয়ানন্দের সহিত স্বামী বিরজানন্দের অতি নিকট সম্বন্ধ। ইহা শোণিত-সম্বন্ধ না হইলেও শোণিত-সম্বন্ধ অপেক্ষা অধিক নিকটতর। অধিক কি, পুত্র-প্রকৃতির ভিতরে পিতা যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহেন, শিষ্য-প্রকৃতির ভিতরে আচার্য্যও সেইরূপ নিগূঢ় ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। সুতরাং আচার্য্য-শিষ্য সম্পর্ক পিতা-পুত্র-গত সম্পর্কের ন্যায় সর্ব্ব প্রকারেই অবিচ্ছিন্ন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আচার্য্যশক্তি শিষ্যচরিত্রে এতদূর সংক্রামিত হইয়াছিল যে, আচার্য্য-চিত্র সম্যকরূপে চিত্রিত না করিলে শিষ্যচরিত্র চিনিয়া বা বুঝিয়া উঠা একরূপ অসম্ভব। এই নিমিত্তই আমরা পাঠকদিগের নিকট স্বামী বিরজানন্দের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিলাম।* ফলতঃ দয়ানন্দ-রূপ যে প্রদীপ্ত বহ্নি এতদ্দেশীয় কুসংস্কাররাশিকে ভস্মীভূত করিয়াছিল, দয়ানন্দ-রূপ যে মহাপ্রবাহ ভারতের যাবতীয় অপধর্ম্মকে অপসারিত করিবার উদ্দেশে প্রধাবিত হইয়াছিল, অথবা দয়ানন্দরূপ যে মহীয়সী প্রতিভা সায়ণ-মহীধরাদি ভারতীয় বেদব্যাখ্যাতাদিগকে বিখণ্ডিত করিয়া বৈদিক ঋষিবৃন্দের মাহাত্ম্যই সর্ব্বোপরি সংস্থাপিত করিয়াছিল, বিরজানন্দের শিক্ষা ও সংসর্গই যে সেই প্রদীপ্ত বহ্নির স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ,—সেই মহাপ্রবাহের নির্ঝর-বারি স্বরূপ,—এবং সেই মহীয়সী প্রতিভার প্রাণস্বরূপ, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ফল কথা বিরজানন্দের মত শ্রুতিধর,—বিরজানন্দের মত শ্রুতিধর পণ্ডিত,—বিরজানন্দের মত ব্রাহ্মণ,—বিরজানন্দের মত বেদপ্রাণ ব্রাহ্মণ,—বিরজানন্দের মত সন্ন্যাসী,—বিরজানন্দের মত সত্য-সঙ্কল্প সন্ন্যাসী যে ভারত-ভূমিতে অতি অল্পই অভ্যুদিত হইয়াছেন, তাহা বলিতে আমাদিগের অণুমাত্রও সঙ্কোচ হইতেছে না। যাঁহারা মনে করেন যে, আর্য্যজাতির গরীয়সী প্রতিভা

---

* বিরজানন্দ স্বামীর জীবনবৃত্ত বিষয়ে এই স্থলে যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহায় প্রায় সমস্তই মথুরাবাসী পণ্ডিত যুগল কিশোর শাস্ত্রীর নিকট হইতে সংগৃহীত। পণ্ডিত যুগল কিশোর বিরজানন্দের নিকট অনেক দিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দয়ানন্দেরও একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। আমাদিগের বিবেচনায় বিরজানন্দ স্বামীর একখানি প্রণালীবদ্ধ জীবন-চরিত প্রকাশার্থ চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে আর্য্য-সমাজের সচেষ্ট হওয়া উচিত। কারণ দয়ানন্দকে বুঝিতে হইলে বিরজানন্দকেও বুঝা আবশ্যক।

নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, অথবা যাঁহারা বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, ব্যাস-বশিষ্ঠের বংশধরগণ বিদ্যা বা বুদ্ধিশালিতা বিষয়ে একবারে অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছে, আমরা তাঁহাদিগকে স্বামী বিরজানন্দের বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্ত আগ্রহের সহিত অনুরোধ করি।

মথুরাতে যখন দয়ানন্দ আগমন করিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চৌত্রিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ বৎসর। স্বামিজীর বয়ঃক্রমও তখন একাশীতি বৎসর হইবে। দয়ানন্দ সম্ভবতঃ বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্রই দারুণ নিদাঘ-তাপে তাপিত হইতেছিল। বিশেষতঃ সিপাহী-বিদ্রোহ জনিত অশান্তি বা অরাজকতাও স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছিল। আর সেই সময় দারুণ দুর্ভিক্ষবশতঃ তৎপ্রদেশের অনেক লোক অন্ন-কষ্টেও ক্লিষ্ট হইতেছিল। যাহা হউক মথুরাগত দয়ানন্দ কএক দিন রঙ্গেশ্বরের মন্দিরে অবস্থান করিয়া একদিন বিরজানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ তখন সন্ন্যাসী-বেশে সজ্জিত ছিলেন। তাঁহার ললাটে ভস্মরেখা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র এবং হস্তে এক লোটা ছিল। বিরজানন্দ অন্যান্য বিদ্যার্থীদিগকে যেরূপ বলিতেন, সমাগত দয়ানন্দকেও সেইরূপ বলিলেন। তিনি বলিলেন,—"তুমি এতকাল যাহা পড়িয়াছ, তাহার ভিতর অধিকাংশই মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ। মনুষ্য-রচিত গ্রন্থের প্রভাব বিদ্যমান থাকিতে তোমার হৃদয়ে আর্ষ-গ্রন্থের মহিমা বা মর্ম্ম প্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তুমি অধীত বিষয় সকল বিস্মৃত হইয়া এবং মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ সকল ফেলিয়া দিয়া আমার নিকট পুনর্ব্বার পাঠারম্ভ কর। আর এক কথা, তুমি আহার ও অবস্থান করিবার বন্দোবস্ত করিয়া আইস। কারণ তাহা না করিলে নিশ্চিন্ত-চিত্তে পাঠালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না।"

দয়ানন্দ তদনুসারে আহার ও অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ-মন্দিরের নিম্ন-তলস্থিত একটি প্রকোষ্ঠ তাঁহার বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ মন্দির যমুনার বিশ্রাম ঘাটের* উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রকোষ্ঠটি

* এইরূপ প্রবাদ যে, কৃষ্ণ কংসাসুরের প্রাণবধ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। এই নিমিত্ত কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভ তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠে। তিনি বিশ্রাম লাভার্থ যমুনাতটের যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থান বিশ্রাম ঘাট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

মন্দিরের দ্বারপার্শ্বেই অবস্থিত। গৃহটি অনায়ত হইলেও এক ব্যক্তির বাসের পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী। গৃহটির সম্মুখে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশি প্রসারিত রহিয়াছে। কারণ উহার পূর্ব্বদিকস্থিত গবাক্ষ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবামাত্র যমুনার তরঙ্গভঙ্গিময় শ্যামল সলিলরাশি দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ অপর পারে কোথাও শুভ্রোজ্জ্বল সৈকত-ভূমি,—কোথাও বা লতাপাদপ-পরিবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্জবন দর্শন করিয়া পুলকিত-চিত্ত হইতে হয়। এইরূপে বাসস্থান নিরূপিত হইলে পর অমরলালের গৃহে তাঁহার আহারের ব্যবস্থা হইল। অমরলাল মথুরাধামে "জ্যোৎসি-বাবা"* বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি একজন দয়ার্দ্র-চিত্ত ব্যক্তি। অমরলাল গুজরাট প্রদেশবাসী হইলেও মথুরাতে অনেক দিন অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিও উদীচ্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। স্বদেশস্থ ও স্বশ্রেণীস্থ দেখিয়া, অধিকন্তু বিরজানন্দের নিকট পাঠ-বাসনা একান্ত বলবতী বুঝিতে পারিয়া, অমরলাল স্বীয় আলয়ে দয়ানন্দের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কেবল আহার-ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না, তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুরূপ পুস্তকাদিও সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে দয়ানন্দ বলিয়াছেন,—"আহার ও গ্রন্থাদি সম্পর্কে মুক্ত হস্তে সহায়তার নিমিত্ত আমি অমরলালের নিকট যার পর নাই বাধিত আছি। তিনি আহার বিষয়ে এতদূর যত্নপর হইতেন যে, অগ্রে আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া না দিয়া নিজে আহার করিতেন না। বস্তুতঃ তিনি যে একজন মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি তাহাঁতে আর সংশয় নাই।" যাহা হউক এই প্রকারে অবস্থান ও ভোজন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দয়ানন্দ বিরজানন্দের সমীপে আগমন পূর্ব্বক অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

---

* জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে প্রসিদ্ধির নিমিত্ত অমরলাল "জ্যোৎসি-বাবা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ সিন্ধিয়া তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি, মহারাজ সিন্ধিয়া, জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ে পারদর্শিতার নিমিত্ত অমরলালের প্রতি এতদূর তুষ্ট হয়েন যে, তাঁহাকে দশ বারখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। অমরলাল সেই গ্রামগুলির উপসত্ব হইতে প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার গৃহে প্রত্যহ প্রায় একশত ব্রাহ্মণসজ্জন আহার করিতেন। এই স্থলে আর একটি কথা বলা উচিত যে, অমরলালের গৃহে আহার-ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে দয়ানন্দ দুর্গাপ্রসাদ নামক জনৈক সদাশয় ক্ষত্রিয়ের গৃহে কিছু দিন আহার করিয়াছিলেন।

উচ্চারণ-বিশুদ্ধির প্রতি বিরজানন্দের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাঁহার নিকট কোন বিদ্যার্থী অবিশুদ্ধরূপে কোন শব্দ বা শ্লোক উচ্চারিত করিয়া কখন নিষ্কৃতি পাইতেন না। বস্তুতঃ বিরজানন্দের মত শুদ্ধ ও যথাযথ আবৃত্তি অধ্যাপক সম্প্রদায়ের ভিতর প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইত না। যদিও দয়ানন্দ ইতঃপূর্ব্বে অনেক উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার আবৃত্তিগত দোষ একবারে বিদূরিত হয় নাই। সেই হেতু বিরজানন্দের নিকট তাঁহার আবৃত্তি বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধি ঘটিতে লাগিল। বিরজানন্দ তৎপ্রতিকারার্থ তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দয়ানন্দ তাঁহার নিকট পাণিনি ও পাণিনির অনুপম ব্যাখ্যাস্বরূপ মহাভাষ্য পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর উপনিষদ্, মনুস্মৃতি, ব্রহ্মসূত্র ও পতঞ্জলির যোগসূত্র প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বেদ ও বেদাঙ্গাদি পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

দয়ানন্দ স্বীয় আচার্য্যের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রভাব দর্শনে বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অপরিমিত পাণ্ডিত্য ও অত্যাশ্চর্য্য ধী-শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অনেকানেক আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে বিরজানন্দের মত আচার্য্য আর কোথাও দেখেন নাই। সূর্য্যমণ্ডল হইতে যেমন অবিশ্রান্ত তেজোরাশি নিঃসৃত হয়, অথবা নির্ঝর হইতে যেমন অনবরত বারিধারা ক্ষরিত হয়, সেইরূপ দয়ানন্দ দেখিলেন যে, বিরজানন্দের বাগিন্দ্রিয় হইতে নানা শাস্ত্রের নানা প্রসঙ্গ অবিরত বিনির্গত হইয়া শিষ্যমণ্ডলীকে বিমোহিত করিয়া তুলিতেছে। আরও দেখিলেন যে, তিনি হীনচক্ষু হইয়াও আপনার প্রজ্ঞাচক্ষু * দ্বারা সর্ব্ব শাস্ত্রের সর্ব্ব স্থান সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সুচারুরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। বিশেষতঃ দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ-যষ্টি পঞ্জরাস্থিমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও তিনি যুবজনোচিত উৎসাহ ও তেজস্বিতা সহকারে শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। অধিকন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজন্মকাল কোন গ্রন্থ বা কোন গ্রন্থপত্রও পরিদর্শন না করিয়া আপনার সর্ব্ব-বিষয়-ব্যাপিনী স্মৃতিশক্তি প্রভাবে

* দয়ানন্দ বিরজানন্দকে প্রজ্ঞাচক্ষু নামে অভিহিত করিতেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের অনেক স্থলেই তাঁহাকে প্রজ্ঞাচক্ষু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কি ব্যাকরণ-দর্শন, কি সাহিত্য-সংহিতা, কি বেদ-বেদান্ত সর্ব্ব বিদ্যার সর্ব্ব প্রকার তত্ত্ব কথায় কথায় বুঝাইয়া দিতেছেন। বিরজানন্দের মত আচার্য্য যেমন দয়ানন্দ কখন দেখেন নাই, সেইরূপ দয়ানন্দের মত শিষ্যও বিরজানন্দের নিকট কেহ কখন আগমন করেন নাই। সুতরাং দয়ানন্দ যেরূপ বিরজানন্দকে একজন অনন্যসাধারণ আচার্য্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, সেইরূপ বিরজানন্দও দয়ানন্দকে একজন অনন্যসাধারণ শিষ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ফলতঃ এই আচার্য্য-শিষ্য সম্মিলন, উভয়ের পক্ষেই উৎসাহ ও আনন্দের কারণ হইয়া উঠিল। বিরজানন্দ দয়ানন্দকে "কাল-জিহ্ব" বলিতেন। "কাল-জিহ্ব" কি না যাঁহার জিহ্বা কালস্বরূপ,—অর্থাৎ অসত্য বা ভ্রান্তিজাল-খণ্ডনে দয়ানন্দের জিহ্বা যে কালস্বরূপ হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহাকে "কুলঙ্কর" নামেও অভিহিত করিতেন। দয়ানন্দ যে, বিচারক্ষেত্রে "কুলঙ্কর" বা খোঁটার মত অবিচলিত থাকিয়া বিরুদ্ধ পক্ষ পরাভূত করিবেন, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বেদাদি গ্রন্থানুশীলন ভিন্ন দয়ানন্দ বিরজানন্দের নিকট পুরাণ-ভাগবতাদি-খণ্ডন বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিলেন। আর্ষ গ্রন্থের নিদর্শন কি, এবং অনার্ষ বা মনুষ্য-বিরচিত গ্রন্থেরই বা লক্ষণ কি, তিনি তদ্বিষয়ও তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মনুষ্য-বিরচিত গ্রন্থের প্রভাব বা প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান থাকিতে আর্ষ গ্রন্থ সকল যে অধীত বা আশানুরূপ সমাদৃত হইবে না, সেই বিষয়েও তিনি যথোচিত শিক্ষা প্রদান করিলেন। আর আর্ষ গ্রন্থসমূহের অনধ্যয়ন বা অনাদর হেতুই যে, ভারত-ভূমি শত প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিচ্ছিন্ন হইতেছে, এবং ভারত-সমাজ অশেষ-বিধ আবর্জ্জনার অধিকরণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও তিনি প্রিয় শিষ্যের প্রসারিত হৃদয়ে বিলক্ষণরূপে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত বিরজানন্দের চারিত্র-শক্তি দয়ানন্দের ভিতর সংক্রামিত হইল। মহাপুরুষদিগের ইচ্ছা-শক্তি যে অতিশয় প্রবলা, এবং তাঁহারা যে সেই প্রবলা ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা আপনাদিগের প্রভাব অপরের ভিতর বিনিবিষ্ট করিয়া দিতে পারেন, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। তবে সকল আধারেই যে তাঁহাদিগের শক্তি সংক্রামিত হয়, তাহা নহে। যাহা হউক মহাদীপ যেরূপ সমীপস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপাবলীকে অধিকতর উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, সেইরূপ বিরজানন্দও আপনার

শক্তি ও দীপ্তি দ্বারা দয়ানন্দের শক্তি ও দীপ্তিকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

বিরজানন্দ শিষ্যদিগকে প্রায় সর্ব্বদাই বলিতেন যে, আমি এখন যে অগ্নি ধূমাকারে তোমাদিগের ভিতর বিনিবিষ্ট করিয়া দিতেছি, কালে তাহা মহা-অগ্নিতে পরিণত হইয়া ভারতভূমির ভ্রান্ত মত ও ভ্রান্ত বিশ্বাসরূপ জঞ্জালরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। অধিক কি তদ্দ্বারা ভারতক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম্মের বিলুপ্ত-প্রায় দীপশিখা পুনরায় প্রদীপিত হইয়া উঠিবে। বিরজানন্দ-বিনিঃসৃত ধূমজাল আর কোন শিষ্যচরিত্রে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিয়াছিল বলিয়া দেখা যায় না। তবে তদ্দ্বারা যে দয়ানন্দের অন্তর্নিহিত অগ্নি অধিকতর প্রধূমিত ও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল,—এমন কি তাহা প্রলয়াগ্নির পূর্ব্ব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমাদিগের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ফলতঃ দয়ানন্দ, স্বামী বিরজানন্দের নিকট এই প্রকারে অধ্যয়ন কার্য্য পরিসমাপ্ত করিলেন। তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হইতে অন্যূন ছয় কিংবা অনধিক সাত বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। বিরজানন্দের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দয়ানন্দ যাহা ছিলেন, অধ্যয়নান্তে দয়ানন্দ তাহা রহিলেন না। যাহা হউক এতদ্দেশে গুরুদক্ষিণার একটি পদ্ধতি আছে। অধ্যয়ন শেষ হইলে বিদ্যার্থিগণ আপন আপন সাধ্যানুরূপ গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী দয়ানন্দের পক্ষে গুরুদক্ষিণা-রূপ অর্থ সংগ্রহ সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ বিরজানন্দও সে শ্রেণীস্থ গুরু নহেন। অধ্যাপনার বিনিময়ে দক্ষিণা-গ্রহণ বা অন্য কোন উপায়ে অর্থ-সংগ্রহ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সংকল্পের বিরুদ্ধ ছিল। ফলতঃ বিদায় গ্রহণ করিবার সময় সেই প্রশান্ত-প্রকৃতি বর্ষীয়ান্ পুরুষ দয়ানন্দকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং ঈষৎ তেজস্বিতা সহকারে বলিয়া দিলেন যে, —"তুমি আর্য্যাবর্ত্তে আর্ষ গ্রন্থের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিবে, অনার্ষ গ্রন্থ সমূহের খণ্ডন করিবে, এবং ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ প্রাণ পর্য্যন্তও পণ করিবে।"

বিরজানন্দের নিকট অধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক সম্ভবতঃ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দয়ানন্দ মথুরা হইতে আগ্রায় গমন করিলেন। তথায় যমুনাতটের সন্নিকট একটি উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি আগ্রা নগরে প্রায় দুই বৎসর কাল

ছিলেন। সেই সময়ে পণ্ডিত সুন্দরলাল প্রভৃতি কএক ব্যক্তি তাঁহার সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা-সূত্রে সম্বদ্ধ হয়েন। এমন কি সুন্দরলালের সহিত স্বামিজীর প্রীতি-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। সেই প্রীতি-সম্বন্ধ উভয়ের ভিতর আজীবন কাল অবিচ্ছিন্ন ছিল। আগ্রাবাস সময়ে দয়ানন্দ প্রকাশ্যভাবে শাস্ত্রালোচনা বা বক্তৃতাদি কিছুই করিতেন না। সমাগত লোকদিগের সহিত আলাপ-আলোচনা ব্যতীত তিনি তথায় অধিকাংশ কাল ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইয়া রহিতেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি তখন সময়ে সময়ে অবিশ্রান্ত অষ্টাদশ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত যোগারূঢ় হইয়া থাকিতেন। তবে শাস্ত্রালোচনা সম্বন্ধে পুরাণ-ভাগবতাদি আধুনিক গ্রন্থের অসারতা প্রতিপাদন করিতেন, এবং কখন বা বেদাদি আর্ষ গ্রন্থের অনির্ব্বচনীয় মহিমা বর্ণনেও ব্যাপৃত হইতেন। তৎকালে স্বীয় মতামত বিষয়ে তিনি কোন কথা পরিস্ফুট ভাবে বলিতেন না। তবে সে সময়ে বৈষ্ণব মতের প্রতি আদৌ আস্থাবান্ ছিলেন না বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। শৈব মত সম্বন্ধে আস্থাপরায়ণ ছিলেন কি না বলিতে পারি না,—কিন্তু শৈব মত যে সমর্থিত করিতেন, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই। এরূপ কথিত আছে যে, দয়ানন্দ সেই সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিত সুন্দরলালকে শিবোপাসনা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি আপনার কণ্ঠ-বিলম্বিত রুদ্রাক্ষমালাটি, অকৃত্রিম প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ সুন্দরলালকে অর্পণ করিয়াছিলেন।* ফলতঃ দয়ানন্দ তখন মতবিশেষের উপর আপনাকে অবিচলিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাঁহার চিত্ত তখন সংশয়ান্দোলিত। এই কারণ তিনি কখন পত্রযোগে,—কখন বা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আচার্য্যের নিকট সংশয় নিবারণের চেষ্টা করিতেন। দয়ানন্দ এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাল আগ্রা নগরে অতিবাহিত করিয়া গোয়ালিয়রে আগমন করিলেন।

---

* এইরূপ শুনা যায় যে, পণ্ডিত সুন্দরলাল উত্তরকালে আর্য্যসমাজের সহিত অধিকাংশ বিষয়ে একমত হইলেও, এবং দয়ানন্দের সকল কার্য্যের সহিত আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশিত করিলেও তিনি শিবোপাসনা একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি স্বামিজীর প্রদত্ত রুদ্রাক্ষমালাটি অতি যত্নের সহিত গৃহে রাখিয়াছিলেন, এবং প্রতিদিন পূজার সময় সেই মালাগাছটি শ্রদ্ধা সহকারে লইয়া জপ করিতেন। সুন্দরলাল উত্তরপশ্চিম-প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডাকবিভাগের উচ্চতর পদে নিয়োজিত ছিলেন।

গোয়ালিয়রে কোথায় বা কতদিন ছিলেন, তাহার কিছুই জানা যায় না। তৎ-কথিত আত্ম-চরিত আলোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, তিনি তথায় বৈষ্ণব মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তথায় সর্ব্ব সমক্ষে বৈষ্ণব মতের প্রতিকূলে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সহিত উহার অসারতা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দয়ানন্দ একদিন বক্তৃতা-কালে বৈষ্ণবদিগের তিলক-রেখা সম্বন্ধে বলিলেন যে,—"যদি ললাটে কৃষ্ণবর্ণ রেখা ধারণ করিলে মোক্ষলাভ করেন, তাহা হইলে সমগ্র মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ রেখাঙ্কিত করিলে তাঁহারা ত মোক্ষ অপেক্ষা অধিকতর পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।" ধর্ম্ম-বিষয়ক বাহ্য নিদর্শনের প্রতি দয়ানন্দ বালক-কাল হইতেই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। উপরোক্ত উক্তিতে তাঁহার সেই বীতশ্রদ্ধতার স্পষ্টতর নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে। ফল কথা, ধর্ম্ম বিষয়ক বাহ্য অনুষ্ঠান বা বাহ্য নিদর্শন সকল তিনি যে এইরূপ সুতীব্র ভাষায় সমালোচিত করিতেন, তাহার প্রভূত পরিচয় আমরা তাঁহার ভবিষ্য জীবনে দেখিতে পাইব। যাহা হউক দয়ানন্দ তখনও শাস্ত্রাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত অথবা অধীত বিদ্যায় পরিপক্কতা লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। কারণ তথায় শাস্ত্রালোচনা করিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে যে মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধ শব্দ বহির্গত হইত, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে দয়ানন্দ বলিয়াছেন,—"তথায় অনুমতাচার্য্য * নামক এক ব্যক্তি আমার শাস্ত্রালোচনা শুনিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতেন, এবং আপনাকে একজন কেরাণি বলিয়াই পরিচিত করিতেন। বিচার প্রসঙ্গে আমার মুখ হইতে কখন কোন অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র তিনি তাহা সংশোধিত করিয়া দিতেন।"

দয়ানন্দ গোয়ালিয়র হইতে কেরোলিতে আসিলেন। কেরোলিতে কোনরূপ উল্লিখিতব্য শাস্ত্র-বিচার ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে তথায় জনৈক কবীরপন্থীর সহিত যে শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু আলাপ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। কবীরোপনিষদ্ নামক যে একখানি উপনিষদ্ আছে, তাহা তিনি কেরোলিতে সেই কবীরপন্থীর নিকটেই অবগত হয়েন। তাহার

* ভ্রান্তিবশতঃ এই ব্যক্তির নাম অবতরণিকায় অনুত্তমাচার্য্য লিখিত হইয়াছে। ইহাঁর প্রকৃত নাম অনুমতাচার্য্য।

পর তিনি তথা হইতে জয়পুরে আগমন করিলেন। জয়পুরে যাইয়া ঠাকুর রঞ্জিত সিংহের আলয়ে রহিলেন। তথায় হরিশ্চন্দ্র নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র সম্ভবতঃ বৈষ্ণবমতাবলম্বী। দয়ানন্দ হরিশ্চন্দ্রের সহিত বৈষ্ণবমত সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদিগের বিচার ফল অবগত হইবার নিমিত্ত জয়পুরের অধিবাসিগণ উৎসুক হইয়া রহিল। অবশেষে দয়ানন্দ হরিশ্চন্দ্রকে পরাভূত করিয়া শৈবমত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পরাজয়ে দয়ানন্দ যেমন একজন অনন্যসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া জয়পুরবাসীদিগের নিকট প্রখ্যাত হইলেন, সেইরূপ সেই সঙ্গে জয়পুরের মহারাজও শৈব মতের পরিপোষক হইয়া উঠিলেন। * অধিক কি, তিনি স্বয়ং শৈবমত পরিগ্রহ করিলেন। প্রজাবর্গ প্রায় সর্ব্বত্রই রাজপন্থানুসারী। সুতরাং তথাকার অধিকাংশ ব্যক্তিই মহারাজের পন্থানুসরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ উপস্থিত ঘটনায় জয়পুরের অধিবাসিবৃন্দ এতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়িল,—বলিতে কি স্বয়ং মহারাজ নবাবলম্বিত মতের এতদূর পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন যে, শিবনামে ও শিব-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে জয়পুর নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রায় সকলেই আপন আপন কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা বিলম্বিত করিল। এমন কি, রাজকীয় পশুশালায় যত অশ্ব ও হস্তী ছিল, তাহারা সকলেই রুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিত হইয়া এক অভিনব ও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বেশে নগর মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। এই ঘটনায় দয়ানন্দ নিজে এতদূর উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি স্বহস্তে সহস্র সহস্র রুদ্রাক্ষমালা স্বেচ্ছামত বিতরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জয়পুর হইতে পুষ্করক্ষেত্রে গমন করি-

---

* জয়পুরে শৈবমতের সহিত বৈষ্ণবমতের সংঘর্ষণ সম্বন্ধে একবার প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, এই কথা অনেকের নিকট শুনা যায়। এই বিষয়ে কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করায় মথুরার শেঠদিগের প্রসিদ্ধ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়া পাঠান যে, ১৯২০ হইতে ১৯২৪ সম্বতের ভিতর কোন না কোন সময়ে জয়পুরপতি মহারাজ রামসিংহ বৈষ্ণবদিগকে নানা প্রকারে নিগৃহীত করেন। এই কারণ অনেক বৈষ্ণব জয়পুর ছাড়িয়া বিকানীর প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যান। কিন্তু উপরি-উল্লিখিত ঘটনার সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে না। কারণ এই ঘটনায় মহারাজ রামসিংহ লক্ষ্মণগিরি নামক জনৈক সন্ন্যাসীর পরামর্শ-চালিত হইয়াছিলেন।

লেন। পুষ্করক্ষেত্র হইতে আজমীরে আসিয়া শৈবমতেরও প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় জয়পুরপতি গবর্ণর-জেনেরেল কর্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে আগ্রা যাইতেছিলেন। আগ্রা যাইবার পথে তাঁহার বৃন্দাবন দর্শন করিবার সঙ্কল্প ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত রঙ্গাচারী যে বৃন্দাবনে বাস করিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। রঙ্গাচারী বৈষ্ণব-পক্ষ প্রতিষ্ঠার্থ উদ্যত হইলে দয়ানন্দ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া শৈবপক্ষ সমর্থিত করিবেন, এই উদ্দেশে জয়পুরাধিপতি দয়ানন্দকে সমভিব্যাহারে লইবার অভিপ্রায় প্রকাশিত করিলেন। মহারাজের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দয়ানন্দ অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাকে বলিলেন যে, আমি শৈবপক্ষও সত্য বা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। জয়পুরাধিপতি তাঁহার নিকট এই প্রকার অপ্রত্যাশিত কথা কর্ণগোচর করিয়া যে কথঞ্চিৎ বিস্ময়ান্বিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক ইহার কিছুদিন পরে স্বীয় হৃদয়োত্থিত সর্ব্ব প্রকার সন্দেহান্ধকার বিদূরিত করিবার মানসে তিনি মথুরাধামে আগমন করিলেন।*

এইরূপ হইতে পারে যে, দয়ানন্দ বৈষ্ণব মতের ন্যায় শৈব মতেরও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিলেন। তবে তুলনা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব পক্ষ অপেক্ষা শৈব পক্ষ অধিকতর উন্নত বা বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন মাত্র। নচেৎ একবার উহার সমর্থন করিয়া পুনর্ব্বার খণ্ডন করা, তাঁহার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদিগের ধারণা অন্যরূপ। দয়ানন্দ জয়পুরের

* কেহ কেহ বলেন যে, দেশীয় রাজাদিগকে স্বমতে দীক্ষিত করিতে পারিলে ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই মনে করিয়া দয়ানন্দ সর্ব্বাগ্রে গোয়ালিয়র প্রভৃতি দেশীয় রাজাদিগের রাজধানীতে গমন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি দেশীয় রাজাদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শাস্ত্রীয় বিচারে জয়লাভ করিতে পারিলে রাজাদিগের নিকট অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে, দয়ানন্দ তাহা জানিতেন, এবং তাহা জানিয়াই জয়পুর ও কেরোলি প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। আমরা এই দুই প্রকার উক্তিকেই অমূলক বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ স্বমতে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে দয়ানন্দ কোন রাজার নিকট যান নাই। তিনি কোন কোন রাজধানীতে গিয়াছিলেন মাত্র, আর তাঁহার গুরুও দক্ষিণাগ্রহণ-প্রথার একান্ত বিরোধী ছিলেন।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্রের নিকট তুলনা প্রসঙ্গে শৈব মতের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত করিলেন, কিংবা উভয় মতের গুণদোষ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শেষোল্লিখিত মতকেই অধিকতর নির্দ্দোষ বা নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইলেন, আমরা এইরূপ মনে করি না। পক্ষান্তরে তিনি যে তখন শৈব মতে স্বভাবতই আস্থাবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহার সেই আস্থা পরিপক্ক বা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। কারণ তিনি সেই সময়ে যে আপনাকে কোনরূপ সিদ্ধান্ত-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, আমাদিগের এই প্রকার বোধ হয় না। বলিতে কি, তাঁহার চিত্ত তখন ঘোর সন্দেহ-তরঙ্গেই আন্দোলিত হইতেছিল। সেই সন্দেহ সাময়িক বা তাৎকালিক নহে। সেই সন্দেহের রেখাপাত তাঁহার বাল্যচরিত্রেই দেখা গিয়াছে। ফলতঃ তাহা যে দয়ানন্দের তরুণকালোত্থিত সন্দেহের পরিণতি বা প্রসারতা মাত্র, তাহা আর বলিতে হইবে না। ইতঃপূর্ব্বে পাষাণাদি পদার্থ-নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রতি তাঁহার যে সংশয় সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা তখনও নিরাকৃত হয় নাই। জড়পূজা বা জড়দেবতার প্রতি তাঁহার ঘোর অবিশ্বাস উৎপাদিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে জড়াতীত জীবন্ত পুরুষের প্রতি তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাস তখনও বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। বলিতে কি, তিনি এতদিন অবিশ্বাস রূপ গাঢ় অবসাদে যেরূপ অবসন্ন হইতেছিলেন, বিশ্বাসের জ্বলন্ত অগ্নিতে সেরূপ সঞ্জীবিত হইতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি এত কাল অভাবপক্ষে যতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভাবপক্ষে ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এইরূপ স্থলে তাঁহার জীবন যে সংশয়-প্রবাহে অধিকতর পরিচালিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর এক কথা,—বিরজানন্দের শিক্ষা ও সংসর্গহেতু দয়ানন্দের সন্দেহান্ধকার পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। যেহেতু তিনি তৎসমক্ষে চিন্তার অনেক অভিনব রাজ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। অনেক অচিন্তিত-পূর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত দয়ানন্দের অন্তঃকরণে যেরূপ নূতনতর জিজ্ঞাসার সঞ্চার হইয়াছিল, সেইরূপ সেই সঙ্গে তাঁহার সংশয়-তমিস্রাও ঘনতর ভাব ধারণ করিয়াছিল। অতএব যখন তিনি আগ্রার যমুনা-তটবর্ত্তী উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, যখন গোয়ালিয়রে বৈষ্ণবমত-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যখন কেরৌলিতে কবীরপন্থীর সহিত

শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন, যখন জয়পুরের প্রায় যাবতীয় লোককে শৈব-পক্ষে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিলেন, অথবা আবার যখন আজমীর নগরে শৈব-পক্ষের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার চিত্ত যে সংশয়-তমিস্রায় সমাবৃত থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? সংশয়-তমিস্রার ভিতর মনুষ্য যেরূপ কোন বস্তুই সত্য বা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিতে পারে না, সেইরূপ বিষয়-বিশেষের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেও সমর্থ হয় না। ঊষাকালীন কুহে-লিকা মধ্যে পথিক যেরূপ দিগ্বিনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া এক পথ হইতে অন্য পথে আবার অন্য পথ হইতে পথান্তরে পরিচালিত হয়েন, সন্দিগ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিও সেইরূপ কোন প্রকার সিদ্ধান্ত-ভূমির সন্ধান করিতে না পারিয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিভ্রাম্যমাণ হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, দয়ানন্দের তাহাই ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি জয়পুরে যাহার সমর্থন করিলেন, আজ-মীরে যাইয়া তাহার খণ্ডন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তিনি সংশয়ান্দোলিত হইলেও যার পর নাই সরল। সেই হেতু যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিলেন, তৎ-ক্ষণাৎ তাহা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন্ ব্যক্তি কি বলিবেন, সম্প্রদায়বিশেষে তিনি যশোভাজন হইবেন কি না হইবেন, তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই। জনসাধারণের নিন্দা-নিগ্রহের প্রতিও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। জয়পুরাধিপতি যখন রঙ্গাচারীর সহিত বিচারার্থ তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন তিনি যে শৈব-পক্ষেরও পোষক নহেন, এই কথা বলিয়া আপনার অকৃত্রিম সরলতার সহিত অকুতোভয়তারও পরিচয় প্রদান করিলেন। এইরূপ সারল্য-মিশ্রিত সংশয় নিন্দার বস্তু নহে, প্রত্যুত ইহা সর্ব্বতোভাবেই প্রশংসার্হ। কারণ মনুষ্যের জ্ঞানার্জ্জন বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পক্ষে এবম্বিধ সংশয় প্রকৃত বান্ধবতার পরিচয় দিয়া থাকে। যাহা হউক, এই স্থলে আর একটি কথার আলোচনা আবশ্যক। সে কথাটি বড় প্রয়োজনীয়। জন্মদাতা পিতা যদি পুত্র-প্রকৃতিতে সর্ব্বপ্রকারেই সংক্রামিত হয়েন, আর তন্নিমিত্ত দয়ানন্দ যদি পিতৃ-চরিত্রের অনুপম ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্ততা লাভ করিয়া থাকেন, তবে তিনি তাঁহার পিতৃদেবের প্রগাঢ় শিবভক্তিই বা লাভ করিবেন না কেন ? বৈজিক শক্তির সুদূরগামিতা ত সাধারণ নহে। এমন কি, বৈজিক বা কৌলিক প্রভাব একরূপ অনতিক্রমণীয়। সুতরাং

দয়ানন্দের শৈব-পক্ষ সমর্থন একদিকে যেমন সন্দেহ-জনিত, অপরদিকে তাহা সেইরূপ কৌলিক প্রভাব-সম্ভূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

দয়ানন্দ মথুরায় উপনীত হইয়া আচার্য্য-পদে প্রণত হইলেন। বিরজানন্দও প্রিয় শিষ্য-সমাগমে আনন্দানুভব করিলেন। তদনন্তর তিনি আপনার সন্দেহের কথা সকল খুলিয়া বলিতে লাগিলেন। এক দিনে বা এক সময়ে সমস্ত কথা ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্ত দয়ানন্দ স্বীয় বক্তব্য বিষয় সকল ধীরতা সহকারে বিবৃত করিলেন। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সুনিপুণ চিকিৎসকের নিকট আপনার ব্যাধি-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া যেরূপ আশান্বিত হয়, দয়ানন্দও সেইরূপ আচার্য্য-সমীপে আপনার সংশয়-ব্যাধির বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়া আশান্বিত হইলেন। বিরজানন্দ প্রোজ্জ্বল প্রজ্ঞা-দৃষ্টির প্রভাবে শিষ্য-চিত্তের সম্যক অবস্থা সুচারুরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বামিজীর শিক্ষা বা সুচিকিৎসায় দয়ানন্দের সংশয়-ব্যাধি যে অনতিকাল মধ্যেই বিদূরিত হইল, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ব্যাধিত ব্যক্তি ব্যাধির অবসানে যেমন আনন্দিত হইয়া থাকে, অথবা বালারুণের কিরণসম্পাতে যেমন বিহঙ্গকুল পুলকাতিশয্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, দয়ানন্দও সেইরূপ ব্যাধি-বিমুক্ত বা বিগত-সংশয় হইয়া অপার হর্ষরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর বিরজানন্দ তাঁহাকে তদবলম্বিত ব্রতের কথা,—অর্থাৎ ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম-স্থাপনার কথা পুনর্ব্বার বুঝাইয়া দিলেন। অধিকন্তু সেই ব্রতোদ্‌যাপনের নিমিত্ত শিষ্য-হৃদয়ে অধিকতর উৎসাহাগ্নি সঞ্চারিত করিলেন। আচার্য্যের নিকট এইরূপে উন্মুক্ত-সংশয় ও উৎসাহিত হইয়া দয়ানন্দ মথুরা হইতে হরিদ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। ইহার পর তাঁহার সহিত বিরজানন্দের আর সাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠে নাই।

হরিদ্বারে তখন কুম্ভমেলা উপস্থিত। সহস্র সহস্র লোক ধর্ম্মার্থী হইয়া তথায় উপনীত হইয়াছে। নানা শ্রেণীস্থ ও নানা সম্প্রদায়স্থ সাধু-সন্ন্যাসী, দণ্ডি-পরমহংস, বৈরাগী-ব্রহ্মচারী নানাস্থান হইতে সমাগত হইয়া সেই পুণ্য-ভূমিকে অধিকতর পবিত্র করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদিগের বিচিত্র পরিচ্ছদে, বিবিধ ভাবে ও ভজন-সাধনার বিভিন্ন প্রকার প্রণালীতে সেই লোকারণ্য এক

অপূর্ব্ব শোভায় পরিশোভিত হইতেছে। কি সাধু-সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ-উদাসীন, সকলেই সেই শুভ মুহূর্ত্তের নিমিত্ত সতৃষ্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই শুভ মুহূর্ত্তে হিমাচলতল-বাহিনী জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে স্নাত বা নিমজ্জিত হইয়া অক্ষয় ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে অপেক্ষা করিতেছে। ভারতক্ষেত্রে যত প্রকার মেলা আছে, তাহার ভিতর কুম্ভের মত কোন মেলাই বিশাল বা ব্যাপক নহে। কুম্ভ যথার্থ পক্ষেই মহামেলা। একমাত্র কুম্ভ ভিন্ন অপর কোন ঘটনা উপলক্ষে, এত গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর সমাবেশ কখনই ঘটিয়া উঠে না। দয়ানন্দ জানিতেন যে, শাস্ত্রালোচনার পক্ষে এইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্র সহজে পাওয়া যাইবে না। দয়ানন্দ ইহাও জানিতেন যে, ভারতবর্ষীয় সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোপরি বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার এইরূপ সময় ও সুবিধাও সহজে সংঘটিত হইবে না। এই সকল জানিয়া বা বুঝিয়াই তিনি হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেই মেলাভূমির মধ্যে একখানি পর্ণকুটীরে দয়ানন্দ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই কুটীরোপরি পতাকা উত্তোলন করিলেন। পতাকা "পাষণ্ড-মর্দ্দন" নামে অভিহিত হইল। "পাষাণ্ড-মর্দ্দন" পতাকা তাঁহার কুটীরোপরি উড্ডীয়মান থাকিয়া বহুকাল পরে বৈদিক ধর্ম্মের জয়-ঘোষণা করিতে লাগিল। এই প্রকারে ঊনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিদ্বারের পবিত্র ভূমিতে ও কুম্ভের পবিত্র সময়ে পতাকা উত্তোলন পূর্ব্বক মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের পুনরুদ্বোধন করিলেন।

দয়ানন্দের পতাকা-পরিচিহ্নিত কুটীরের প্রতি মেলাক্ষেত্রের নানা লোক নানা ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কেহ ঈষৎ বিস্মিত হইল, কেহ বিরক্ত হইল, আবার কেহ বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পতাকার নিকট আগমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের হৃদয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের অনেকের অন্তরেই কৌতূহল-শিখা জ্বলিয়া উঠিল। এমন কি সেই পতাকা-উত্তোলনকারীকে দেখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের অনেকেই দয়ানন্দের কুটীর-পার্শ্বে সমবেত হইতে লাগিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ কুটীরের ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, একজন তেজঃপ্রভাব-সমন্বিত সন্ন্যাসী গর্জ্জনোন্মুখ সিংহের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। সন্ন্যাসীর সহিত সন্ন্যাসীদিগের আলাপ হইল, আলাপে অগ্নি

উদ্গিরিত হইল, এবং সেই উদ্গিরিত অগ্নিরাশি উভয়-পক্ষকে উত্তেজিত করিয়া ঘোর বিচারের অবতারণা করিল। দয়ানন্দ সেই বিচারাগ্নিতে ভারতের মিথ্যা শাস্ত্র সকলকে দগ্ধ করিলেন, মনুষ্য-প্রচারিত মতসমূহকে ভস্মীভূত করিবার প্রয়াস পাইলেন, এবং পরিশেষে শ্রুতি-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই যে সত্য ও সনাতন ধর্ম্ম, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি বিচার-প্রসঙ্গে ইহা উত্তমরূপ বুঝিতে পারিলেন যে, কি সন্ন্যাসী, কি সংসারী প্রায় সকলেই তদবলম্বিত পথের বিরোধী। তিনি যে কোন সাধুর সহিত পরিচিত হইলেন, যে কোন সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিলেন, অথবা যে কোন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু গৃহীর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা উত্থাপিত করিলেন, সকলেই প্রচলিত মতের অনুরাগী ও অনার্ষ গ্রন্থের পক্ষপাতী। যেমন দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত হয়, যেমন মহাপ্লাবনে গৃহ, প্রাঙ্গণ, প্রান্তর পতঙ্গ, পশু, কীট, কীটাণু প্রভৃতি সমস্তই প্লাবিত হইয়া যায়, দয়ানন্দ দেখিলেন যে, সেইরূপ অজ্ঞানতারূপ মহাপ্লাবনে ভারতভূমির প্রায় সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায় বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত-বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। সত্যনিষ্ঠা ও সরলতার অভাবে এতদ্দেশের আদ্যোপান্তই অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণ তিনি স্থির করিলেন যে, এই শ্মশানভূমিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, কিংবা এই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বত্র-প্রসারিত অসাড়তার ভিতরে সজীবতার উদ্বোধন করিতে যাওয়া একরূপ অনর্থক প্রয়াসমাত্র। অধিকন্তু এই প্রকার ব্রতাবলম্বন জীবনের পক্ষে বড়ই অশান্তিপ্রদ। এইরূপ চিন্তার পর স্থিরীকৃত হইল যে, কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, অথবা বিচার-বিদ্রোহ-পরিপূরিত সংস্কারক্ষেত্রে অবতরণ না করিয়া, শান্ত ও সমাহিত চিত্তে জীবন-যাপন করাই তাঁহার পক্ষে বিহিত ও যুক্তিসঙ্গত। তদনুসারে দয়ানন্দ আপনার গ্রন্থরাশি ও অপরাপর সামগ্রী বিতরণ করিলেন, এবং ভস্মানুলেপিত দেহে সেই কুটীর মধ্যে মৌনী হইয়া যোগচর্য্যায় প্রবৃত্ত রহিলেন। কিন্তু যে শক্তি সংসারের হিতসাধন উদ্দেশে অবতারিত হইয়াছে, তাহা রুদ্ধগতি হইয়া থাকিবে কেন? যে জ্যোতি জগতের অজ্ঞান-তমিস্রা হরণ করিবার নিমিত্ত সৃজিত হইয়াছে, তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিবে কেন? শক্তির বিকাশ হইবেই হইবে,—যাহা জ্যোতি তাহা অবশ্যই প্রতিভাত হইবে। সুকঠিন শৈলাবরণেও যেমন

উৎসের তেজস্বিনী জলধারা রুদ্ধ হইয়া রহে না, কিংবা চন্দ্রমার উদ্ভিন্ন কিরণ-মালা যেমন মেঘচ্ছায়ায় চিরদিন সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, দয়ানন্দের অন্তর্নিহিত শক্তিও সেইরূপ অধিক দিন সংরুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিল না। একদা কোন ব্যক্তি তাঁহার কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্" ইত্যাদি আবৃত্তি পূর্ব্বক ভাগবতের সর্ব্বোপরি প্রাধান্য সংস্থাপনার্থ চেষ্টা করিবামাত্র তাঁহার হৃদয়-নিহিত শক্তিনিচয় বহ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। অধিকন্তু আগন্তুক লোকটি যখন বলিলেন যে, ভাগবতের অপেক্ষা বেদ নিকৃষ্ট বা নিম্ন-পদবীস্থ, তখন তিনি আর মৌনব্রত রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি তখন সুপ্তোত্থিত সিংহের মত তেজস্বিতার সহিত সেই অযথা ও সর্ব্বথা অসঙ্গত কথার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক তৎকালে তিনি আপনার পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন। কারণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, প্রচার-পথ কণ্টকাকীর্ণ হইলেও, অথবা নরলোকের শুভসাধন পক্ষে প্রতি পদে বিঘ্ন-বিপত্তি বিদ্যমান থাকিলেও, তদ্বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যুত ধর্ম্মলাভ বা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পথে ইহাকে একটি অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে অবলম্বন করাই বিধেয়। ফলতঃ এইরূপ চিন্তা ও আলোচনান্তে দয়ানন্দ মনুষ্যজাতির মঙ্গলের উদ্দেশে জ্ঞানালোক বিকিরণ করাই স্বীয় জীবনের একটি অবশ্য অনুষ্ঠেয় ব্রত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রচার যাত্রা,—কাম্পিল নগর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান ভ্রমণ,—ফরাক্কাবাদ আগমন,—
তথায় মূর্ত্তিপূজা খণ্ডন,—উৎপীড়ন ও আক্রমণের চেষ্টা,—বৈদিক পাঠশালা
স্থাপন,—রামগড়ে আগমন ও শত্রুহস্তে প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা,—
প্রয়াগে আগমন ও ব্যক্তিবিশেষকে খ্রীষ্টধর্ম্ম-পরিগ্রহ
বিষয়ে নিরস্ত করণ,—প্রাণ-বিনাশের
পুনর্ব্বার চেষ্টা।

---

ব্রত-নিরূপণের পর দয়ানন্দ একান্তভাবে চিন্তানিবিষ্ট হইলেন। ব্রত-উদ্‌যাপন বিষয়ে কি কি বিঘ্ন আছে, এবং কিরূপ প্রণালী বা পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক যত প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা তিনি আপনাপনি উত্থাপিত করিয়া আপনাপনিই খণ্ডিত করিলেন।*

* এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্বামিজী প্রচার-যাত্রায় বাহির হইবার পূর্ব্বে স্বীয় কুটীরের সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষবিশেষকে পূর্ব্বপক্ষ এবং আপনাকে উত্তরপক্ষ রূপে কল্পনা করিয়া লইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিপাদন সম্বন্ধে যাবতীয় আপত্তি বা সংশয় নিরাকৃত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই বৃক্ষটি যেন পূর্ব্বপক্ষরূপে এক একটি আপত্তি বা প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছে, আর তিনি উত্তরপক্ষরূপে তৎসমূহের খণ্ডন করিতেছেন। এই প্রকারে সেই বিষয়ের সমস্ত আপত্তি মীমাংসিত করিয়া ও আপনার ভিত্তিভূমিকে সর্ব্বাংশে সুদৃঢ় করিয়া লইয়া তবে তিনি প্রচারক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। আমরা এই কথা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। তিনি যখন কানপুরের গঙ্গাতীরে স্বামিজীর সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন স্বামিজী তাঁহাকে এক দিন প্রাতে মুখপ্রক্ষালন সময়ে কথায় কথায় এই কথাটি বলিয়াছিলেন।

সমরনীতি-নিপুণ সেনাপতি যেরূপ যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তন্ন তন্ন রূপে আলোচনা করিয়া ধৃতাস্ত্র হয়েন, দয়ানন্দও সেইরূপ অবলম্বিত ব্রতের বিঘ্ন, বাধা, প্রকৃতি, পারণাম প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিয়া ধৃতাস্ত্র হইলেন। তিনি সম্ভবতঃ কুম্ভের অবসানে হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিলেন। সেই সময় খ্রীষ্টাব্দের ১৮৬৭ কিংবা ১৮৬৮ হইবে। কেননা সম্বতের ১৯২৪ অব্দেই পূর্ব্ব-কথিত কুম্ভের অধিবেশন হইয়াছিল। তাহা হইলে দয়ানন্দের বয়ঃক্রম তখন তেতাল্লিশ বা অনধিক চোয়াল্লিশ বৎসর ধরিতে হইবে।

হরিদ্বার যেরূপ পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর উৎপত্তি-স্থল বলিয়া প্রথিত, সেইরূপ উহা ঊনবিংশতি শতাব্দীতে বৈদিক ধর্ম্মের উৎস-ভূমি বলিয়া ভারতীয় ইতিহাসে স্থান পাইবারও উপযুক্ত। হরিদ্বার হইতে ভাগীরথীর উদ্দাম তরঙ্গমালা যেমন ভারতভূমির শতবিধ কল্যাণের নিমিত্ত প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ আর্য্যাবর্ত্তের অশেষ প্রকার মঙ্গলের জন্য বৈদিক ধর্ম্মের পবিত্র বারিধারাও তথা হইতে প্রবাহিত হইল। বৈদিক ধর্ম্মস্রোত গঙ্গাস্রোতের সহিত সমভাবে না হইলেও সমভূমিতে চালিত হইতে লাগিল। কারণ দয়ানন্দ অনুগাঙ্গ প্রদেশ সমূহের ভিতর দিয়াই বৈদিক ধর্ম্মের আলোক বিকিরণ পুরঃসর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে নানা স্থান অতিক্রম করিয়া তিনি কাম্পিল নগরে উপস্থিত হইলেন। কাম্পিল নগর মহাভারত-বর্ণিত দ্রুপদরাজার রাজধানী বলিয়া বিখ্যাত, এবং উহা ফরাক্কাবাদ নগরের প্রায় পনর ক্রোশ পশ্চিমে ভাগীরথী-তীরে প্রতিষ্ঠিত। তথায় কমলাপতি নামক এক ব্যক্তির গঙ্গাতীর-স্থিত উদ্যানে তিনি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতবর জোয়ালা দত্ত * প্রথমতঃ কাম্পিল নগরেই স্বামিজীকে দর্শন করেন। জোয়ালা দত্ত বলেন যে, —"স্বামিজীর পরিধানে তখন একমাত্র নেঙ্গুটি ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার দেহ হইতে তখন এক প্রকার অপূর্ব্ব দীপ্তি বিনির্গত হইতে-

* ইঁহার কথা ইহার পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি এখন আজমীর নগরে দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বৈদিক যন্ত্রালয়ের গ্রন্থ-সম্পাদক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ফরাক্কাবাদে দয়ানন্দের বৈদিক পাঠশালা সংস্থাপিত হইলে ইনি অপর দুইজন বিদ্যার্থীর সহিত সেই পাঠশালায় প্রথমতঃ প্রবিষ্ট হয়েন। বিশেষতঃ ইনি স্বামিজীর সংস্কৃত-হিন্দী পত্র-লেখক ও বেদ-ভাষ্যের অনুবাদ-কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

ছিল। তিনি কাম্পিল নগরে ব্রাহ্মণের হস্তে আহার করিতেন, আর শীত ঋতু হইলেও রাত্রিকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে তৃণাবৃত হইয়া ও কণ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত কেবল মুখভাগ বাহির করিয়া রাখিয়া শুইয়া থাকিতেন।" জোয়ালা দত্ত তথায় স্বামিজীর নিকট সন্ধ্যা-তর্পণ শিক্ষা করিলেন। তথাকার অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁহার প্রভাব বা উপদেশ অনুসারে প্রতিদিন সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহাদিগের অনেকে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিতেও লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তথাকার কোন ব্রাহ্মণ বা কোন পণ্ডিত মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিংবা তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, এইরূপ কিছুই শুনা যায় না। যাহা হউক এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিয়া তিনি কাম্পিল নগর হইতে ফরাক্কাবাদের অদূরস্থিত কায়েমগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ-দিগ্বিজয়ার্ক-প্রণেতা পণ্ডিত গোপাল রাও হরির সহিত কায়েমগঞ্জেই স্বামিজীর সাক্ষাৎ ঘটে। এই বিষয়ে গোপাল রাও বলেন যে,—"আমি তথায় এক দিন শীত ঋতুর সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরস্থ একটি উদ্যানে গিয়া দেখিলাম যে, একজন সন্ন্যাসী কতকগুলি খড় জড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছেন।" তিনি সন্ন্যাসীর সহিত অনেক বিষয়ে আলাপ করিলেন, বিশেষতঃ মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই সেই আত্মানন্দ-কথিত দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী। * যাহা হউক দয়ানন্দ তাহার পর কায়েমগঞ্জ হইতে ফরাক্কাবাদে আসিলেন।

ফরাক্কাবাদে আসিয়া গঙ্গাতটের সন্নিকট একটি স্থানে দয়ানন্দ অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ নগরের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল। সেই হেতু তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে প্রতি-দিন শত শত লোক সমাগত হইতে লাগিল। লালা পান্নালাল নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রত্যহ আগমন করিতে লাগিলেন। পান্নালাল

---

* পণ্ডিত গোপাল রাও হরি গ্রন্থকারকে বলিয়াছেন যে, কায়েমগঞ্জে দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে আত্মানন্দ স্বামী নামক একজন হরিদ্বার-প্রত্যাগত সন্ন্যাসীর সঙ্গে এমরেতপুরে তাঁহার দেখা ও মূর্ত্তিপূজাবিষয়ে আলাপ হয়। তাহাতে আত্মানন্দ গোপাল রাওকে বলেন যে,—"আমার পশ্চাতে এমত একজন দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী আসিতেছেন, মূর্ত্তিপূজা খণ্ডনই যাঁহার জগতে প্রধান কার্য্য হইবে।"

ফরাক্কাবাদের প্রসিদ্ধ রইস্ লালা দুর্গাপ্রসাদের খুল্লতাত ছিলেন। দয়ানন্দ দিবাভাগে বহুলোক-পরিবৃত হইয়া থাকিতেন বলিয়া মনের নানা সংশয় বা হৃদয়ের নিগূঢ় কথা তাঁহার নিকট প্রকাশিত করা পান্নালালের পক্ষে সুবিধা-জনক হইত না। এই কারণ পান্নালাল প্রতিদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় স্বামিজীর নিকট গমন পূর্ব্বক মুক্ত হৃদয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেন। দয়ানন্দ তখন সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেন। যদিও তৎকথিত সংস্কৃত অতিশয় সরল ও সুখবোধ, তথাপি তাহা প্রমুক্তভাবে প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিবার পক্ষে পান্নালালকে বাধা প্রদান করিত। পান্নালাল যে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মান্বেষী এবং তদনুরোধে তাঁহার সহিত একান্ত আলাপ-প্রার্থী, তাহা বুঝিতে পারিয়া দয়ানন্দ তাঁহার সহিত হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দয়ানন্দের সঙ্গে আলাপ করিয়া ও তাঁহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া পান্নালাল পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং কিছুদিন পরে তাঁহার একজন অনুরক্ত ব্যক্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে মূর্ত্তিপূজার প্রতি তীব্র আক্রমণ নিমিত্ত ফরাক্কাবাদের বহুলোক দয়ানন্দের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিল। এমন কি তাঁহাকে প্রহার করিয়া স্থানান্তরিত করিবার জন্য স্থানে স্থানে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। জনৈক দুষ্ট-স্বভাব বৈরাগী গঙ্গাপুত্রদিগের * নিকট ঘোষণা করিল যে, দয়ানন্দ গঙ্গার মাহাত্ম্য বিনষ্ট করিতেছেন, আর হিন্দুদিগের নিকট প্রচার করিতে লাগিল যে, দয়ানন্দ দেবমূর্ত্তি সমূহের দেবত্ব বা মহিমা বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতেছেন। এই হেতু আপনাদিগের জীবিকাহানির আশঙ্কা করিয়া একদিকে গঙ্গাপুত্রগণ, এবং অপরদিকে হিন্দুসম্প্রদায়ের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ উত্তেজিত বা উষ্ণ-শোণিত হইয়া দয়ানন্দকে অবমানিত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু অবমানিত বা প্রহারিত করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার দেহস্পর্শ করিতেও না পারিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসিল। কথিত আছে যে, দয়ানন্দ ফরাক্কাবাদ নগরে মূর্ত্তিপূজার প্রতিকূলে এরূপ প্রবল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং সেই উত্থাপিত আন্দোলন এরূপ আশু-ফলপ্রদ হইয়াছিল

* ইহারা গঙ্গাতীরে থাকিয়া গঙ্গাস্নানার্থী ব্যক্তিদিগকে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কার্য্যে সাহায্য করে, এবং তদ্দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই কারণ ইহাদিগের নাম গঙ্গাপুত্র।

যে, কতকগুলি সরল-প্রকৃতি ও সত্যানুরাগী ব্রাহ্মণ তাঁহার উপদেশ শুনিবামাত্র আপনাদিগের মন্দির হইতে মূর্ত্তিসমূহ ফেলিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।* এই প্রকার ঘটনা একবারে অমূলক বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। কারণ স্বামিজীর বিচারশক্তি এতদূর হৃদয়স্পর্শিনী ছিল, এমন কি তাঁহার ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা সময়ে সময়ে শ্রোতৃবৃন্দের এতদূর হৃদয়োন্মাদিনী হইয়া উঠিত যে,অনেকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াই তৎ-প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতেন, অথবা করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিতেন। তবে এইরূপ ঘটনা প্রথমবারে না ঘটিলেও বারান্তরে ঘটিয়া থাকিতে পারে। যেহেতু তিনি ফরাক্কাবাদে একাধিকবার আগমন ও সময়ে সময়ে মাসাধিক কাল ধরিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। ফল কথা, ফরাক্কাবাদের অধিবাসিগণ যে দয়ানন্দের প্রতি বারম্বার অত্যাচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণরূপ বুঝিতে পারা যায়। একবার তথাকার এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিক মূর্ত্তি-পূজার বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বহু অর্থব্যয় পূর্ব্বক কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে একখানি ব্যবস্থাপত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থাপত্রখানি যে প্রতিমাপূজার প্রতিপাদক, তাহা আর বলিতে হইবে না। তাহার পর বাদ্যভাণ্ড সহকারে ও তিন চারি সহস্র লোক সমভিব্যাহারে মহা সমারোহ পূর্ব্বক সেই বণিক দয়ানন্দরূপ দুর্দ্দান্ত অরি দলন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর একবার ডাকবিভাগের একজন কর্ম্মচারী সুরাপানে উন্মত্ত ও শিবিকায় আরূঢ় হইয়া বহুসংখ্যক লাঠিয়াল সঙ্গে দয়ানন্দ-দমনার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বিপক্ষীয় লোকদিগের কোন বারের কোন চেষ্টাই সার্থক হইতে পারে নাই। যাহা হউক ফরাক্কাবাদের অধিকাংশ লোক দয়ানন্দের প্রতি এইরূপে বিরক্ত ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিলেও, পূর্ব্বোল্লিখিত

---

* The Christian Intelligencer of March 1870, quoted in The Triumph of Truth, p 31. আর্য্যসিদ্ধান্ত সম্পাদক পণ্ডিত ভীম সেন শর্ম্মা বলেন যে, ফরাক্কাবাদে যখন স্বামিজীকে উৎপীড়িত করিবার জন্য লোকে নানাপ্রকার চেষ্টা করে, তখন কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তি একটি শিবমূর্ত্তি আপনারাই উৎপাটিত করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সাধারণের নিকট প্রচারিত করিয়া দেয় যে, দয়ানন্দই সেই কার্য্য করিয়াছেন। তদ্দ্বারা উৎপীড়নকারীদিগের আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠে।

পান্নালাল প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও ভক্তি কিছুমাত্র তিরোহিত না হইয়া দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

দয়ানন্দ ফরাক্কাবাদে একটি বৈদিক পাঠশালা স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তিনি বৈদিক পাঠশালা স্থাপনের আবশ্যকতা ইহার পূর্ব্বেই উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আর্য্যজাতির শাস্ত্র-ভাণ্ডারে যে সকল মহামূল্য রত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নির্ব্বাচন হওয়া আবশ্যক। কারণ সেই সকল সঞ্চিত রত্নের সহিত রত্নের নামে অনেক কাচখণ্ডও মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কাচখণ্ডের সহিত রত্নখণ্ডের স্বতন্ত্রতা-সাধন,—আর্ষ গ্রন্থের সহিত অনার্ষ গ্রন্থের পার্থক্য-প্রতিপাদন, তিনি একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্র-নির্ব্বাচন কার্য্যে প্রকৃত শাস্ত্রীর প্রয়োজন। ভারতভূমির নানা স্থলে নানা শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা থাকিলেও, কিংবা সভাক্ষেত্রে বা সামাজিক অনুষ্ঠান-বিশেষে নানা দেশীয় শাস্ত্রীসমূহের সমাবেশ হইলেও এতদ্দেশ যথার্থপক্ষেই শাস্ত্রিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ ভারতে শাস্ত্র-নির্ব্বাচক শাস্ত্রীর নিতান্তই অভাব। এই অভাব নিবারণার্থই দয়ানন্দের বৈদিক পাঠশালার সঙ্কল্প। আর একটি কথা,—ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ কেবল শাস্ত্র-নির্ব্বাচনেই অপটু নহেন। অধিকন্তু সত্য-নিষ্ঠা সম্পর্কেও তাঁহারা এখন বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। বলিতে কি, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে পরাজিত হইলেও সত্যের অনুরোধে তাহা স্বীকার করিতে সম্মত হয়েন না। এই সকল কারণে,—এক কথায় এক দল সত্যনিষ্ঠ শাস্ত্রী-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে দয়ানন্দ বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার্থ উৎসুক হইয়া উঠিলেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতার বিষয় দয়ানন্দ পান্নালাল প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই হিতকর প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। সুতরাং অবিলম্বেই স্বামিজীর প্রস্তাবে এবং পান্নালাল প্রভৃতির উদ্যোগ ও উৎসাহে ফরাক্কাবাদে একটি বৈদিক পাঠশালা সংস্থাপিত হইল। প্রথমতঃ পান্নালালের উদ্যান-বাটিকাতে বৈদিক পাঠশালার কার্য্য চলিতে লাগিল। পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিত জোয়ালা দত্ত ও অপর দুই ব্যক্তি সেই পাঠ-শালায় প্রথম বিদ্যার্থীরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় পাণিনিই প্রথম পাঠ্য-পুস্তক

রূপে অবলম্বিত ও অধ্যাপিত হইতে লাগিল। ইহার পর দয়ানন্দ কাশগঞ্জ, ছলেশ্বর ও মৃজাপুর প্রভৃতি স্থানেও এক একটি বৈদিক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক ফরাক্কাবাদে বৈদিক পাঠশালা প্রতিষ্ঠার পর তিনি কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

দয়ানন্দ ফরাক্কাবাদ হইতে সম্ভবতঃ রামগড়ে আসিলেন। তদুল্লিখিত আত্মচরিত পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, তিনি ইহার পূর্ব্বেও রামগড়ে আসিয়াছিলেন। রামগড়ে মূর্ত্তিপূজার প্রতিবাদ করিলেন, তৎসঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনেও প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে তথাকার কতকগুলি পণ্ডিত বিচারার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। সমাগত পণ্ডিতদিগের সহিত দয়ানন্দ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতগণ বিচারপদ্ধতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া অথবা অসদিচ্ছা-পরিচালিত হইয়া সকলে এক সঙ্গে বা এক সময়ে আপন আপন ইচ্ছামত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের বিচারকার্য্য ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলাময় হইয়া উঠিল। দয়ানন্দ এইরূপ অনিয়মিত বা অযথা-পরিচালিত বিচার-ব্যাপারকে কোলাহল বলিয়া অভিহিত করিলেন। বস্তুতঃ এবম্বিধ বিচার কোলাহল শব্দে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণই উপযুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই কোলাহল-প্রবৃত্ত পণ্ডিতগণ আপনাদিগের অসঙ্গত বা অপণ্ডিতোচিত আচরণের নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহারা স্বামিজীকেই "কোলাহল-স্বামী" নামে অভিহিত করিয়া উপহাস সহকারে আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু রামগড়ে দয়ানন্দের প্রাণবধার্থ উদ্যোগ হইল। চিত্রণগড় হইতে দানব-প্রকৃতি দশ জন লোক আসিয়া তাঁহার প্রাণহননের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই দানবদিগের সহিত কোলাহলপ্রিয় পণ্ডিতবর্গের কোন প্রকার সম্বন্ধ বা ষড়যন্ত্র ছিল কি না বলা যায় না। তবে তাহা থাকাও অসম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই দুর্ব্বৃত্তদিগের দুষ্টাভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। কারণ দয়ানন্দ তাহাদিগের দুষ্টাভিসন্ধির বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বিশিষ্টরূপ কৌশলাবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগের আক্রমণ হইতে আত্মপ্রাণ রক্ষা করিয়া ফরাক্কাবাদে চলিয়া আসিলেন।

এই যাত্রায় তিনি ব্যাখ্যা বা বিচারাদি বিষয়ে কিছুই করেন নাই। যে কএক

দিবস ফরাক্কাবাদে ছিলেন, সেই কএক দিবস বৈদিক পাঠশালার পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান কার্য্যেই অতিবাহিত করিলেন। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তাঁহার অবিদ্যমানে বৈদিক পাঠশালায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বিশৃঙ্খলার মূল কি তাহা বুঝা যায় না। তবে পাঠশালার জনৈক ছাত্রের সহিত এক জন উদ্যানরক্ষকের বিবাদ-বশতই যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, এই কথা অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হওয়ায়,—বিশেষতঃ উদ্যানপতি পান্নালাল সেই বিবাদ-সম্ভূত বিশৃঙ্খলা নিবারণের কোন প্রকার প্রতিবিধান করিতে না চাওয়ায়, দয়ানন্দ পাঠশালা স্থানান্তরিত করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। অবশেষে গঙ্গাতীরবর্ত্তী যে স্থানে তিনি অবস্থিতি করিতেন, পাঠশালা সেই স্থানে লইয়া গেলেন। পাঠশালার স্থান পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার পোষণ বা রক্ষণ-বিষয়ক ব্যবস্থাও কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হইল। নির্ভয়রাম নামক একজন সদাশয় বণিক বিদ্যার্থীদিগের আহার-ভার গ্রহণ করিলেন, এবং লালা জগন্নাথপ্রসাদ নামক জনৈক উদারচিত্ত ব্যক্তি অধ্যাপকদিগের বেতন-ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। * এই প্রকারে বৈদিক পাঠশালা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুচারুরূপে ব্যবস্থিত করিয়া দয়ানন্দ ফরাক্কাবাদ হইতে কানপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর কানপুর হইতে প্রয়াগধামে উপস্থিত হইলেন।

প্রয়াগে মহাদেবপ্রসাদ নামক একজন সরলচিত্ত ব্যক্তি আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত একখানি বিজ্ঞাপন-পত্র প্রচারিত করেন। বিজ্ঞাপন-পত্রে প্রতিপাদন-কাল তিন মাস মাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। অধিকন্তু উহা প্রতিপাদিত করিতে না পারিলে তিনি যে খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিবেন, এই কথাও তাহাতে বিবৃত করেন। প্রয়াগবাসী পণ্ডিতগণ নির্দ্দিষ্ট কালের ভিতর নির্দ্দিষ্ট বিষয় প্রতিপাদন করিতে পারিয়াছিলেন, এইরূপ

* প্রথমতঃ পণ্ডিত ব্রজকিশোর, তাহার পর মথুরাবাসী পুর্ব্বোক্ত পণ্ডিত যুগলকিশোর প্রভৃতি ব্যক্তি এই পাঠশালার অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হয়েন। বলা বাহুল্য যে, দয়ানন্দ নিজেও কিছুদিন এই পাঠশালার অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতবর জোয়ালা দত্তের ন্যায়, পণ্ডিতবর ভীমসেনও কিছুদিন পরে এই পাঠশালায় বিদ্যার্থীরূপে প্রবেশ করেন। ফল কথা, বিদ্যার্থী-সংখ্যায় ফরক্কাবাদের পাঠশালা এক সময় উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল।

বোধ হয় না। তবে পণ্ডিতগণ যে তদ্বিষয়ে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। কিন্তু তাহা করিলেও তাঁহাদিগের চেষ্টা বা মীমাংসায় মহাদেব প্রসাদ পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই। এমত সময়ে আর্য্যধর্ম্মের অদ্বিতীয় প্রবক্তা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত প্রয়াগে মহাদেব প্রসাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। দয়ানন্দ তাঁহাকে অনুসন্ধিৎসু দেখিয়া এবং তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আর্য্যধর্ম্মই যে প্রকৃত ও সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত ধর্ম্ম, তাহা তাঁহার নিকট অনায়াসে প্রতিপাদিত করিলেন। সুতরাং তখন তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। মহাদেবকে বিধর্ম্মাবলম্বন বিষয়ে নিরস্ত করায় দয়ানন্দের নাম ও মহিমা প্রয়াগের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রয়াগেও তাঁহার প্রাণহরণের নিমিত্ত কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি প্রেরিত হইয়াছিল। সে বারে মহাদেব প্রসাদের চেষ্টাতেই তিনি প্রাণরক্ষা পাইলেন। যাহা হউক তাঁহার প্রাণ-বিনাশার্থ এইরূপ বারম্বার উদ্যোগের পশ্চাতে একটা কিছু নির্দ্দিষ্ট পরিচালনা ছিল বলিয়া আমাদিগের অনুমান হয়। ইহা হইতে পারে যে, কতকগুলি দুর্ব্বুদ্ধি-পরিচালিত নীচমনা লোক দয়ানন্দকে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রণাবদ্ধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অতি গোপনে তাহারা একদল ঘাতকও নিযুক্ত করিয়াছিল। ঘাতকগণ অতিশয় অলক্ষিতভাবে থাকিয়া দয়ানন্দের অনুসরণ করিত, এবং তাঁহার প্রাণ-বধার্থ সর্ব্বদাই সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। তাহা না হইলে তাঁহার প্রাণ-হননের নিমিত্ত একাধিক স্থানে একাধিকবার উদ্যোগ দেখা যাইবে কেন?

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ !

কাশী আগমন,—আগমন-জনিত আন্দোলন,—কর্ত্তব্য-নিরূপণ বিষয়ে কাশীনরেশের সহিত পণ্ডিতদিগের পরামর্শ,—কাশীর মহাবিচার,—প্রতিমা ও পুরাণ শব্দের অর্থনির্ণয়,—বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ও পণ্ডিত বালশাস্ত্রী প্রভৃতির প্রশ্ন,—বিচার-বিশৃঙ্খলা,—বিচার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত,—কাশীতে বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব।

দয়ানন্দ প্রয়াগ হইতে কাশীধামে আগমন করিলেন। ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে কাশীর নাম চিরকীর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রবক্তাদিগের পদার্পণে কাশীভূমি পবিত্র ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আবির্ভাব ও আন্দোলন হেতু কাশীক্ষেত্র একরূপ ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আর্য্যজাতির সনাতন ব্রহ্মবাদের সহিত কাশীর সম্বন্ধও বড় সামান্য নহে। অধিক কি, উহার বিকাশ ও বিস্তৃতির পক্ষে ব্রহ্মাবর্ত্তের পরেই বারাণসীর নাম উল্লিখিত হইবার উপযুক্ত। বেদব্যাস যে স্থলে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন, শঙ্কর স্বামী যে স্থলে শারীরক ভাষ্য-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং যে স্থলে এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতে একজন দিগম্বর সন্ন্যাসী বৈদিক ধর্ম্মের বিজয় নিশান স্কন্ধে লইয়া উপনীত হইলেন, সে স্থল পবিত্র ব্রহ্মবাদের পবিত্র ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে না কেন? বলিতে কি যে স্থান শাস্ত্রবৈভবে বা শাস্ত্র-গৌরবে ভারতভূমির ভিতর অদ্বিতীয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ, দয়ানন্দ সেই স্থানে সত্য শাস্ত্র বিচারের নিমিত্ত সমাগত হইলেন। যে স্থানে শত শত দেবমন্দির মস্তকোত্তোলন করিয়া মূর্ত্তিপূজার মহিমা বিঘোষিত করিতেছে, যেথানে বহু-দেবোপাসনার বহু প্রকার আড়ম্বর ও আয়োজনের নিমিত্ত লোক সকল অস্থির হইয়া ফিরিতেছে, এবং যে স্থানের পথে ঘাটে মাঠে ও ময়দানে

শত শত দেবমূর্ত্তি বিক্ষিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে মূর্ত্তি-মাহাত্ম্যই প্রচারিত করিতেছে, দয়ানন্দ সেই স্থানে মূর্ত্তিপূজা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অকুতোভয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। যে দুর্গ এতকাল অভেদ্য বা অনধিকৃত ছিল, দয়ানন্দ তাহা অধিকার করিবার উদ্দেশে অদীনসত্ত্ব বীরের ন্যায় অবতীর্ণ হইলেন। কাশীতে দুর্গাকুণ্ডের সমীপে আনন্দবাগ নামক যে উদ্যান আছে, দয়ানন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দয়ানন্দের আগমনে কাশীধামে আন্দোলন উপস্থিত হইল। একজন কৌপীনধারী সন্ন্যাসী ঋগ্বেদাদি গ্রন্থ আলোচনা পূর্ব্বক মূর্ত্তিপূজার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন, শাক্ত-শৈবাদি সাম্প্রদায়িক মতের অসারতা প্রদর্শন করিতেছেন, মালাগ্রহণ ও ত্রিপুণ্ড্র-ধারণাদি বাহ্য অনুষ্ঠান সমূহকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং এই প্রকারে ও এই ভাবে আপনার মত প্রচার করিতে করিতে গঙ্গাতটবর্ত্তী স্থান সকল বিচরণ পূর্ব্বক সম্প্রতি বারাণসী নগরে উপনীত হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উত্তোলিত করিয়াছেন, এই কথা কাশীধামের সর্ব্বত্রই সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। এই সংবাদ শুনিয়া কাশীর অধিবাসীদিগের ভিতর কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, কেহ বিচলিত হইলেন, শাস্ত্রিগণ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, ধর্ম্মব্যবসায়ী পাণ্ডা-পুরোহিতগণ নানাপ্রকার অশান্তি ও আশঙ্কাকর কথা উত্থাপিত করিলেন, এবং কোন কোন ব্যক্তি উপেক্ষা সহকারে উপহাস করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ এই কথা লইয়া কাশীর মঠে মন্দিরে সত্রে ও সাধুনিবাস সমূহে আন্দোলন চলিল, পদস্থ লোকদিগের বৈঠকে বা বিশ্রামক্ষেত্রে এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইতে লাগিল, এবং বলিতে কি উপস্থিত বিষয় লইয়া তথাকার প্রায় সকল লোকের হৃদয়েই একটা কৌতূহল-শিখা উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। মূর্ত্তি-উপাসনা সত্য সত্যই বেদানুমোদিত কি না, সৌর-শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মত প্রকৃত পক্ষে বেদবিরোধী কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত অনেকে ইচ্ছুক হইলেন, এমন কি কোন কোন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত বেদের গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিতে বসিলেন। পরিশেষে এই সংবাদ কাশীনরেশও কর্ণগোচর করিলেন।

দয়ানন্দ বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থ বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছেন, -মূর্ত্তিপূজা-

খণ্ডনার্থ কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচারার্থী হইয়াছেন,—অধিক কি তিনি নিজেই তাঁহাদিগকে বিচারার্থ আহ্বান করিয়াছেন, এইরূপ স্থলে কিছু না বলিয়া নীরব হইয়া থাকা কাশীবাসীর পক্ষে কোন অংশেই বিধেয় নহে। বিশেষতঃ কাশীধাম একটি পবিত্রধাম বলিয়াই প্রথিত। কাশীধামের পবিত্রতা অথবা কাশীধামের মান-মহিমা সমস্তই বিশ্বনাথাদি দেবমূর্ত্তির উপর নির্ভর করিতেছে। যদি দয়ানন্দ সরস্বতী বারাণসীর বক্ষে বসিয়া দেবমূর্ত্তিসমূহ মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত করেন, তাহা হইলে একদিকে যেমন দেবগণ অসম্মানিত হইবেন, সেইরূপ অন্যদিকে কাশীধামও মাহাত্ম্য-হীন হইয়া পড়িবেন। এবম্বিধ ক্ষেত্রে কিছু না করিয়া নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে। আর এক কথা, কাশীর সম্মানে কাশীনরেশ সম্মানিত, কাশীর অসম্মানে কাশীনরেশ অসম্মানিত। সুতরাং কাশীর সম্মান রক্ষা কাশীনরেশের পক্ষেও আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় ধীরভাবে চিন্তা পূর্ব্বক কাশীরাজ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরামর্শ-প্রার্থী হইলেন, এবং তদনুসারে কাশীস্থ পণ্ডিতবর্গকে আমন্ত্রিত করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই সকলের বিবেচনায় বিহিত বলিয়া বিবেচিত হইল। কাশীর পণ্ডিত-পুঙ্গবগণ দয়ানন্দের সহিত শাস্ত্র-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার পরাভূতি সাধন পূর্ব্বক হিন্দুর প্রচলিত মত-বিশ্বাস সকল প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন, আর সেই সঙ্গে সুধীশাস্ত্রিজন-পরিসেবিত বারাণসীর গৌরব রক্ষার্থও যত্নপর হইবেন, এই সমাচার অতি শীঘ্রই সকলের কর্ণগোচর হইল। ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে বিচারদিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

অবশেষে বিচারদিন নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর দিবসে,—কিংবা ১৯২৬ সম্বতাব্দের কার্ত্তিক মাসে শুক্লা দ্বাদশীর মঙ্গলবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে,—ইতিহাস-কীর্ত্তিত বারাণসী নগরে,—ভাগীরথীর পুণ্যসলিল-প্রক্ষালিত পবিত্রক্ষেত্রে,—হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থলে,—পুরাণকল্পিত তেত্রিশকোটি দেবতার সম্মিলন-ভূমিতে, এবং মহাদেবের ত্রিশূল-সংরক্ষিত কাশীধামে মূর্ত্তিপূজা সমর্থনের নিমিত্ত মহাসভার অধিবেশন হইল।

মহাসভায় মহারাজ কাশীনরেশ সভাপতির পদ পরিগ্রহ করিলেন। তিনি স্বীয় সভাপণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন এবং পণ্ডিতবর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ও বালশাস্ত্রী প্রভৃতি অতিরথ মহারথ সমভিব্যাহারে মহাসমারোহ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আনন্দবাগ নামক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। কাশীর নানা শ্রেণীস্থ শত শত লোক তাঁহাদিগের অনুগমন করিল,—আনন্দবাগের অভিমুখে জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আনন্দবাগ লোক-কল্লোলে কল্লোলিত হইয়া উঠিল। সেই মহতী সভার ভিতর দয়ানন্দের পক্ষ-সমর্থকরূপে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই ছিলেন না। সুতরাং তিনি সভা-মণ্ডল মধ্যে করিযূথ-পরিবেষ্টিত কেশরীর ন্যায় একাকী অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিচারকাল সমাগত হইলে দয়ানন্দ কাশীনরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পণ্ডিতগণ বেদের গ্রন্থ আনিয়াছেন?" কাশীনরেশ বলিলেন—"বেদের গ্রন্থ আনিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সমগ্র বেদ পণ্ডিতদিগের কণ্ঠস্থ।" তাহা শুনিয়া দয়ানন্দ বলিলেন—"গ্রন্থ না হইলে পূর্ব্বাপর মিল রাখিয়া বিচার করা যাইতে পারে না। যাহা হউক এখন বিচার্য্য বিষয়টা কি?" তদুত্তরে উপস্থিত পণ্ডিতগণ বলিলেন,—"আপনি মূর্ত্তি-পূজার খণ্ডন করিবেন, আর আমরা উহার সমর্থন করিব।" তাহা শুনিয়া দয়ানন্দ বলিলেন,—"তবে আপনাদিগের ভিতর যিনি পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ, তিনিই অগ্রবর্ত্তী হউন।" তাহাতে রঘুনাথ প্রসাদ কোতোয়াল নামক এক ব্যক্তি বলিল যে,—"পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ যিনিই হউন না কেন, আপনার সহিত এক সময়ে একজন বই দুইজন পণ্ডিত বিচার করিবেন না।" তখন পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত তারাচরণ অগ্রবর্ত্তী হইলে দয়ানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি বেদের প্রমাণ মানেন কি না?"

তারা। বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিমাত্রেই বেদের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

দয়া। তবে পাষাণাদি মূর্ত্তি-পূজার পক্ষে যদি কোন বৈদিক প্রমাণ থাকে ত বলুন?

তারা। যে ব্যক্তি বেদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ মানিতে চান না, তাঁহাকে কি বলিব?

দয়া। বেদ ভিন্ন অন্য পুস্তকের কথা পরে বিচার করা যাইবে। কিন্তু

বেদের বিচারই মুখ্য,—বেদোক্ত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই কারণ বেদের আলোচনা প্রথমেই করা উচিত। মনুস্মৃতি প্রভৃতি বেদমূলক গ্রন্থও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা বলিয়া বেদ-বিরুদ্ধ বা বেদ-অপ্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থই গণ্য হইতে পারে না।

তারা। মনুস্মৃতি কি প্রকারে বেদমূলক ?

দয়া। সামবেদীয় ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে যে, মনু যাহা যাহা কহিয়াছেন, তাহা তাহা ঔষধের ঔষধ।*

ইহার কোন উত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া পণ্ডিত তারাচরণ নীরব হইয়া রহিলেন। তখন বিশুদ্ধানন্দ স্বামী একটি ব্যাস-সূত্র আবৃত্তি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদে তাহার কোন মূল আছে কি না ?

দয়া। ইহা ভিন্ন প্রকরণের কথা, সুতরাং এখন ইহার বিচার অনাবশ্যক।

বিশু। আপনি যদি ইহা জানেন ত অবশ্য বলুন।

দয়া। যদি কোন বিষয় কাহারও কণ্ঠস্থ না থাকে, তাহা হইলে তাহা পুস্তক দেখিয়া লইলেই চলিতে পারে।

বিশু। যদি কণ্ঠস্থই না থাকে, তাহা হইলে কাশীধামে আপনার শাস্ত্রার্থ করিতে আসিবার প্রয়োজন কি ?

দয়া। সমস্ত বিষয় কি আপনারই কণ্ঠস্থ আছে ?

বিশু। হাঁ আছে।

দয়া। তবে ধর্ম্মের স্বরূপ কি বলুন দেখি ?

বিশু। বেদ-প্রতিপাদ্য ফলের সহিত যে অর্থ, তাহারই নাম ধর্ম্ম।

দয়া। এটি ত আপনার স্বরচিত সংস্কৃত। সুতরাং ইহা প্রমাণের যোগ্য নয়। এই বিষয়ে যদি শ্রুতি বা স্মৃতির কোন প্রমাণ জানেন ত বলুন ?

বিশু। যাহা "চোদনা"-লক্ষণযুক্ত তাহাই ধর্ম্ম। ইহা জৈমিনির সূত্র।

দয়া। আপনাকে শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ দেখাইতে বলিলাম। তাহা না দেখাইয়া সূত্রের প্রমাণ দেখাইতেছেন কেন? ইহাকেই কি কণ্ঠস্থ বিদ্যা বলে ? আর "চোদনা" শব্দের অর্থ ত প্রেরণা,—ইহারও শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ দেখাইতে হইবে।

---

* যদ্বৈ কিঞ্চনমনুরবদত্তদ্ভেষজং ভেষজতায়া।

ইহার উত্তরে বিশুদ্ধানন্দ কোন কথা না বলায়, দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, —"আচ্ছা, আপনি ত ধর্ম্মের স্বরূপ বলিতে পারিলেন না, এখন ধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহাই বলুন দেখি?"

বিশু। ধর্ম্মের একটিমাত্র লক্ষণ।

দয়া। সেটি কি?

তদুত্তরে বিশুদ্ধানন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন দয়ানন্দ মনুস্মৃতি অনুসারে ধর্ম্মের দশবিধ* লক্ষণ উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন যে,—"ধর্ম্মের এই ত দশটি লক্ষণ, তবে আপনি কিরূপে ধর্ম্মের একটিমাত্র লক্ষণ বলিতেছিলেন?"

এমত সময়ে পণ্ডিত বালশাস্ত্রী অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আমার কণ্ঠস্থ,—যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন?"

দয়া। আপনি অধর্ম্মের লক্ষণ কি তাহাই বলুন?

ইহার উত্তরে বালশাস্ত্রী কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন এক এক জন করিয়া প্রশ্ন করা সুবিধাজনক নয় দেখিয়া পণ্ডিতগণ কোলাহল পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেদে প্রতিমা শব্দ আছে কি না?"

দয়া। আছে।

পণ্ডিতগণ। বেদের কোন্ স্থলে আছে?

দয়া। সামবেদীয় ব্রাহ্মণের এক স্থলে আছে।

পণ্ডিতগণ। যদি বেদেই প্রতিমা শব্দ থাকে, তবে আপনি তাহার খণ্ডন করিতেছেন কেন?

দয়া। সেই প্রতিমা শব্দের অর্থ পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা নহে।

এই বলিয়া তিনি সামবেদীয় ব্রাহ্মণান্তর্গত অদ্ভুত-শান্তিপ্রকরণের যে অংশে প্রতিমা শব্দ আছে, সেই অংশের অর্থ পরিষ্কৃতরূপে বুঝাইয়া দিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, বেদোক্ত প্রতিমা শব্দ মূর্ত্তিপূজা-প্রতিপাদক নহে। তখন পণ্ডিতগণ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তাহার পর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,— "বেদ কি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?"

---

* ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং।

মনু ৬।৯২

দয়া। বেদ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বিশু। কোন্ ঈশ্বর হইতে? ন্যায়শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ঈশ্বর,—কি যোগশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ঈশ্বর,—অথবা কি বেদান্ত-প্রসিদ্ধ ঈশ্বর হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে?

দয়া। ঈশ্বর কি তবে বহুসংখ্যক বলিতে চান?

বিশু। না, ঈশ্বর ত একই। তবে কোন্ লক্ষণাক্রান্ত ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাহাই জানিতে চাহি।

দয়া। সচ্চিদানন্দ লক্ষণাক্রান্ত ঈশ্বর হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে।

বিশু। ঈশ্বরের সহিত বেদের সম্বন্ধ কি প্রকার? তাহা কি প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক, জন্য-জনক, স্বস্বামি-ভাব, তাদাত্ম্য-ভাব কিংবা সমবায় সম্বন্ধের সহিত সমান?

দয়া। ঈশ্বরের সহিত বেদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।

বিশু। যেমন সূর্য্যে বা মনে ব্রহ্মবুদ্ধি পূর্ব্বক উপাসনার ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ শালগ্রামে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করাও ত উচিত?

দয়া। সূর্য্যে বা মনে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া উপাসনা বিষয়ে বেদে প্রমাণ * দেখা যায়। যথা,—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত আদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাসীত।" কিন্তু পাষাণাদি বিষয়ে বেদে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং তাহা করণীয় হইতে পারে না।

এমত সময়ে মাধবাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত সহসা একটি মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া তন্মধ্যস্থ পূর্ত্ত শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দয়া। পূর্ত্ত শব্দের অর্থ বাপী, কূপ, তড়াগ ও আরাম-গ্রহণ বুঝায়।

মাধ। পূর্ত্ত শব্দে পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা বুঝাইবে না কেন?

দয়া। পূর্ত্ত শব্দ পূর্ত্তিবাচক, সুতরাং এতদ্দ্বারা পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা বুঝাইবে না। যদি সংশয় হয়, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রের নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণ দেখিয়া লউন।

মাধ। বেদে পুরাণ শব্দ আছে কি না?

দয়া। বেদের বহুস্থলে পুরাণ শব্দ আছে। কিন্তু তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি

---

* দয়ানন্দ বেদের ব্রাহ্মণভাগকে প্রকৃত পক্ষে বেদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মতে সংহিতাভাগই যথার্থ বেদ। সুতরাং সূর্য্যে বা মনে ব্রহ্মবুদ্ধির কথা বেদের কথা নহে,—ব্রাহ্মণের কথামাত্র।

পুরাণ-বাচক নহে। কেননা তাহা ভূতকাল-বাচী, সুতরাং বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তখন বিশুদ্ধানন্দ মাধবাচার্য্যের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে "এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং শ্লোকা ব্যাখ্যানান্যনুব্যাখ্যানানীতি।" এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহার অন্তর্গত পুরাণ শব্দ কাহার বিশেষণ?

দয়া। এই বিষয়ের গ্রন্থ আনিলে বিচার করিয়া বলিতে পারি।

তখন পূর্ব্বোল্লিখিত. মাধবাচার্য্য বেদের দুইটি পত্র বাহির করিয়া বলিলেন,—"এই স্থলের পুরাণ শব্দ কাহার বিশেষণ?"

দয়া। ঐ স্থলের বচনটি কি পড়ুন?

মাধ। বচনটি এই,—"ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরণানীতি।"

দয়া। ঐ স্থলের পুরাণ শব্দ ব্রাহ্মণের বিশেষণ,—অর্থাৎ পুরাণ নামক ব্রাহ্মণ।

তদুত্তরে বালশাস্ত্রী অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"তবে কি কোন নবীন ব্রাহ্মণ আছে?"

দয়া। কোন নবীন ব্রাহ্মণ নাই। তবে কোন ব্রাহ্মণ নবীন বলিয়া কাহারও কখন সন্দেহ হয়, তন্নিমিত্ত ঐ স্থলে পুরাণ শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই কথার উত্তরে বিশুদ্ধানন্দ স্বামী বলিলেন,—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইতিহাস শব্দের পরবর্ত্তী হইয়াও পুরাণ শব্দ কি প্রকারে বিশেষণ হইল?"

দয়া। এরূপও হইতে পারে। যথা,—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" এই স্থলে পুরাণ শব্দ দূরস্থ হইলেও দেহীর বিশেষণ হইয়াছে। আর দূরস্থ হইলেই যে কোন শব্দ বিশেষণ হইতে পারে না, এ প্রকার কোন নিয়ম ব্যাকরণে দৃষ্ট হয় না।

বিশু। এই স্থলে পুরাণ শব্দ যখন ইতিহাসের বিশেষণ না হইয়া ব্রাহ্মণেরই বিশেষণ হইল, তখন ইতিহাসকে নবীন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে?

দয়া। না, তাহা নহে। কারণ স্থলান্তরে পুরাণ শব্দ ইতিহাসেরও

বিশেষণরূপে দৃষ্ট হয়। যথা,—"ইতিহাস পুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাংবেদ" ইত্যাদি।

অতঃপর মাধবাচার্য্য পুনর্ব্বার বেদের দুইখানি পত্রঃসর্ব্বসমক্ষে রাখিয়া দিয়া বলিলেন,—"ইহাতে লিখিত হইতেছে যে, যজমান যজ্ঞ-সমাপ্তির পর দশম দিবসে পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, এই স্থলের পুরাণ শব্দ কাহার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে?"

দয়া। আপনি পত্রের ঐ অংশটি পাঠ করুন, তাহার পর দেখা যাইবে উহা বিশেষ্য কি বিশেষণ?

তখন বিশুদ্ধানন্দ উহা পাঠ করিবার জন্য স্বামিজীকেই অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে স্বামিজী বিশুদ্ধানন্দকে পড়িতে বলিলেন। তখন বিশুদ্ধানন্দ "আমি চসমা ভিন্ন পড়িতে পারি না," এই কথা বলিয়া বেদপত্র দুইখানি দয়ানন্দের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক পাঠার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া উহা পাঠ করিবার অভিপ্রায়ে হস্তস্থিত বেদপত্র-দ্বয়ের প্রতি দয়ানন্দ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এমত সময়ে,—অর্থাৎ পাঁচ পল সময়ও অতিবাহিত না হইতেই বিশুদ্ধানন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"আমার আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই,—আমি চলিলাম।" এই কথা বলিবামাত্র অপরাপর পণ্ডিতবর্গও বিশুদ্ধানন্দের দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন, এবং কোলাহল পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"দয়ানন্দ পরাজিত হইয়াছেন, দয়ানন্দ পরাজিত হইয়াছেন।" *

এই সম্বন্ধে বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত এবং দয়ানন্দের সহিত সুপরিচিত এক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান ইন্টেলিজেন্সার নামক সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন:—

---

* সেই বিচার্য্য পুরাণ শব্দ বিষয়ে দয়ানন্দ পরে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত পত্রোল্লিখিত অংশটি এই;—"দশমে দিবসে যজ্ঞান্তে পুরাণবিদ্যাবেদঃ ইত্যস্য শ্রবণং যজমানঃ কুর্য্যাদিতি।" দয়ানন্দ ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—"পুরাণবিদ্যা কি না পুরাতন বিদ্যা,—অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। বেদ পুরাণবিদ্যা, কেননা বেদ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ উপনিষদ্-সমন্বিত। আর এই মন্ত্রের পূর্ব্ব প্রকরণে ঋগ্বেদাদি বেদচতুষ্টয় শ্রবণের কথা আছে। কিন্তু উপনিষদ্ শ্রবণের কথা নাই। এই কারণ এই স্থলে 'পুরাণবিদ্যাবেদ' বাক্য দ্বারা উপনিষদই প্রতিপাদ্য হইতেছে। সুতরাং এই পুরাণ শব্দ ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি নবীন গ্রন্থবোধক না হইয়া বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে।"

"The date of his arrival in Benares I do not know. It must have been in the beginning of October. I was then absent. I first saw him after my return in November. I went to see him in company with the Prince of Bharatpore and one or two pandits. The excitement was then at its height. The whole of the Brahmanic and educated population of Benares seemed to flock to him. In the verandah of a small house at the end of a large garden near the monkey-tank, he was holding daiy levees, from early in the morning till late in the evening, for a continuous stream of people who came, eager to see and listen to, or dispute with the novel reformer. It does not appear, however, that the heads of the orthodox party or the pandits of the greatest repute ever visited him, unless they did it secretly. The intensity of the excitement at last induced the Raja of Benares in concert with his court pandits and other men of influence, to take some notice of the reformer, and to arrange a public disputation between him and the orthodox party, in order to allay the excitement by a defeat of the reformer. But I fear there was a determination from the beginning that they would win the day by any means whether foul or fair. The disputation took place on the 17th of November, in the place where the reformer had taken up his abode; it lasted from about 3 to 7 o'clock P. M. The Raja himself was present and presided...The discussion commenced by Dayananda asking Pandit Taracharana, the Raja's court pandit, who had been appointed to defend the cause of orthodoxy, whether he admitted the Vedas as the authority. When this had been agreed to, he requested Taracharana to produe passages from the Vedas sanctioning idolatry, *pashanaci-pujana* ( worship of stones, &c. ). Instead of doing this Ta*d*a-charana for some time tried to substitute proofs from trhe Puranas. At last Dayananda happening to say that he only admitted the Manusmriti, Shariraksutras, &c., as authoritative, because founded on the Vedas, Vishudhananda the great Vedantist interfered, and quoting a Vedant-Sutra from the Shariraka-Sutras asked Dayananda to show that it was founded on the Vedas. After some hesitation Dayananda replied that he could do this only after referring to the Vedas, as he did not remember the whole of them. Vishudhananda then tauntingly said if he could not do that, he should not set himself up as a teacher in Benares. Dayananda replied, that none of the pandits had the whole of the Vedas in his memory. Thereupon Vishudhananda and

several others asserted that they knew the whole of the Vedas by heart. Then followed several questions...put by Dayananda to show that his opponents had asserted more than they could justify. They could answer none of his questions. At last some pandits took up the thread of the discussion again by asking Dayananda whether the term *pratima* (likeness) and *purti* (fulness) occuring in the Vedas did not sanction idolatry. He answered that, rightly interpreted, they did not do so. As none of his opponents objected to his interpretation it is plain, that they either perceived the correctness of it, or were too little acquainted with the Vedas to venture to contradict it. Then Madhavacharya, a pandit of no repute, produced two leaves of a Vedic MS., and, reading a passage containing the word "Puranas," asked to what this term referred. Dayananda replied : it was there simply an adjective, meaning "ancient," and not the proper name. Vishudhananda, challenging this interpretation, some discussion followed as to its grammatical correctness ; but, at last, all seemed to acquiesce in it. Then Madhavacharya again produced two other leaves of a Vedic MS. and read a passage with this purport, that upon the completion of a *yajna* (sacrifice) the reading of the Purans should be heard on the 10th day, and asked how the term "Puranas" could be there an adjective. Dayananda took the MS. in his hands and began to meditate what answer he should give. His opponents waited but two minutes, and as still no answer was forthcoming, they rose, jeering and calling out that he was unable to answer and was defeated, and went away. The answer, he afterwards published in his pamphlet." *

ইহার ভাবার্থ এই,—"দয়ানন্দ কোন্ সময়ে কাশীতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না। তবে অক্টোবর মাসের আরম্ভেই আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আমি কাশীতে প্রত্যাগত হইয়া নবেম্বর মাসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। ভরতপুরের মহারাজ সমভিব্যাহারে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমাদিগের সঙ্গে দুই এক জন পণ্ডিতও গিয়াছিলেন। তখন দয়ানন্দকে লইয়া কাশীধামে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইতেছিল। কাশীস্থ ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দলে দলে তাঁহার নিকট গমন করিতেছিলেন। দয়ানন্দ একটি অনতি-বিস্তৃত গৃহের বারান্দাতে বসিয়া সমাগত লোকদিগের সহিত

* The Christian Intelligencer of March 1870 quoted in the Triumph of Truth P. 31-33.

আলাপ করিতেন। সেই গৃহটি হনুমান-কুণ্ডের নিকটস্থ একটি বিস্তৃত উদ্যানের প্রান্তভাগে অবস্থিত। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর লোক স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত ভাবে সেই গৃহ-বারান্দায় উপস্থিত হইত। তাহাদিগের ভিতর কেহ দয়ানন্দকে কেবল দেখিবার জন্য, এবং কেহ কেহ তাঁহার সহিত আলাপ বা শাস্ত্রালোচনা করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিত। কাশীর কোন সমাজপতি কিংবা কোন প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিতকে দয়ানন্দের নিকট গমন করিতে দেখা যাইত না। তবে হইতে পারে যে, তাঁহারা গুপ্ত ভাবে গতায়াত করিতেন। ক্রমশঃ দয়ানন্দকে লইয়া আন্দোলন এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে, কাশীরাজ সভাস্থ পণ্ডিত ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-দিগের পরামর্শ অনুসারে তাঁহার সহিত প্রকাশ্যভাবে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিচার-ক্ষেত্রে দয়ানন্দকে পরাভূত করিতে না পারিলে সেই উচ্ছ্বসিত আন্দোলন-স্রোত কিছুতেই নিবারিত হইবে না। এতদ্দ্বারা বোধ হয় যে, কোন না কোন প্রকারে দয়ানন্দকে পরাজিত করাই তাঁহাদিগের প্রথমাবধি সংকল্প ছিল। যাহা হউক ১৭ই নবেম্বর তাঁহার সহিত বিচারের দিন নিরূপিত হইল। সেই দিন অপরাহ্ন সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত উদ্যানে কাশীরাজ উপস্থিত হইয়া বিচার-সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। বেলা তিন ঘটিকার সময় বিচারারম্ভ করিয়া সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় সমাপ্ত করা হইল। প্রথমতঃ দয়ানন্দ রাজপণ্ডিত তারাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদের প্রামাণিকতা তিনি স্বীকার করেন কি না? তদুত্তরে তারাচরণ উহা স্বীকার করায় বেদের কোন স্থলে পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজার বিধি আছে কি না, এই বিষয়ে দয়ানন্দ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তাহার উত্তরে তারাচরণ পুরাণের প্রমাণ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া দয়ানন্দ বলিলেন যে, তিনি মনুস্মৃতি ও শারীরক-সূত্র প্রভৃতি বেদমূলক গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। এই কথার উত্তরে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক বিশুদ্ধানন্দ স্বামী একটি বেদান্তসূত্র আবৃত্তি পূর্ব্বক দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদে তাহার কোন মূল আছে কি না? তাহাতে দয়ানন্দ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন যে, বেদের গ্রন্থ না দেখিয়া তিনি এই কথার উত্তর দিতে পারেন

না। তদুত্তরে বিশুদ্ধানন্দ কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা সহকারে বলিলেন যে, যদি গ্রন্থ না দেখিয়া বলিতে না পারেন, তাহা হইলে কাশীতে বিচার করিতে আসা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। তাহাতে দয়ানন্দ বলিলেন,—সমগ্র বেদ স্মৃতি পটে অঙ্কিত করিয়া রাখা কোন পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব নহে। তাহা শুনিয়া বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, সমগ্র বেদ তাঁহাদের সকলেরই কণ্ঠস্থ রহিয়াছে। তখন দয়ানন্দ তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন উপর্য্যুপরি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা দয়ানন্দের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিলেন না। তদ্দ্বারা সমগ্র বেদ যে, তাঁহাদিগের কাহারও কণ্ঠস্থ নহে, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। তাহার পর বেদে প্রতিমা ও মূর্ত্তি শব্দ আছে কি না, এই কথা পণ্ডিতগণ দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, বেদে এই দুই শব্দ আছে বটে, কিন্তু এই দুই শব্দ মূর্ত্তি-পূজা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরে যে যে অর্থে এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, দয়ানন্দ তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা বিষয়ে পণ্ডিতদিগের কেহই কোন আপত্তি করিলেন না। এতদ্দ্বারা বুঝা গেল যে, হয় পণ্ডিতগণ এই দুই শব্দের যথার্থ অর্থ জানিতেন না, না হয় তাঁহারা বেদের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন না। যাহা হউক কিছু ক্ষণ পরে মাধবাচার্য্য নামক একজন অখ্যাতনামা পণ্ডিত বেদের দুইখানি পত্র বাহির করিলেন, এবং তন্মধ্যস্থিত পুরাণ শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় দয়ানন্দ তাহা বিশেষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ সেই ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুরাণ শব্দের ব্যাকরণানুমোদিত অর্থ লইয়া কিছুক্ষণ বিচার চলিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে আপত্তিকারীদিগকে নীরব হইয়া থাকিতে হইল। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত মাধবাচার্য্য পুনর্ব্বার দুইখানি বেদপত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যজমান যজ্ঞের পর দশম দিবসে পুরাণ শ্রবণ করিবেন। সেই পুরাণ শব্দ কাহার বিশেষণ, মাধবাচার্য্য এই কথা দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দয়ানন্দ সেই উল্লিখিত অংশ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিবার অভিপ্রায়ে বেদপত্র দুইখানি হস্তে লইলেন। তিনি হস্তস্থিত বেদপত্রের প্রতি দুই মিনিট কালও দৃষ্টিপাত করেন নাই, এমত সময়ে পণ্ডিতগণ

দণ্ডায়মান হইয়া, দয়ানন্দ উত্তর দিতে পারিলেন না—দয়ানন্দ পরাজিত হইলেন, এই কথা উপহাস সহকারে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, দয়ানন্দ তাহার উত্তর কাশীর বিচার-পুস্তকে পরে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।"

এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি সুপ্রসিদ্ধ পায়োনিয়র পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল। যদিও বৃত্তান্তটি বহুদিন পরে লিখিত, তথাপি পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত বিষয়ে একটি উজ্জ্বল ও যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়েই আমরা ইহা প্রকাশিত করিলাম। বৃত্তান্তটি এইরূপ ;—

"It was about ten years ago that Dayanand Saraswati Swami made his first *debut* at Benares. He threw down a challenge to the Pundits of Benares to meet him to discuss the question whether idolatry was sanctioned by the sacred writings of the Hindoos. The challenge was taken up by the Pundits who, under the patronage and protection of the Maharajah of Benares, assembled at a garden-house near the temple of Durga. The Maharajah himself presided in the meeting. Hundreds of learned priests and thousands of the unlearned laity thronged there to witness the great controversy. The spokesmen were Pundit Bala Shastri, late a Professor in the Sanskrit College, Benares, and Pundit Tara Charan Tarkaratna, the Maharajah's Court Pundit. Several other Pundits subsequently joined in the discussion. The proceedings of the meeting were taken down by a reporter, in the person of the learned editor of the *Sama Veda* (published in the Bibliotheca Indica), and which were published in his monthly Sanskrit Journal, the defunct *Pratna Kamra Nandini*. As I have said before, the question at issue was whether idolatry was sanctioned by the sacred writings of the Hindoos. The Pundits urged that the Vedas did not, like one of the ten commandments of the Jews, distinctly prohibit idol worship, while the Purans evidently enjoined it. The Swami denied the authoritative character of the *Purans*, asserting, among many other things, that the word *Puran* was invariably used as an adjective, and stood as a qualifying word before any work that had any pretension to antiquity. The Pundits, on the other hand, maintained that the word *Puran* was a proper name, and designated only certain sacred writings, forming the ground-work of modern Hindooism. The Swami challenged the Pundits to show him in any portion of the Vedic writings, the used of the word as a noun. Unfortunately for his cause, one of the Pundits happened to be present with some leaves of a very sacred work, whose authority the Swami could not deny, containing the very word used as a substantive. No effort on the part of the learned Swami, in changing the construction of the sentence, could make it otherwise. The Swami hung down his head, and the Pandits clapped their hands in triumph. An attempt was made by some turbulent spirits to hoot the Swami, and to inflict a personal chastisement on him for his audacity in questioning the propriety of the national mode of worship ; but the presence of the Maharajah quenched the ebullition of their spirit. The Swami remained at Benares for some days, but he had lost his prestige, and the report of the victory of the Pundits went abroad to gladden the

hearts of the pious Hindus. This is an unvarnished account of his first combat with the Brahmins of Benares in the arena of theological controversy." *

ইহার মর্ম্ম এই ;—"প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের প্রথম শাস্ত্র-বিচার হয়। সেই বিচারক্ষেত্রে মুর্ত্তিপূজা বেদাদি শাস্ত্র-সম্মত কি না, তাহাই প্রমাণিত করিবার জন্য দয়ানন্দ কাশীর পণ্ডিতবর্গকে স্পর্দ্ধার সহিত আহ্বান করেন। পণ্ডিতগণ দয়ানন্দ কর্ত্তৃক আহূত এবং কাশীরাজের পরিচালনায় পরিচালিত হইয়া বিচারার্থ উপস্থিত হয়েন। দুর্গা-মন্দিরের নিকটস্থ একটি উদ্যান-বাটিকাতে মহাবিচারের আয়োজন হয়। স্বয়ং কাশীরাজ বিচার-সভার সভাপতি ছিলেন। শত শত সুশিক্ষিত পণ্ডিত-পুরোহিত এবং সহস্র সহস্র অশিক্ষিত ব্যক্তি মহাবিচার দেখিবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাশীর রাজপণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত বাল শাস্ত্রী সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে দয়ানন্দের সহিত শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। পরে অপরাপর পণ্ডিতগণও তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগদান করেন। প্রত্নকম্র-নন্দিনী নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক বিচার-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রত্নকম্র-নন্দিনীতে সেই বিচার-বিবরণ পরে প্রকাশিতও হইয়াছিল। যাহা হউক জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, য়িহুদিদিগের নিষেধ-সূচক দশাদেশের মত মূর্ত্তিপূজা বেদে বিশিষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয় নাই। তদ্ভিন্ন পুরাণে ত স্পষ্টাক্ষরেই উহার বিধি রহিয়াছে। কিন্তু দয়ানন্দ পুরাণের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন নাই ;—বিশেষতঃ পুরাণ শব্দটি যে প্রাচীনতর গ্রন্থে বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তিনি সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিতগণ উহা বিশেষ্য বলিয়া প্রতিপাদনার্থ তর্ক করিয়াছিলেন। তাহার পর দয়ানন্দ বেদের কোন স্থলে পুরাণ শব্দ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, তাহা প্রদর্শনার্থ পণ্ডিতদিগকে অনুরোধ করেন। এমত সময়ে জনৈক পণ্ডিত একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের কএকটি পত্র উপস্থিত করিয়া তাহা হইতে পুরাণ শব্দ বিশেষ্য-বাচক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিলেন। দুঃখের বিষয়, দয়ানন্দ তদুত্তরে কিছুই

* The Pioneer 1880 January 8.

বলিতে না পারিয়া নতশির হইয়া রহিলেন। এইরূপে কাশীর পণ্ডিতগণ বিচারে জয়লাভ করিয়া করতালি প্রদান করিতে থাকেন। কতকগুলি উগ্র-প্রকৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তি দয়ানন্দের দেহস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেও কাশীরাজের সমক্ষে তাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই। বিচারের পর দয়ানন্দ যে কএক দিন কাশীতে ছিলেন, সে কএক দিন তাঁহাকে হৃতমান বা হৃত-গৌরব হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে পণ্ডিতগণের বিজয়-সংবাদ চারিদিকে বিঘোষিত হওয়ায় হিন্দুদিগের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। ফলতঃ বারাণসীর পণ্ডিতদিগের সহিত দয়ানন্দের প্রথমবারের শাস্ত্রবিচার সম্বন্ধে এই বৃত্তান্তটি যে অনতিরঞ্জিত ও যথাযথ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না।"

কিন্তু উল্লিখিত বৃত্তান্তটি অযথা বলিয়া এক ব্যক্তি এইরূপে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন ;—

"I refrain from giving the details of the discussion, for they would hardly be intelligible to the majority of your readers. Those who take a special interest in the controversy may refer to a small pamphlet, entitled the Shastrarth, which can be had of Messrs. Brij Bhooshan Dass, of Benares. Suffice it to say that the question at issue was whether idolatry is sanctioned by the Vedas which, according to the orthodox Hindu, are Divine Revelation. The Swami maintained that the Vedas do not inculcate idolatry, and the Pundits did not produce at the time, nor have they produced since, a single passage from the Vedas that could dislodge the Swami from his position. The answer of the pundits were extremely evasive. The whole controversy was no better than a regular *tamasha*, for the Brahmins did not confine their arguments to the point at issue, but carried on altercations on various points of Hindu jurisprudence, logic, and Sanskrit grammar, which had not the least bearing on the main question. How can * * in the face of the above facts, boldly assert that the Swami "got the worst of the fight," I leave for your impartial readers to judge." *

ইহার মর্ম্ম এই :—"কাশীর বিচার-বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রকাশিত করা এই স্থলের পক্ষে উপযোগী নহে। তবে যাঁহারা এই বিষয়ের তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তথাকার ব্রিজভূষণ দাসের নিকট হইতে কাশী-শাস্ত্রার্থ নামক পুস্তিকা ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে পারেন। মূর্ত্তিপূজা বেদানুমোদিত কি না, এই প্রশ্নই কাশীর বিচারের মূল প্রশ্ন ছিল। কিন্তু পণ্ডিতগণ মূল প্রশ্নের কোন প্রকার উত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া নানা

* The Pioneer 1880 January 15.

অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। বলিতে কি, মূল বিষয়টি ছাড়িয়া দিয়া এবং অপরাপর নানা বিষয়ে নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপিত করিয়া কাশীর পণ্ডিতগণ সেই বিচার-ব্যাপারকে প্রকৃত পক্ষেই একটা তামাসা করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইরূপ স্থলে * * কি প্রকারে বলেন যে, স্বামিজী কাশীর পণ্ডিতদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছেন!"

উপস্থিত বিষয়ে অপর এক ব্যক্তির মত উদ্ধৃত হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"That stronghold of Hindu idolatry and bigotry, which according to Hindu mythology stands on the trident of Siva, and is therefore not liable to the influence of earthquakes, has lately been shaken to its foundations by the appearance of a sage from Guzerat. The name of this great personage is Dayananda Sarasvati. He has come with the avowed object of giving a death-blow to the present system of Hindu worship. He considers the Vedas to be the only religious books worthy of regard and styles the Puranas as cunningly-devised fables—the invention of some shrewd Brahmans of a later period for the subservance of their selfish motives. The Vedas, says he, entirely ignore idol worship, and he challenges the Pandits and great men of Benares to meet him in argument. Sometime ago the Maharajah of Ramanagar held a meeting in which he invited the great Pandits and the elite of Benares. A furious and protracted *logomachi* took place between Dayananda Sarasvati and the Pandits, but the latter notwithstanding their boasted learning and deep insight into the Sastras, met with a signal discomfiture. Finding it impossible to overcome the great man by a regular discussion, the Pandits resorted to the adoption of a sinister end to subserve their purpose. They made over to the sage an extract from the Puranas that savored of idolatry and handed it over to the Sarasvati saying that it is a text from the Vedas. The latter was pondering over it, when the host of Pandits headed by the Maharajah himself clapped their hands signifying the defeat of the great Pandit in the religious warfare. Though mortified greatly at the unmanly conduct and hard treatment of the Maharajah, Dayananda Swami has not lost courge. He is still waging the religious contest with more earnestness than ever. Though alone, he stands undaunted in the midst of a host of opponents. He has the shield of truth to protect him and his banner of victory is wafting in the air. The Pandit has lately published a pamphelt styled "Tatta Dharma Bichar," containing particulars of the religious contest above alluded to, and has issued a circular calling on the Pandits of Benares to show which part of the Vedas sanctions idol-worship. No one has ventured to make his appearance.

"Hearing the great fame of the sage, we made up our minds to pay him a visit, and accordingly went to Anand Bag, near Durga Bati in Beneras, in which romantic garden he has taken up his temporary residence. The Rishi-like appearance of the venerable Pandit, his cheerful countenance and child-like simplicity, made on our minds an impression never to be effaced. When he began to speak, *manna* dropped from his lips, and the wise instructions he gave us forced us to the conviction that the golden age of India has not altogether disappeared. The great Pandit after 18 years of research into the Vedas has come to the conclusion that they do not savor of idolatry at all and with the view of

resuscitating the Vedic religion of the ancient sages of India, he has come out on his mission of religious reformation. He has bid adieu to all worldly enjoyments, he has assumed the austerities of an anchorite, and is buoyant with the hope of regenerating Hinduism and securing a lasting boon for his countrymen. With the view of promulgating correct theistic doctrines and dispelling the misunderstanding of the present *Sannyasis* and Pandits who hold pantheism to be the main doctrine of the Vedas, he is now appealing to his educated and enlightened brethren to establish a Vedic School, the teachership of which he will most gladly accept." *

উপরি-উদ্ধৃত ইংরাজি অংশের তাৎপর্য্য এই ঃ—"কাশীক্ষেত্র মূর্ত্তিপূজার দুর্গস্বরূপ,—অধিকন্তু মহাদেবের ত্রিশূলোপরি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কাশীধাম ভূমিকম্পনেও কখন কম্পিত হয় না। কিন্তু সম্প্রতি, গুজরাটদেশীয় একজন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব বা প্রভাবে কাশীধাম কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। সন্ন্যাসীর নাম দয়ানন্দ সরস্বতী। হিন্দুদিগের মূর্ত্তিপূজা উচ্ছেদ করিবার মানসেই সরস্বতী মহাশয় কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বেদকে হিন্দুর একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া সম্মান করেন, এবং পুরাণাদি গ্রন্থকে কল্পনা-কল্পিত,—বিশেষতঃ স্বার্থপরায়ণ আধুনিক পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়াই অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। দয়ানন্দ বলেন যে, বেদে আদৌ মূর্ত্তিপূজার প্রসঙ্গ নাই। এমন কি যদি বেদের কোন স্থলে মূর্ত্তিপূজার কোন প্রসঙ্গ থাকে, তবে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তিনি কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন। তদনুসারে রামনগরের † মহারাজা কাশীস্থ পণ্ডিত ও অপরাপর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে এক মহাসভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। সভাতে দয়ানন্দের সহিত পণ্ডিতগণের বহুক্ষণব্যাপী বাক্-যুদ্ধ হইয়াছিল। শাস্ত্র সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিলেও তাঁহারা নিঃসংশয়িতরূপে দয়ানন্দের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। বলিতে কি, তাঁহাকে ন্যায়ানুমোদিত বিচারে পরাজিত করা অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া পণ্ডিতগণ অন্যায়ানুমোদিত বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মূর্ত্তি পূজা বেদ-প্রতিপাদিত বলিয়া প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে কএকটি পৌরা-

---

* The Hindoo Patriot 1870 January 17.

† রামনগরে থাকেন বলিয়া কাশীর মহারাজাকে রামনগরের মহারাজাও বলিয়া থাকে। রামনগর কাশীতলবাহিনী গঙ্গার অপর পারেই প্রতিষ্ঠিত।

ণিক মন্ত্র * বৈদিক মন্ত্ররূপে উল্লেখ পূর্ব্বক দয়ানন্দের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ অর্পিত ও পত্রলিখিত মন্ত্র কএকটি দেখিতেছেন মাত্র, এমত সময়ে পণ্ডিতগণ করতালি প্রদান করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, দয়ানন্দ পরাজিত হইয়াছেন। দয়ানন্দ পণ্ডিতদিগের এইরূপ অন্যায় ব্যবহারে দুঃখিত হইলেও নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন নাই। অধিক কি, তিনি এখনও অধিকতর উৎসাহের সহিত তথাকার পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্র-সংগ্রামে আহ্বান করিতেছেন। তিনি একাকী হইলেও বিপক্ষদলের ভিতর বীরের ন্যায় অবিচলিত হইয়া রহিয়াছেন। কারণ দয়ানন্দ সত্যরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্ম দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বিজয়-পতাকাও বায়ুভরে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছে। তিনি সত্যধর্ম্ম-বিচার নামক একখানি পুস্তকে উল্লিখিত বিচার-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং বেদের কোন স্থলে মূর্ত্তি-পূজার পরিপোষক কোন কথা আছে কি না, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বারাণসীর পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু বারাণসীর কোন পণ্ডিতই তদীয় আহ্বানের উত্তর প্রদানার্থ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আমরা একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত দুর্গা-বাড়ীর সন্নিকট আনন্দবাগে গমন করিয়াছিলাম। আমরা গিয়া দেখিলাম যে, দয়ানন্দের মূর্ত্তি ঋষির ন্যায়, তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও প্রকৃতি যার পর নাই সরল। আমাদিগের সহিত কথা বলিবার সময় বোধ হইল যে, তাঁহার মুখ হইতে যেন সুধা-বরিষণ হইতেছে। অষ্টাদশ বৎসর কাল বেদালোচনার পর দয়ানন্দ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মূর্ত্তি-পূজা কোন অংশেই বেদানুকূল নহে। তিনি সাংসারিক সুখ সর্ব্ব প্রকারেই পরিহার করিয়া কঠোর ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন, এবং হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার পূর্ব্বক স্বদেশের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিবার অভিপ্রায়েই আশান্বিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বেদ-

* কাশী-শাস্ত্রার্থ নামক হিন্দি পুস্তকে যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাতে পণ্ডিতগণ দয়ানন্দের হস্তে কোন পৌরাণিক মন্ত্র বেদমন্ত্র বলিয়া প্রদান করিয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট যে সামবেদীয় ব্রাহ্মণবিশেষের মন্ত্রই উপস্থিত করিয়াছিলেন, এই কথা কাশী-শাস্ত্রার্থে উল্লিখিত আছে। তবে উল্লিখিত নাই বলিয়াই পৌরাণিক মন্ত্র উপস্থিতির কথা অসম্ভবও না হইতে পারে।

প্রতিপাদিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে একটি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।”

কাশীর পণ্ডিতগণ দয়ানন্দের সহিত বিচারে বিচার-নীতি অসম্মানিত করিয়াই নিরস্ত রহিলেন না। তাঁহারা দয়ানন্দ পরাজিত * হইয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন। দয়ানন্দ প্রতি-বিজ্ঞাপন প্রচার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উক্তি অমূলক বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তিনি শাস্ত্রার্থের পর কাশীতে যে কএক দিবস অবস্থিতি করিলেন, তাহার ভিতর এক দিবসের জন্যও তথাকার পণ্ডিতবর্গকে বিচারার্থ আহ্বান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কেবল ইহাই নহে, তিনি এই ঘটনার পর যত বার বারাণসীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, মূর্ত্তিপূজা বেদানুমোদিত কি না তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত তথাকার পণ্ডিত-পুঙ্গবদিগকে তত বারই আহ্বান করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, দয়ানন্দের আহ্বানে পণ্ডিতদিগের ভিতর কেহই অগ্রসর হইলেন না। অথচ অপর দিকে তাঁহার পরাভূতি-রূপ অসত্য সংবাদ প্রচার করিতেও পণ্ডিতগণ লজ্জা বোধ করিলেন না। যাহা হউক ইতোমধ্যে কতকগুলি

---

* কাশী-শাস্ত্রার্থে যে দয়ানন্দ পরাজিত হয়েন নাই, এই বিষয়ে আমাদিগের হস্তে আরও প্রমাণ রহিয়াছে। ফরাক্কাবাদের পূর্ব্বোল্লিখিত রইস্ পান্নালাল এই বিষয়ের তথ্য জানিবার জন্য কাশীতে যাইয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবগত হইয়াছিলেন যে, দয়ানন্দ পরাজিত হয়েন নাই। পূর্ব্বোক্ত আত্মানন্দ স্বামী কাশী-শাস্ত্রার্থের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিত গোপাল রাও হরির নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, দয়ানন্দ পরাস্ত হয়েন নাই,—কাশীর পণ্ডিতগণই পরাস্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় বিচারের সময় কাশীতে ছিলেন, এবং তিনি দয়ানন্দের সহিত কতকটা আত্মীয়তা সূত্রেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখেও শুনিয়াছি যে, কাশীর বিচারে স্বামিজী পরাজিত হয়েন নাই। বিচারের পর দিন স্বামিজী সেন-মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—“আমি পরাজিত হই নাই,—আমি পরাজিত হইয়াছি বলিয়া পণ্ডিতগণ একটা কোলাহল তুলিয়াছিলেন মাত্র।” বিচারের পর দয়ানন্দকে যে প্রহার করিবার উদ্যোগ হইয়াছিল, এবং পুলিসের সাহায্যে যে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল, এই কথাও সেন-মহাশয়ের মুখে শুনা যায়। কাশীর পণ্ডিতগণ উপরি-উক্ত বিজ্ঞাপন-পত্র ভিন্ন দয়ানন্দ-পরাভূতি নামক সংস্কৃতে এবং দুর্জ্জন-মত-মর্দ্দন-নামক হিন্দিতে এক এক খানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীর অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া দয়ানন্দ এক দিন মোগলসরায়ে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত অবাধে ধর্ম্মালোচনা করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ছিল। হালিসহর-বাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বামিজীকে এই প্রকারে আহ্বান করিবার পক্ষে অগ্রণী ছিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগের সহিত মোগলসরায়ের মাঠে উপস্থিত হইলেন, এবং তৃণাবৃত ভূমির উপর উপবিষ্ট হইয়া নানারূপ হিতকর কথার প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক কাশীতে চলিয়া আসিলেন।

কাশীধামে একটি বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার্থ দয়ানন্দ অভিলাষী হইয়াছিলেন। কেবল কাশীধামে নহে,—ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা নগরে বৈদিক ধর্ম্মের আলোক বিকিরণার্থ একটি বৈদিক পাঠশালা স্থাপনেও তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। উপস্থিত বিষয়ে পেট্রিয়ট পত্রিকায় পূর্ব্বোল্লিখিত সদাশয় লেখক এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"In conclusion, we would make a strong appeal to the heads of the orthodox class of Hindus to assist Dayananda Sarasvati in establishing a Vedic School. Almost all the educated natives are theists at heart, and though some cling to idolatry for the sake of their parents and nearest relations, many have avowedly adopted Brahmaism. It is therefore meet that the Vedic religion should be revived. The tide of progress can not be obstructed, and the members of the "Sanatun Dharma Rakahini Sabha" will ill-succeed in keeping up the present system of Hinduism. They will secure the lasting gratitude of the Hindus if they try to purify Hinduism from the corruptions that have crept into it, and establish the Vedic religion as the religion of the educated."*

উল্লিখিত কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে,—"দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রস্তাবিত বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন পক্ষে আমরা হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গকে আগ্রহ সহকারে আহ্বান করিতেছি। কারণ এখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রায় সকলেই অন্তরে একেশ্বর-বাদী। কেহ কেহ পিতা মাতা বা আত্মীয়-স্বজনদিগের অনুরোধে মূর্ত্তি-পূজার পোষকতা করিলেও অনেকেই এখন প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মমত পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই উন্নতি-প্রবাহ কিছুতেই রুদ্ধ হইবার নহে। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন পূর্ব্বক প্রচলিত হিন্দু মতের সংস্কার বিধান করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে সহায়তা করিলে সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী-সভা নিশ্চয়ই হিন্দু-সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।"

* The Hindoo Patriot 1870 January 17.

পেট্রিয়ট-পত্রিকার ভূয়োদর্শী সম্পাদক এই উৎসাহ-পরিপূরিত ও সুযুক্তি-যুক্ত কথাগুলি অন্তরের সহিত অনুমোদিত করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত বৈদিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যে এতদ্দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণ তিনি কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত কথাগুলির অনুমোদন বা সমর্থন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে কি উপায় অবলম্বন করিলে এই শুভসাধক সংকল্পটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, এবং কার্য্যে পরিণত হইলে ইহার পরিচালন পক্ষে কি পরিমাণ ব্যয় পড়িতে পারে, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয়গুলিও তিনি উপরি-উল্লিখিত পত্রলেখককে অনুরোধ সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। * পত্রলেখক মহাশয় এই প্রকারে অনুরুদ্ধ বা জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রস্তাবিত বেদ-বিদ্যালয়ের ব্যয়াদি সম্বন্ধে পেট্রিয়ট-সম্পাদককে পুনর্ব্বার এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"Emboldened by your words of encouragement we repaired to Anand-Bag in Benares, and explained to the venerable Pundit the substance of your editorial remarks. The joy of the sage knew no bounds; and with a blooming countenance he thanked you most heartily. He then propounded the following plan in accordance with which the working of the proposed Vedic School is intended to be carried out. As a first step, the services of a good Pundit should be secured for teaching Sanskrit literature. As Sarasvatee has in contemplation the introduction of a system of training that will lead to a clear understanding of the Vedas, he intends selecting a Pundit from among the few best scholars he is acquainted with. Though a native of Guzerat, he was brought up in a Vedic School at Muttrah, under the tuition of the great sage, the late lamented Sura Dasa. There are a few scholars of this

* Here is an opportunity for the Dharma Sabha to prove itself useful, which we trust and hope will not be thrown away. The Sabha is an anachronism, but its existence may be tolerated by enlightened public opinion, if it makes its objects to revive Vedic learning and Vedic religion, the glorious heritage of our proud ancestors. We wish our correspondent had given an estimate of the cost of the proposed Vedic School, which ought of course to be moderate, and we cannot believe that if the objects of the projected institution were properly explained and circulated, there would be lack of funds. A single Native Prince might give the money required. It would certainly redound to the credit of the Dharma Sabha if it should come forward liberally and second the laudable efforts of the new Reformer. Otherwise we would recommend the Brahmo Samaj, as the chief instrument of the revival of Vedic worship under the guidance of the late Rajah Ramamohana Raya, to interest itself in this sacred cause, and lend its support and authority to the new Reformer. The Hindoo Patriot 1870 January 17.

great man, who will gladly accept the teachership of the proposed School, if remunerated on a somewhat liberal scale. The salary should be from Rs. 75 to Rs. 100 per mensem. After the pupils have been thoroughly initiated into Sanscrit literature, which will take two years to accomplish, the services of another Pundit should be secured at say Rs. 100 per month, for teaching the Vedas. As liberal education has inflamed the hearts of many a youth with the fire of religious zeal advanced Scholars of the Sanscrit College and Pundits of the Vernacular schools might be induced to enter the Academy with a view to obtain an insight into the Vedic lore. In that case, a night School ought to be organised; and no Eleemosynary aid will then be needed. But as there is every probability of pupils from Nabodeep or other Somajes joining the School, arrangements should be made for supplying all their necessaries, including purchase of books, &c. At the outset, a monthly subscription should be raised sufficient to pay Rs. 100 per month to a Pundit, and to defray the necessary expenses teaching 10 pupils. In addition to the monthly subscription there should of course be a reserve fund to meet contingent expenses. I do not say any thing at present about School-building and boarding house, because I think, any one of our wealthy countrymen might be induced to spare one of their supernumerary buildings for this noble purpose. As soon as arrangements have been made for opening the proposed School, our venerable Pundit Doyanunde Sarasvatee will start for Calcutta in company with a Sanscrit teacher, and will stay there as long as his assistance will be considered necessary to place the *Patshala* on a firm footing * * * * * It is the intention of our Pundit to make Benares, which has an academic fame of no recent date, the centre of his educational scheme, with Schools spread all over India; and if the liberal minded gentry come forward to fulfil the desire of this great man, they will assuredly confer a great boon on India. The branches of the tree of corruption have overshadowed the whole of India, and it is his noble intention to apply, the axe of truth to the very root of the tree, which has gone deeper at Benares than elsewhere. Yesterday, the Pundit left this station for Allahabad where he intends staying for a month." *

উপরি-উদ্ধৃত ইংরাজি অংশটি আলোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, স্বামিজী প্রস্তাবিত বৈদিক পাঠশালায় প্রথমতঃ মাসিক পঁচাত্তর হইতে এক শত টাকা বেতনে একজন অধ্যাপক নিয়োজিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তদীয় আচার্য্যের কোন উপযুক্ত শিষ্যকেই অধ্যাপক-পদে নির্ব্বাচিত করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তিনি স্বীয় নির্দ্ধারিত পদ্ধতির উপর বেদবিদ্যালয়ের সমগ্র শিক্ষা-কার্য্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বিদ্যার্থিগণ প্রথম-নিয়োজিত অধ্যাপকের নিকট দুই বৎসর কাল সাহিত্য-শিক্ষা করিবেন, এবং তাহার পর অপর অধ্যাপক-সমীপে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবেন, এইরূপ নিয়মানুসারে তিনি বেদবিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দয়া-

* The Hindoo Patriot 1870 February 14.

নন্দের বিশ্বাস ছিল যে, পাঠশালার পণ্ডিত অথবা সংস্কৃত কলেজের অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর ছাত্রদিগের ভিতর অনেকেই বেদালোচনার নিমিত্ত তৎ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আগমন করিবেন। যাহা হউক তিনি সংকল্পিত বিদ্যালয় সংস্থাপনের নিমিত্ত কলিকাতা আসিতে সম্মত ছিলেন, এবং বিদ্যালয়কে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে তথায় কিছুকাল অবস্থান করিতেও ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। অধিক কি, বেদবিদ্যা বিস্তারের পক্ষে তিনি কাশীধামকে কেন্দ্ররূপে পরিগণিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কাশী-প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্যালয়ের শাখা-প্রশাখা-রূপে ভারতের প্রধান প্রধান স্থান সমূহে বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হয়, ইহা তাঁহার একটি আন্তরিক বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার এই বাসনা সিদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত সদাশয় ব্যক্তি যদিও এই বিষয়ে আর্য্য-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কিছুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই,—এমন কি বেদ-সর্ব্বস্ব সরস্বতী মহাশয়ের এই পরম হিতকর সংকল্পকে কার্য্যক্ষেত্রের বিষয়ীভূত করিবার মানসে যদিও তিনি আপনার উদ্যম-উৎসাহ প্রদর্শনে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন নাই, * তথাপি এই সম্পর্কে কার্য্যতঃ কিছু ঘটিয়া উঠা স্বামিজীর পক্ষে সম্ভাবিত হয় নাই। যাহা হউক দয়ানন্দ এই প্রকারে কাশীস্থ সুধী-সমাজে স্বীয় সিদ্ধান্ত অখণ্ডিত রাখিয়া এবং আপনার বিজয়-পতাকা অনবনত করিয়া জানুয়ারি মাসের ২৬শে তারিখে এলাহাবাদ গমন করিলেন। কেননা বেদবিদ্যালয়ের ব্যয়াদি-সংক্রান্ত পূর্ব্ব উদ্ধৃত ইংরাজি পত্রখানি মোগলসরাই হইতে ২৭শে তারিখে লিখিত হইয়াছিল। আর সেই পত্রের শেষাংশে প্রকাশিত রহিয়াছে যে,—"স্বামিজী গত কল্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে গিয়াছেন।" এতদ্দারা বুঝা যায় যে দয়ানন্দ সে বারে কাশীধামে প্রায় চারি মাস কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

---

* The Hindoo Patriot 1870 March 28 and April 4.

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা আগমন,—প্রমোদকাননে অবস্থান ও নানা লোকের সহিত আলাপ,—
কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে গমন ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা,—ব্রাহ্মোৎসবে দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুরের গৃহে আগমন,—কএক স্থানে বক্তৃতা—হুগলি
গমন ও পণ্ডিত তারাচরণ প্রভৃতির
সহিত বিচার।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বরের প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় দয়ানন্দ সরস্বতীর কলিকাতা আগমন-সংবাদ এইরূপে বিঘোষিত হয়;—

"The redoubtable Hindu iconoclast, Pundit Dayananda Saraswaty, who recently di-comfited the learned Pundits at Beneras in an open theological encounter, and has otherwise made himself famous throughout Northern India, has come down to Calcutta, and is now staying in the suberban garden-house of Raja Jotindra Mohan Tagore at Nynan. He has issued notices in Sanscrit, Hindi, Bengali and English inviting inquirers and others to come and discuss the theological subjects with him."*

ইহার অর্থ এই যে,—"মূর্ত্তিপূজার মহাবৈরী পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী—যিনি অল্প দিন পূর্ব্বে কাশীস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে শাস্ত্র-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভারতের উত্তরাঞ্চলে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নগরোপকণ্ঠ-স্থিত নৈনানের উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন; এবং জিজ্ঞাসু ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞাপন-পত্রও প্রচারিত করিয়াছেন।" রাজা যতীন্দ্রমোহনের নৈনানের উদ্যান প্রমোদ-কানন বলিয়াই বিখ্যাত। উহা কলিকাতার উত্তরে ও অদূরেই অবস্থিত। নগর-বাসের প্রতি দয়ানন্দের বিতৃষ্ণা ছিল। এই কারণ তিনি যখন যে নগরে উপস্থিত হইতেন, তখন সেই নগরের প্রান্তবর্ত্তী

* The Indian Mirror 1872 December 30.

কোন উদ্যানে অথবা প্রান্তবাহিনী কোন নদীতটে আপনার অবস্থিতির নিমিত্ত ব্যবস্থা করিতেন। এতদ্দ্বারা নগরের অধিবাসিবর্গের সহিত আলোচনাদির পক্ষে কোন অসুবিধা ঘটিত না, অথচ নাগরিক অশান্তি বা কোলাহল-কষ্টও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত না। এই হেতু তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত প্রমোদ-কানন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।*

মিরার পত্রিকার উল্লিখিত সংবাদ অনুসারে দয়ানন্দ ডিসেম্বরের শেষেই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গাব্দ ধরিয়া হিসাব করিলে ১২৭৯ সালের অগ্রহায়ণের শেষে কিংবা পৌষের প্রারম্ভ সময়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। যাহা হউক সেই সময়ে দয়ানন্দের সঙ্গে গজানন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। গজানন মৃজাপুরের অধিবাসী। তিনি স্বামিজীর নিকট মনুসংহিতা পাঠ করিতেন, এবং তাঁহার সেবা কিংবা সহায়তার নিমিত্ত অপরাপর কার্য্যেও নিয়োজিত রহিতেন। গজানন যে মনুসংহিতাখানি পাঠ করিতেন, তাহা স্বামিজীর স্বহস্ত-লিখিত। এদিকে পূর্ব্বোল্লিখিত বিজ্ঞাপন-পত্রানুসারে দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাতার্থ এখানকার অনেক লোক প্রমোদ কাননে গমন করিতে লাগিলেন। দয়ানন্দ প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত অভ্যাগতদিগের সহিত আলাপ করিতেন না। তন্নিমিত্ত ঐ সময়ের ভিতর তথায় লোক-সমাগমও দেখা যাইত না। অপরাহ্নে দুই তিন ঘটিকার সময় হইতে সেই উদ্যানাভিমুখে লোক-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিত। অনেক লোক তাঁহাকে কেবল দেখিবার জন্যই যাইতেন, অনেক লোক তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে আসিতেন, আবার

---

* পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার-মহাশয় দয়ানন্দকে কলিকাতায় আনিবার পক্ষে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ দয়ানন্দের আগমন-সংবাদ লইয়া শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যান। কিন্তু তিনি স্বামিজীর অবস্থান বিষয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে অসামর্থ্য প্রকাশ করায়, সেন-মহাশয় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সমীপে গমন করেন। প্রথমে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনও তাঁহার প্রস্তাবে তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে যখন চন্দ্রশেখর বাবু দয়ানন্দকে হাবড়া ষ্টেশন হইতে লইয়া শৌরীন্দ্রমোহনের গৃহে আসিলেন, তখন শৌরীন্দ্রমোহন একান্ত বিনয় ও আগ্রহ সহকারে প্রমোদ-কাননে স্বামিজীর আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কোন ছিদ্রান্বেষী লোক কোন না কোন ছল ধরিবার অভিলাষে তথায় উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে তাঁহার কার্য্যকলাপাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। দয়ানন্দ কখন উদ্যান মধ্যে, কখন উদ্যান-মধ্যস্থিত অট্টালিকার ভিতরে এবং কখন বা উদ্যানান্তর্গত পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া আগন্তুক ব্যক্তি-দিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। আগন্তুকদিগের ভিতর প্রায় সকল শ্রেণীস্থ লোকই দৃষ্ট হইত। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও পণ্ডিতবর তারনাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি শাস্ত্রিগণ সরস্বতী-মহাশয়ের নিকট গমন করিতেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সুশিক্ষিত ও দেশ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ দয়ানন্দের পার্শ্ববর্ত্তী হইতেন। আর রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির মত ঐশ্বর্য্যপতি ও উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিগণও তথায় মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর আগন্তুকদিগের ত কথাই নাই। ইহাঁদিগের ভিতর বাচস্পতি ও বাগ্মিবর কেশবচন্দ্রকে দয়ানন্দের নিকট প্রায়ই দেখা যাইত। স্বামিজীর সহিত কেশব-চন্দ্রের জন্মান্তরবাদ লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অদ্বৈতবাদ বেদ-প্রতিপাদিত কি না, এই বিষয়েও সেন-মহাশয় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া-ছিলেন। বসুজ-মহাশয়ের সঙ্গে হোমের কথা উত্থাপিত হয়। তিনি হোমকে মূর্ত্তিপূজার অন্যতম অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করায় দয়ানন্দ বলিয়াছিলেন যে, যে কার্য্য ব্রহ্মস্মরণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষতঃ যাহা লোক-সাধারণের শুভোদ্দেশেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা কখন মূর্ত্তিপূজার অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। ইহা শুনিয়া রাজনারায়ণ বাবু তৎসম্বন্ধে আর কোন কথাই বলেন নাই। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নামক বসুজ-মহাশয়ের বক্তৃতা-পুস্তকও দয়ানন্দের নিকট পঠিত হইয়াছিল। পাঠান্তে দয়ানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পক্ষে পুরাণ-তন্ত্রের প্রমাণ গ্রহণ করা যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। শাস্ত্রীয় প্রমাণের স্থলে অন্ততঃ মহাভারত পর্য্যন্তই পরিগৃহীত হইতে পারে।

একদিন বৈকালে পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া স্বামিজী সমাগত লোকদিগের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন শকটারোহণ পূর্ব্বক প্রমোদ-কাননে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই এক

ব্যক্তি আসিয়া দয়ানন্দকে বলিলেন—"রাজা বাহাদুর আপনাকে ডাকিতেছেন।" তদুত্তরে দয়ানন্দ বলিলেন,—"আমি অভ্যাগত লোকদিগের সহিত আলাপ করিতেছি, সুতরাং এখন উঠিয়া যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভাবিত নহে।" শৌরীন্দ্রমোহন সংবাদ-বাহকের মুখে সেই কথা অবগত হইয়া অবশেষে নিজেই তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে স্বরের উৎপত্তি-স্থান বিষয়ে দয়ানন্দকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা বুঝিতে না পারায় এবং তন্নিমিত্ত দয়ানন্দ কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করায় শৌরীন্দ্রমোহন কিয়ৎপরিমাণে ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পর কলিকাতার কোন কোন স্থলে,—এমন কি সংবাদ-পত্র-বিশেষে দয়ানন্দের সম্বন্ধে কতকগুলি অযথা বা অমূলক কথা আলোচিত হইতে লাগিল। * এতদ্দ্বারা অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, শৌরীন্দ্র-মোহনের সংসৃষ্ট বা আশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই হয়ত কেহ সেই সকল

---

* "কস্যচিৎ বরাহনগর বাসিনঃ" এই নামে এক ব্যক্তি দয়ানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি অযথা ও বিদ্বেষমূলক কথা সোমপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তিটি যে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের ইঙ্গিত-পরিচালিত হইয়াই এইরূপ কার্য্যে রত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রকাশিত পত্রখানি পাঠ করিলে বুঝা যায়। সোমপ্রকাশের শাস্ত্রদর্শী সম্পাদকও এই বিষয়ে পক্ষপাতিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ দয়ানন্দের কতিপয় অনুরাগী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অযথা ও বিদ্বেষ-মূলক পত্রের প্রতিবাদ পূর্ব্বক সোমপ্রকাশে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্পাদক-মহাশয় সেই প্রতিবাদ-পত্র পত্রিকাস্থ না করায় তাঁহারা ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকায় তাহা প্রেরিত ও প্রকাশিত করিয়া দয়ানন্দকে অযথা আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অধিক কি সোমপ্রকাশ-সম্পাদক নিজেও স্বামিজীর প্রতি বিদ্বেষ-বিমিশ্রিত ভাবের পরিচয় প্রদান করিতে ক্রটি করেন নাই। কেননা তিনি স্বামিজীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"ইনি দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া যেমন জগতের উপকার করিয়া গিয়াছেন, ইহাঁর তেমন কোন মহান্ উদ্দেশ্য আছে কি না আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা ইহাঁর বিচার প্রণালীর যেরূপ প্রবাদ শুনিতে পাইতেছি, তাহাতে ত স্পষ্ট বোধ হয়, আত্ম-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া খ্যাতিলাভ করাই ইহাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।" সোমপ্রকাশ ১২৭৯ সাল ২১ শে ফাল্গুন।

অমূলক কথার রচনা করিয়া প্রচারিত করিয়া আমাদিগের বিবেচনায় অসঙ্গত নহে।

সমাগত লোকদিগের সহিত আলোচনা ব্যতীত দয়ানন্দ এক হইয়া ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে গমন করিলেন। যে দি কেশবচন্দ্রের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, তিনি সেই দিবস মধ্যাহ্নে বর্ষীয় কৌতুকাগারে গমন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে ১৮৭৩ খৃষ্টাে জানুয়ারির ইণ্ডিয়ান মিরারে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি পরিদৃষ্ট হয়। সেই বৃত্তা এইরূপ ঃ—

"This learned Pundit visited the Asiatic Musuem on Thursday last, with a view chiefly to purchase copies of the Vedas and the Upanishads. He then met a large number of Brahmos at the house of Baboo Keshab Chandra Sen, and in answering the various questions put to him he clearly explained his doctrinal opinions. * * * We hope a committee will be formed to undertake the publication and extensive circulation of his reformed ideas in the form of small tracts."*

এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, ৯ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন কালে স্বামিজী ভারতীয় কৌতুকাগারে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরেই কেশবচন্দ্রের ভবনে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ বেদ ও উপনিষদের গ্রন্থ ক্রয় করাই তাঁহার কৌতুকাগার গমনের উদ্দেশ্য ছিল। কেশবচন্দ্রের আলয়ে দয়ানন্দের সহিত সদালাপার্থ বহুতর ব্রাহ্ম সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সম্মিলিত ব্রাহ্মদিগের অনেকেই তাঁহাকে আর্য্যজাতির শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সমূহের সদুত্তর প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসুদিগকে বিমোহিত করিয়া তুলিলেন। বিশেষতঃ দয়ানন্দের বক্তৃতা বা শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া সমাগত ব্যক্তি মাত্রেই বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। কারণ একজন কৌপীন-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী ইউরোপীয় বিদ্যায় সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ হইয়া সমাজ, শাস্ত্র বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এপ্রকার মার্জ্জিত উচ্চ ও উদার মত পোষণ করিতে পারেন, এমন কি একমাত্র বেদরূপ ব্রহ্মাস্ত্রের সহায়তা অবলম্বন পূর্ব্বক সমাজ ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় যাবতীয় ভ্রান্তি নিরাকরণে উদ্যত হইয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া কে না বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন? উপস্থিত বিষয়ে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"কেশব বাবুর

* The Indian Mirror 1873 January 12.

[illegible] বক্তৃ[illegible] শুনি[illegible] সে দিন একটি নূতন [illegible] বক্তৃতা [illegible] বলিতে লাগিলেন যে, [illegible] ব্যক্তি মহামুখ, [illegible] কথা [illegible] লাগিল। [illegible] বিষয়ের জন্য আশ্চর্য্য হইলাম। ইংরেজি ভাষানভিজ্ঞ হিন্দু [illegible] মুখে ধর্ম্ম কি সমাজ সম্বন্ধে এমন উদার মত সকল পূর্ব্বে কখনও [illegible]।" * যাহা হউক পরিশেষে দয়ানন্দের মতামত সকল পুস্তিকাকারে [illegible]শিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত করিবার নিমিত্ত অনেকেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং কেহ কেহ বা সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে একটি সমিতি-স্থাপনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে কি সমিতি-স্থাপন, কি স্বামিজীর মতামত সঙ্কলন কিছুই কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও এবম্বিধ প্রস্তাব কেশবচন্দ্রের পক্ষে সাধারণ উদারতার পরিচায়ক নহে।

দয়ানন্দ যখন কলিকাতা নগরে এই প্রকারে বৈদিক ধর্ম্ম বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব উপস্থিত। মাঘোৎসব উপলক্ষে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একদিন নিশাকালে স্বামিজীর নিকট গমন করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত দয়ানন্দের নানা বিষয়ে আলাপ হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রানুরাগী, তন্নিমিত্ত বোধ হয় তিনি স্বামিজীর নিকট প্রধানতঃ দার্শনিক প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কেননা কপিলের সাংখ্য-দর্শন যে নিরীশ্বর গ্রন্থ নহে, এই কথা সেই সময়ে স্বামিজী তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বীয় আগমন-সংকল্পের কথা প্রকাশিত করিলেন। দয়ানন্দ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমতঃ কতকটা অসম্মত হইলেন বটে, কিন্তু অবশেষে আমন্ত্রণ রক্ষা বিষয়ে সম্মতিদান করিলেন। † দয়ানন্দ এইরূপে আমন্ত্রিত হইয়া ত্রিচত্বারিংশৎ ব্রাহ্মোৎসবের

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত জীবনী—২ পৃষ্ঠা।

† পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে স্বামিজীর

## ব্রাহ্মোৎসবে আগমন।

১১ই মাঘ মধ্যাহ্নকালে পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের আলয়ে উপা হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের শিষ্টাচার-পরায়ণ পুত্রগণ স্বামিজীর অভ্যর্থনা পক্ষে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। দয়ানন্দ তাঁহাদিগের গৃহে অনেকের সঙ্গেই অসঙ্কুচিত ভাবে ধর্ম্মালাপ করিলেন। বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম ও স্বর্গারূঢ় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের সহিত আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। দয়ানন্দ স্বাধীন ইচ্ছার পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি, তিনি স্বাধীন ইচ্ছার অনুকূলে বৈদিক প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক হেমেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন। * অতঃপর দয়ানন্দ এখানকার কএকটি স্থানে কএকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩শে তারিখ অপরাহ্নে স্বর্গীয় গোরাচাঁদ দত্তের গৃহ-প্রাঙ্গণে "ঈশ্বর ও ধর্ম্ম" বিষয়ে তাঁহার এক বক্তৃতা হয়। † সেই বক্তৃতা স্থলে কলিকাতার শত শত লোক উপস্থিত

---

নিকট নিমন্ত্রণার্থ গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ১১ই মাঘ ঠাকুর-বাবুদিগের বাড়ীতে উপস্থিত হওয়ার কথা উল্লেখ করায় দয়ানন্দ বলিলেন যে, আমি এই জন্য কেশব বাবু কর্ত্তৃকও আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি তাঁহার আমন্ত্রণ রক্ষা করি নাই। এরূপ স্থলে আপনাদিগের আমন্ত্রণ রক্ষা পূর্ব্বক ১১ই মাঘ দিবসে কিরূপে যাইতে পারি। এই কথার উত্তরে আদি-ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য—বিশেষতঃ বেদাদি গ্রন্থের প্রতি আদি-সমাজান্তর্গত লোকদিগের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বিষয় খুলিয়া বলাতে তবে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি আপনাদের ত্রিতলের উপরিস্থিত গৃহে কিছুদিন থাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ করায় দয়ানন্দ বলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহস্থাশ্রমে বাস বিধেয় নহে। তাঁহাদিগের গৃহ-প্রাঙ্গণে যে মণ্ডপ আছে, দয়ানন্দ সেই মণ্ডপের মধ্যস্থিত বেদি দেখিয়া বিশেষতঃ বেদির চতুর্দ্দিকাঙ্কিত সংস্কৃত শ্লোক সকল পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে আদি-ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার প্রাণস্বরূপ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি তিনি আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। এমন কি, প্রমোদ-কাননের দালানের ভিতর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের এক এক খানি প্রতিকৃতি বিলম্বিত ছিল। দয়ানন্দ সেই প্রতিকৃতিদ্বয় দর্শন করিয়া প্রথমোক্ত খানির সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে,—"লোকটাকে দেখিলে ঋষিভাবের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরাগী বলিয়া বোধ হয়।"

† The Indian Mirror 1873 Februry 22.

[illegible]

"On Sunday the 9th instant, a lecture was delivered by Pandit Dayanand Saraswati on the 'Vedic Doctrines' at the premises of the [illegible] ... A large number of respectable Native gentlemen were present on the occasion. The lecturer ... [illegible] ... the pulpit in the most solemn posture and commenced ... at half-past three ... The lecturer ... his address with a [illegible] ... ing, sweet and easy Sanskrit continued for more than three hours. He proved in simple argument from the Vedas the existence of the unity of God, the iniquity of caste-distinctions, and the injury done by early marriages. His oratory is most wonderful. His language is simple, yet majestic. From his words we can observe that he is not only a man of extensive learning but also a man of deep reflection and vast observation. His arguments are forcible and strong, and his spirit is fearless and brave. I hope that my educated friend of Calcutta will make it a point to attend his future lectures." *

উপরি-উক্ত কথাগুলির মর্ম্ম এই যে,—"পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী ৯ মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার সময় বৈদিক মত সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতাস্থলে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তা-মহাশয় বেদির উপর গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট হইয়া একটি প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইতে তিন ঘণ্টারও অধিক অতিবাহিত হইয়াছিল। বক্তৃতা যদিও সংস্কৃত ভাষায় হইয়াছিল, তাহা হইলেও সরস্বতী-মহাশয়ের সংস্কৃত যার পর নাই সরল সুমিষ্ট ও আবেগ-ময়। তিনি বৈদিক প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের একত্ব এবং জাতিভেদ ও বাল্য-বিবাহের অপকারিতা অতি সহজেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দয়ানন্দের বাগ্মিতা অতি অসাধারণ। তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে কেবল তাঁহাকে একজন সর্ব্বশাস্ত্র-দর্শী বলিয়া বোধ হয় না। বলিতে কি, তিনি যে একজন বিলক্ষণ ভাবুক ও ভূয়োদর্শী ব্যক্তি তাহাও তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়। দয়ানন্দের যুক্তি সকল একান্ত তীব্র ও প্রবল, এবং তাঁহার হৃদয় সর্ব্বতোভাবেই ভীতিশূন্য। আমরা ভরসা করি, কলিকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যত্নপর রহিবেন।" [illegible] কলিকাতায়

* The Indian Mirror 1873 March 15.